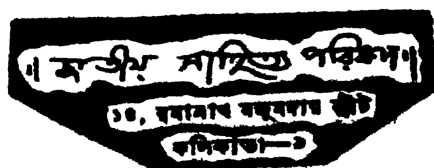
কালজয়ী নাট্য সংগ্রহ

কৃষক বিদ্রোহের টি নাটক

সম্পাদনায়

সুনীল দত্ত



প্রথম প্রকাশ :
১লা বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রচ্ছদ :
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

দাম—৬·৫০

জাতীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষে দ্বিজেন ঘোষ ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলিকাতা ৯ হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীঅজিত কুমার সাউ রূপলেখা প্রেস ৬০, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯, হইতে মুদ্রিত।



॥ সূচী ॥

নীলদর্পণ—দীনবন্ধু মিত্র ১
দুঃখীর ইমান—তুলসী লাহিড়ী ৬৩
আমার মাটি—মনোরঞ্জন বিশ্বাস ১৮৫

॥ ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও নাট্যকারের ভূমিকা ॥

"ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই তাহা ভারতবর্ষের নিশীথ কালের একটা দুঃস্বপ্ন কাহিনী মাত্র! কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটা-কাটি, মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলেয়, ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল। একদল যদি বা যায় কোথা হইতে আরেক দল উঠিয়া পড়ে; পাঠান, মোগল, ফরাসী, পর্তুগীজ, ইংরেজ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তনমান স্বপ্ন-দৃশ্যপটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। ভারতবাসী কোথায়—এ সকল ইতিহাস তাহার কোন উত্তর দেয় না।" ইতিহাসের সম্বন্ধে এই প্রশ্নগুলো রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ।

আর এই প্রশ্নকে সামনে রেখে ইতিহাসকে অনুশীলন করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই, একটা ভাঁওতার উপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের এই গোটা সমাজটা: স্কুল, কলেজ,বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকমশাই আর অধ্যাপকরা যা পড়ান, সব শোষক শ্রেণীর স্বার্থে বানান ইতিহাস। এ ছাড়া ঐতিহাসিক বস্তুবাদ আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, ইতিহাস সৃষ্টি করেন জনগণ, তাঁদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে! কোন রাজা-মহারাজা, নবাব-সুলতান ইতিহাস সৃষ্টি করেন না! কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থবাহী শিক্ষায়তনগুলো এই সত্যকে আমাদের শিখতে দেয় না।

তাই আজ আমাদের সম্মুখে যে কঠিন সংগ্রামের দিনগুলো অপেক্ষা করে আছে, সেই সংগ্রামী পথকে আরো প্রসার করে দিতে হলে, আমাদের জানতে হবে আমাদের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে। প্রথমেই আমাদের স্মরণ করতে হবে

দু'শো বছরের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বীরত্বপূর্ণ কাহিনীগুলোকে। আমাদের পূর্ব-পুরুষরা শুধুমাত্র আপোস করেই বাঁচবার চেষ্টা করেননি, ভারতবর্ষের দু'শো বছরের ইতিহাস এই কথাই বলে। বারে বারে কৃষক সম্প্রদায় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আজকের সংগ্রামের পথ প্রস্তুত করে গেছেন। তাঁদের নিষ্ঠা আর আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়েই আজ আমরা সত্যের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়েছি। কখনো তাঁরা জিতেছেন, কখনো বা তাঁরা মূল লক্ষ্য সঠিক না থাকার দরুণ আর সার্থক নেতৃত্বের অভাবে হেরেছেন। এই হার-জিতের মধ্যে দিয়েই তাঁরা কিন্তু আমাদের মধ্যে এখনো বেঁচে আছেন। আজও যখন কোন সংগ্রামের পথে আমরা এগিয়ে যাই, প্রথমেই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, সাম্রাজ্যবাদ ও তার দেশীয় তাঁবেদার সামন্ত প্রভুদের নির্যাতনের কথা। সেই সংগে মনে করিয়ে দেয় যুগে যুগে এই মুনাফাখোর শত্রুদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী কৃষকশ্রেণী নানা ভাবে রুখে দাঁড়িয়েছেন। আর জনগণের বন্ধুর ভেকধারী একদল সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার এইসব সংগ্রামের স্ফুলিংগকে বারে বারে ব্যর্থ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে---উদ্দেশ্য-বিহীন বলতেও ছাড়েননি। এই সব মুখোশধারী বদস্বভাবের ভদ্রলোকদের কথায় কিন্তু মেহনতী মানুষ তাদের সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করেননি। তাঁরা কোথাও বা স্ফুলিংগ, কোথাও বা দাবানল সৃষ্টি করেছেন। আর এই সব সংগ্রামের প্রেরণা থেকেই নাট্যকার সেই সেই যুগের সংগ্রামের কাহিনী নাটকে রূপায়িত করে নিপীড়িত মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন, পরবর্তী কালের মানুষের সামনে রেখে গেছেন পথের নিশানা। যদিও এই সব বিপ্লবী মেজাজের নাটকের সংখ্যা খুবই কম, তবুও উত্তরাধিকার সূত্রে যা পেয়েছি তাই নিয়েই আমরা আমাদের ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলতে চাই।

॥ নীল বিদ্রোহ ও নীল দর্পণ ॥

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাওয়ার ফলে ভারতবর্ষ, শিল্পোন্নত ইংলণ্ডের কাঁচামালের উৎপাদনের ক্ষেত্র ও পণ্য বিক্রয়ের বাজার রূপে আসাধারণ গুরুত্ব লাভ করে। আর সে জন্য সাম্রাজ্যবাদ নিজের কাঁচামাল রপ্তানীর জন্যে ধীরে ধীরে ভারতকে তাদের উপনিবেশে পরিণত করে। আর এই উপনিবেশ ব্যবস্থায় ইংরেজ দস্যুরা শোষণের নতুন কায়দা আবিষ্কার করে। আর সেই সুযোগেই বাংলার সামন্ত গোষ্ঠি লুণ্ঠনের এক নতুন পথের সন্ধান পেয়ে গেল। ইংরেজ, বাঙালী জমিদার গোষ্ঠি আর নীলকরের দল চাষীর লাল রক্ত শুষে নীল করে দিল, আর এই নীল থেকেই একচেটিয়া মুনাফার পাহাড় গড়ে তুললো। নীলকর সাহেবরা মোটা টাকা দিয়ে জমিদারদের কাছ থেকে দীর্ঘ সময়ের জন্য জমি ভাড়া করে নীলের চাষ আরম্ভ করল। আর অগ্রিম কিছু দাদন দিয়ে চাষীদের বাধ্য করল ক্রীতদাস হতে। এই সব জঘন্য চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে যদি কোন চাষী আপত্তি জানাত, তার ব্যবস্থা ছিল লাঠি, গুলি আর জেল। এই চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ নীল না দিতে পারলে তাদের উপর হতো অমানুসিক শাস্তি, জরিমানা আর আজীবন দাসত্ব।

নীলকরদের হাতে থাকত পাইক, বরকন্দাজ, কয়েদখানা, নানাপ্রকার শারীরিক শাস্তির ব্যবস্থা। যে সব চাষী এই জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে গর্জে উঠবার চেষ্টা করত সেই সব চাষীদের গুলি করে হত্যা করার জন্যে অসংখ্য বন্দুক আমদানী করা হত। এক কথায় বলা যায়—নীলকর দস্যুরাই ছিল বাংলার আসল শাসক ও মালিক।

এই ভাবে চলতে লাগল বাংলার নিরীহ চাষীদের উপর নীলকর সাহেবদের ও সামন্ত প্রভুদের পৈশাচিক তাণ্ডব। নীলকরদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার আগুনে সোনার বাংলা ছারখার হয়ে গল!

চির বিদ্রোহী বাংলার চাষী কিন্তু এই অত্যাচার নীরবে মেনে নিলো না। দেশকে বাঁচানোর জন্যে, সাম্রাজ্যবাদি শোষণ-শাসনের শৃঙ্খল থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য জীবন পণ সংগ্রাম শুরু করলেন।

ইংরেজরা যখন দেখল শুধুমাত্র অত্যাচার করেই মুনাফা লোটা সম্ভব নয়, তখন তারা ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট দেখিয়ে দিল, সেখানে নাকি ন্যায্য বিচার হয়! সেদিন জনসাধারণ নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝতে পারল, সাম্রাজ্যবাদসৃষ্ট ঐ কোর্টে বিচারের নামে প্রহসন-ই হয়, বিচার হয় না। তখন তারা বৃথা সময় নষ্ট না করে ঝাঁপিয়ে পড়ল সশস্ত্র বিপ্লবের পথে। ঐ পথই যে সশস্ত্র রাজশক্তির হাত থেকে মুক্তির একমাত্র পথ, সেটা তারা সেদিন বোঝবার চেষ্টা করেছিল।

দীনবন্ধু মিত্রের শিল্পী-মনকে এই পীড়ন, নিষ্পেষণ ও নির্যাতনের রূপ ব্যাকুল করে তুলেছিল, আর তাই তাঁর দরদী মন নিয়ে এই মহৎ জীবন কাব্যকে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। আর সেই সংগেই বাস্তব জীবন ভিত্তির উপর সাহিত্য রচনার ভিতর দিয়ে বাংলা সাহিত্যের নবযুগ আরম্ভ হল, নীলদর্পণের মধ্য দিয়েই। ভদ্র সমাজে যাদের সুখ-দুঃখের কথা এতদিন অপাংক্তেয় ছিল, গল্পে-উপন্যাসে, নাটকে যাদের প্রবেশের দরজা এতদিন বন্ধ ছিল, দীনবন্ধু মিত্রই সেই সব সর্বহারা মানুষদের মঞ্চে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন, তাঁদের জীবন সত্যকে তুলে ধরার জন্যে।

এই 'নীলদর্পণ' দিয়েই বাংলাদেশে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি (১৮৭২) হয়। অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তাফি প্রমুখেরা কলকাতায় ন্যাশন্যাল থিয়েটার স্থাপন করে সর্বপ্রথম জনসাধারণের কাছে টিকিট বিক্রি করে যে নাটক অভিনয় করেছিলেন তা হলো নীলদর্পণ। এর আগে কলকাতায় যে সব নাটক অভিনয় হতো তাতে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না, ধনী ও উচ্চশ্রেণীর পেটোয়া কর্মচারীরাই নাটক দেখতে পারতেন। তাই 'নীলদর্পণ' শুধুমাত্র সাধারণ মানুষকে নিয়েই প্রথম নাটক নয়, এ নাটক বৃহত্তর জনসাধারণের নাটক হয়ে আছে। তাই

আচার্য গিরীশচন্দ্র দীনবন্ধুকে "বাংলার রঙ্গালয়ের স্রষ্টা" বলে অভিহি করেছেন।

'নীলদর্পণ' নাটকে যারা অভিনয় করতেন তাদের প্রতিমুহূর্তে পুলিশে লাঞ্ছনা আর অপমানের আশঙ্কা নিয়েই তা করতে হত! তবু কিন্তু শিল্পী অভিনয় বন্ধ করেননি! একদা বিদ্যাসাগর মশাই 'নীলদর্পণ' অভিনয় দেখতে দেখতে রোগ সাহেবের ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দু মুস্তাফির মাথায় যে চটি জুতা ছুড়ে মেরেছিলেন, সে জুতো আসলে আঘাত করেছিল নীলকরদের বর্বরতা বিরুদ্ধে। বিদ্যাসাগর মশাই সেদিন তাঁর তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছিলে সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের বিরুদ্ধে। এমনি ভাবে যখন দেশ শুদ্ধ মানুষ ঘৃণায় ফে পড়ছে তখন সাম্রাজ্যবাদ আতঙ্কিত হয়ে ১৯০৮ সালে ইংরেজ বিদ্বেষী রাজদ্রোহী এই অজুহাতে 'নীলদর্পণে'র অভিনয় নিষিদ্ধ করে দেন।

সংস্কৃতির উপর সাম্রাজ্যবাদ এর বর্বরোচিত আক্রমণের একটা দৃষ্টান্ত দেও যাক্ লক্ষ্ণৌতে যখন 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনয় হচ্ছিল তখন একদল ইংরে টমি নগ্ন তলোয়ার হাতে করে মঞ্চ আক্রমণ করেছিল! এই প্রসংগে বিনোদিন দাসী লিখেছিলেন—রোগ সাহেবের ক্ষেত্রমণির উপর অত্যাচারের দৃ সাহেবরা নিজেদের নগ্নমূর্তি দেখে এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে একজ সাহেব দৌড়ে ষ্টেজের উপর উঠে তোরাপ্‌কে মারতে আরম্ভ করে।

'নীলদর্পণের' অভিনয় নিয়ে এমন অনেক ঘটনা আছে যা বলতে আরম্ভ করলে অনেক বলা যায়। এহেন বিদ্রোহী নাটকের জন্যে ইতিহাসে অনে প্রখ্যাতনামা ও স্বনামধন্য ব্যক্তিদের ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের হাতে জীবন বিপ হতে হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন লং সাহেব, মাইকে মধুসূদন প্রভৃতি এবং আরো অনেকে।

একদিন রাত্রে 'নীলদর্পণ' লিখতে লিখতে দীনবন্ধু মেঘনা নদী পার হচ্ছিলেন হঠাৎ নদীর উত্তালরূপ দেখা দিল! নৌকায় জল উঠতে আরম্ভ করল; সেদিন সেই গভীর রাত্রে দীনবন্ধু নিজের জীবন বিপন্ন করেও ঐ

াণ্ডুলিপিটা মাথার উপর ধরে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। আর সেই সযত্নে রক্ষিত াণ্ডুলিপিটাই পরবর্তিকালে একটা বিদ্রোহের সৃষ্টি করল। সেদিন সাম্রাজ্যবাদী শাষণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মনেএকটা জলন্ত ঘৃণার সৃষ্টি করেছিল,যে-ঘৃণা াজ আমাদের মনে আগুন জালিয়ে দেয়। তাই 'নীলদর্পণ আজো দিকে দিকে াভিনয় হওয়া উচিত মনে করেই আমরা এই সংকলনে সংকলিত করলাম। ই নাটকটিই ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বিভিন্ন যায়গায় অভিনয় করেছে ও যথেষ্ট মালোড়নের সৃষ্টি করেছে। আজো যাতে এই নাটকটি সকলে অভিনয় রতে পারেন, সেই ভেবেই এই অমর বিদ্রোহী নাটকটিকে আজকের াট্যরসিকদের হাতে তুলে দিলাম। যদিও মূল নাটক থেকে অনেক লিত অবস্থাতেই ছাপতে হল, তবুও আমরা বিশ্বাস করি, এই বিদ্রোহের াগুণ নিবতে দেওয়া উচিত নয়। সেই আগুন জালিয়ে রাখার তাগিদেই ই নাটকটিকে নাট্যানুরাগিদের হাতে তুলে দিচ্ছি। একথা ভুলে গেলে লবে না যে, সাম্রাজ্যবাদ আজো ভারতকে নতুন নতুন কৌশলে শোষণ রছে, তাই 'নীলদর্পন' আজো বেঁচে আছে এবং বেঁচে থাকবে এবং আগামী িনে আরো হাজার হাজার 'নীলদর্পনে'র সৃষ্টি হবে! আজকের নাট্যকারদের কাছে 'নীলদর্পন' হয়ে থাক নাটক লেখার আদর্শ!

'নীলদর্পন' আলোচনা করতে গিয়ে সমস্ত ঘটনা তন্ন-তন্ন করে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটা সার কথায় আসা গেল, যে নাট্যকার শ্রেণী-শত্রুর হাতে নির্যাতিত হন না বা মৃত্যু বরণ করেন না; সে নাট্যকার জাত নাট্যকার নয়।

॥ প্রাক্ স্বাধীনতা পর্ব ঃ ও দুঃখোর ইমান ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজা সবে মাত্র থামতে শুরু করেছে, ১৩৫০ এর দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া দেখা দিয়েছে সারা বাংলা জুড়ে। বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদ ঔপনিবেশিক দেশগুলো নতুন নতুন কায়দায় শোষনের জাল বিস্তার করতে লাগল। অপর দিকে শ্রমিকশ্রেণী ও সংগ্রামী জনসাধারণ সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট এই দুর্ভিক্ষের মোকাবেলার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অগ্রসর হচ্ছিল, শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিগুলি সংশোধনবাদী চিন্তাধারা আর কার্যকলাপ সেদিনের সেই অপূর্ব গণ আন্দোলনকে পেছু-টানার ফলে আন্দোলন আর বেশি দূর এগোতে পারল না। সেদিন সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে দেশকে মুক্ত করার পথে অগণিত বিপ্লবী জনসাধারণ যে ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাতে সাম্রাজ্যবাদ ও ধনিক শ্রেণীর দালালরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। দিকে দিকে আন্দোলন আর ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে একটা নতুন উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। এসব দেখে সাম্রাজ্যবাদ আর সামন্ততন্ত্রের দালালরা সুযোগ বুঝে সংগে সংগে তাদের বুলি পাল্টে ফেলল। তারাও ঘোষণা করল, সমাজতন্ত্রই হচ্ছে বাঁচার একমাত্র পথ তবে ভারতীয় সমাজতন্ত্রের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আমাদের এই সনাতন সভ্যতার দেশে শ্রেণী-সংঘর্ষের কোন স্থান নেই। আমরা বড়লোক, গরীবলোক কোন এক আধ্যাত্মিক উপায়ে একত্র হয়ে এক নতুন সমাজ গড়ে তুলব। তার আগে ১৯৩৪ সালে যুক্তপ্রদেশের কয়েকজন প্রধান জমিদারকে গান্ধিজী বলেছিলেন যে, তাদের সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করলে তিনি তাদের পক্ষে লড়বেন। "আমি যে রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখি সেখানে রাজাও থাকবে, ভিখিরীও থাকবে।"

১৯৪৩-৪৬ সালের মধ্যে গ্রামে গ্রামে না খেতে পাওয়া কৃষকরা ধানের

খানা লুঠ করেছেন। ভুখা-মিছিলে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছেন। হাজার হাজার কৃষকরা নতুন করে সংগ্রাম করেছেন।

শিল্পী সাহিত্যিকরাও কিন্তু চোখ-বুজে বসে থাকেনি। তাইতো আমরা দেখতে পাই ভারতীয় গণনাট্য সংঘ 'নবান্নে'র মধ্য দিয়ে বাংলা অপেশাদারী নাট্য আন্দোলনে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করল। সেই সময়ে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চেও যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিল তা হচ্ছে শিশির ভাদুড়ীর নেতৃত্বে তুলসী লাহিড়ীর "দুঃখীর ইমানে"র মাধ্যমে। পঁচাশি বছর আগে এমনি ডিসেম্বর মাসে তবে ১২ই নয় ৭ই, যে দিন কলকাতার জনগণের প্রথম নাটক দেখার অধিকার জন্মাল 'নীলদর্পনে'র মধ্য দিয়ে। পঁচাশি বছর পরে সেই পেশাদারী মঞ্চে আবার সংগ্রামী মানুষরা এসে জমায়েত হল। বড়লোকদের প্রেমের কচকচানি সরিয়ে দিয়ে খেটে খাওয়া মানুষদের মঞ্চে দেখতে পেলাম। নতুন জীবনের নতুন প্রশ্ন আমাদের সামনে হাজির হল।

তুলসীদা তার 'দুঃখীর ইমান' বই সম্পর্কে বলেছেন, "ধনতান্ত্রিক সভ্যতার চরম পরিণতি মন্বন্তরের দিনে এই চিরবঞ্চিত ও অবজ্ঞাতর দল, যারা ধনলোভীর লাভের যূপকাষ্ঠে বলি হয়েছেন, তাঁদের ছবি আঁকতেই এই নাটকের সৃষ্টি। কৃতজ্ঞতা স্বীকারের জন্য এই নাটকটি উৎসর্গ করেছি তাঁদেরই হাতে।" তুলসীদা'র লেখনীর মধ্যে আর একটা প্রশ্নের হাজির করেছেন নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ী। একদিন মহলার সময়ে তিনি তুলসীদাকে প্রশ্ন করেন, "নাটকটি আপনি ইনস্পায়ার্ড হয়ে লিখেছিলেন? না, সব কিছু চিন্তা করে প্ল্যান করে লিখেছিলেন?"—প্রশ্নটা এসেছিল তাঁর সু-সমালোচক মন থেকে। তুলসীদা' উত্তর দিয়েছেন, "চিন্তা ও প্ল্যান করেছি যে অবস্থায় যাদের দেখে, পঞ্চাশের মন্বন্তরে তাঁদের অনেকেই এই হতভাগ্য দেশ থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। যাঁরা আজও বেঁচে আছে, তাঁরা রাত্রির সাধনা করে প্রভাতকে বরণ করে আনবেন, এই আশায় উন্মুখ হয়ে দিগন্তে চেয়ে আছি, কবে এই মেকী সভ্যতার দম্ভ দূর হবে, কবে শাসন সংরক্ষণের নামে

হৃদয়হীন শোষণের অবসান হবে?" শেষের এই প্রশ্নটা ছিল তুলসীদা হৃদয়গ্রাহী প্রশ্ন, তাইতো তিনি নাটকের পাত্র পাত্রীদের সংগ্রামে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করেছেন। থানায় গিয়ে ধর্মদাস বলছেন, "এই দারোগাবাবু আপনার এই যে চেহারা, জামাকাপড় এতো আমাদেরই রক্ত নিংড়ে তৈরি হয়েছে!" তাই তো তিনি না খেতে পাওয়া মানুষদের দিয়ে বলাতে পেরেছেন, 'ঠাকুর যে আমাদের খাওয়াবে, তাহলে আমরা সারাদি খাটি অথচ আমরা কেন খেতে পাইনা?

অবশ্য নাটক যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে অনেকে অনেক প্রশ্ন আনতে পারেন। আসলে ততকালীন রাজনীতির প্রভাব নাট্যকারকে বাধ্য করেছে ঐ অবস্থাতেই শেষ করতে। তিনি ছিলেন স্রষ্টা। খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি ছিল তাঁর দরদী মন আর বুকভরা ভালোবাসা। তাই তো "দুঃখী ইমান" দারিদ্র্য পিষ্ট কৃষক সমস্যার জীবন্ত নাটক হয়ে উঠেছে, সার্থ শিল্প হয়ে উঠেছে। বাংলার না খেতে পাওয়া মানুষের জীবনকাব্য হয়ে উঠেছে "দুঃখীর ইমান"।

॥ উত্তর-স্বাধীনতা কাল ও আমার মাটি ॥

১৯৪৬-৪৭ সাল-এর যুগটাকে বলা যেতে পারে অগ্নিবর্ষী যুগ। চতুর্দিকের ণ-আন্দোলনের ঢেউকে যখন কোন শক্তিই আর রুখতে পারছিল না, কান নেতার ভাঁওতাই যখন আর বিপ্লবী জনগণ মানতে চাইল না, তখন সাম্রাজ্যবাদ নতুন চাল চালল। দেশকে ভাগাভাগি করে "স্বাধীন" রে দিল, বৃটিশ অফসার চলে গিয়ে সেখানে এসে দাঁড়াল ভারতীয় অফিসার। কোন কোন কোম্পানীতে একজন করে ভারতীয় মালিকও ষ্টি হলো। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের নাম পাল্টে হল নেতাজী সুভাষ রোড। কন্তু াইভ ষ্ট্রীটের ঐ বড় বড় অট্টালিকাগুলোতে যারা ব্যবসা ফেঁদে বসে আছে, 'শো বছর আগে যারা ভারতের মাটিতে ব্যবসা করতে এসেছিল, ারা কিন্তু ঠিকই রয়ে গেল আরো পাকাপোক্তভাবেই রয়ে গেল। এদিকে ামে-গ্রামে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ বেড়েই চলল কৃষকদের ঘাড়ে চাপল দের হার। সেই সঙ্গে বেড়েই চলল জোতদার জমিদারদের অন্যায় লুমবাজি। আর শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট হলো ভারতের কৃষকরা, ারতের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি একজোট হয়ে চতুর্দিক থেকে বেঁধে ফেলল ক্টোপাসের মতো। কিন্তু কতোদিন? কতোদিন আর বাধা থাকবে রা? ভেঙ্গে ফেললো শৃঙ্খল, ছিঁড়ে ফেললো যত কুসংস্কারের জাল। ারা খুলে ফেলল স্বদেশীয়ানার মুখোশ পরা শয়তানদের দালালের খোশগুলো। তাঁদের পূর্বপুরুষদের কথা তো ভোলেনি তারা, তারা তো ভুলে য়নি দু'শো বছরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের কথা। তাই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল লেঙ্গানায় গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে, বিপ্লবী কৃষকরা স্বাধীন তেলেঙ্গানা ঘোষণা লে। কাকদ্বীপ, বরাকমলাপুর, ত্রিপুরা ও গাড়োপাহাড়ের পাদদেশে ময়মনসিংহের সুসং-পরগণার কৃষকরা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে

সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্রের দেহরক্ষীর বন্দুক, মেসিনগান হাতে ছুটল কৃষকদের হত্যা করার জন্যে। শ্রমিক কৃষকের পার্টিগুলির লক্ষ্যভ্রষ্ট নীতির ফলে সাময়িক ভাবে বিপ্লবী কৃষকরা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল।

এইসব বিপ্লবী কাহিনী নিয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ-এর নাটক 'নয়নপুর' 'অহল্যা' নৃত্যনাট্য ও গান-গ্রামে গ্রামে বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়েছিল।

হায়! মাঠের চাষী সম্বৎসরের জমা চোখের জলের নদীর পারে পাব তুমি! বাঁধ ভাঙা বন্যায়. সর্বস্ব খুইয়ে থাক শুধু তোমার বুকভরা নিশ্বাস তাই তোমার বাঁচার দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে। এদিকে নেতার ঢাকঢোল পিটিয়ে বলতে শুরু করল—জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয়ে গেছে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, সামন্ত প্রভুরা জোর-জবরদস্তি করে কৃষকদেরই উচ্ছেদ করছে! এই জমির সংগ্রামই কৃষকের বেঁচে থাকার সংগ্রাম সেই সংগ্রামে তাঁরা মরণপণ সংগ্রাম শুরু করল। তারা শ্রেণীগত ভাবে যে লড়াই শুরু করল তা নাট্যকার 'আমার মাটি"র মধ্য দিয়ে ঐ দু'শো বছরের শোষক সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ঘোষণা করল জেহাদ। চিনিয়ে দিল শত্রুকে। মনোরঞ্জন বিশ্বাস তাঁর প্রথম সংস্করণে বলেছেন, "দেশের ভূমি-সংস্কার ও কৃষক-আন্দোলনের পটভূমিকায় শুধু কৃষক-জীবনকেই কেন্দ্র করে এই নাটক লেখার প্রয়াস। বলাই-বাহুল্য পরিপূর্ণ ভূমি-সংস্কার সংগঠিত না হলে যে গোটা ভারতবর্ষের মুক্তি নেই। এই বক্তব্যকেই নাটকে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছি। ৯৫৫ সালে এই নাটক লেখা শুরু।' বাংলার কৃষক আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে তিনি নাটকটি উৎসর্গ করেছিলেন। এই নাটকটি বিশ্বরূপায় গিরীশ নাটক প্রতিযোগীতায় দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করে দিল্লীতে সর্বভারতীয় নাট্য প্রতিযোগীতায় দ্বিতীয় পুরস্কার অর্জন করে। গণনাট্যের মঞ্চ থেকে "আমার মাটি" বার বার অভিনীত হয়েছে।

কৃষক আন্দোলনের তিন যুগের তিনটি নাটক আমরা আন্দোলনমুখী নাট্যানুরাগীদের হাতে তুলে দিলাম। ভারতের কৃষক-সম্প্রদায় যে দু'শো বছর ধরে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করে এসেছে তার রূপরেখা ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। এই সংকলনে যারা আমাকে নানাদিক থেকে প্রভূত সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন বন্ধু বীরু মখোপাধ্যায়, কালিপদ দাস, দ্বিজেন ঘোষ, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, হাবু লাহিড়ী ও সত্যপ্রিয় বড়ুয়া।

সম্পাদনা করতে গিয়ে সুপ্রকাশ রায়ের "ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম", প্রমোদ সেনগুপ্তের "নীল বিদ্রোহ ও বাঙ্গালী সমাজ", হীরেন মুখার্জীর "ভারতের জাতীয় আন্দোলন" প্রভৃতি গুরুত্বপুর্ণ ঐতিহাসিক বইগুলো আমাকে নানাভাবে সাহায্যে করেছে।

সবশেষে যাঁরা এইসব নাটক অভিনয় করবেন তাঁদের কাছে আর আমরা যারা নতুন নাটক লিখতে চেষ্টা করছি তাদেরও সামনে ঐ যে—দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষ যে মশাল জেলে এগিয়ে চলছে—তাঁরা যে বার বার ডাক দিচ্ছে! তাঁরা যে বলছে, হুঁসিয়ার, জোর হাঁকো—তোমার পেছনে জড়ো হোক, লাখো লাখো বর্শা, তীর, শাবল-কাস্তে হাতুড়ী, পুড়ে ছাড়খার হয়ে যাক্ কালো হাত! লাখো মশালের আগুন কাঁপিয়ে তলুক আকাশ-বাতাস, লোখো কণ্ঠের গর্জন আর দুর্বার পায়ের শব্দে থম্ থমে কালো ভেঙ্গে হোক চুরমার!

সুশীল দত্ত

'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয়

ন্যাশন্যাল থিয়েটারে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় হয় ১৮৭২ সনের ৭ ডিসেম্বর। এই অভিনয়ে কে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অমৃত লাল বসুর স্মৃতিকথা থেকে তুলে দেওয়া হলো। সঙ্গের মন্তব্যও অমৃতলালেরই।

অর্দ্ধেন্দু	...	উড্ সাহেব, সাবিত্রী, গোলক বসু, একজন চাষী রায়ৎ।
নগেন্দ্র	...	নবীন মাধব।
কিরণ (নগেন্দ্রের ভাই)		বিন্দুমাধব (নবীন মাধবের ভাই)
শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়		গোপীনাথ দাওয়ান।
মতিলাল সুর		রাইচরণ ও তোরাপ, (মতিলালের মত তোরাপ আর কেহ কখনও সাজিতে পারিল না)
মহেন্দ্রলাল বসু		পদীময়রাণী।
শশিভূষণ দাস (বিলাতী)		আমিন, পণ্ডিতমশাই, কবিরাজ।
পূর্ণচন্দ্র ঘোষ [?]		লাঠিয়াল। (ইনি বেশী দিন অভিনয় করেন নাই।)
গোপাল চন্দ্র দাস		আদুরী, একজন রায়ৎ।
যদুনাথ ভট্টাচার্য্য		একজন রায়ৎ।
অবিনাশ চন্দ্র কর		রোগ্ সাহেব। (এই একটি পার্ট সে প্লে করিল; তেমনটি আর কেহ পারিল না।

	আমিও রোগ্ সাহেবের পার্ট প্লে করিয়াছি, কিন্তু অবিনাশের মত হয় নাই।)
লাক চট্টোপাধ্যায়	খালসী।
মোহন গাঙ্গুলী	সরলা। (চমৎকার প্লে করিতেন।)
তুলাল মুখোপাধ্যায় (ওরফে বাবু বা কাপ্তেন বেল)	ক্ষেত্রমণি।
কড়ি মুখোপাধ্যায়	রেবতী। (এমন চমৎকার রেবতী আর কেহ কখনও হইতে পারিল না। বেচারা শেষটা পাগল হইয়া মারা গেল।)
ম [অমৃতলাল বসু]	সৈরিন্ধ্রী।
াস সুর ও যোগেন্দ্র নাথ মিত্র (ইঞ্জিনিয়ার)	ষ্টেজের অধ্যক্ষ। (ইহারাই পরে ষ্টার থিয়েটারের বাড়ী তৈয়ারী করিয়াছেন।)
ত্তক চন্দ্র পাল	dresser.
ন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কমিটির সেক্রেটারী।
ী মাধব মিত্র	কমিটির প্রেসিডেণ্ট। (ইনি যে থিয়েটারের বিষয় বেশী কিছু বুঝিতেন, তাহা নহে। আপিসে চাকরী করিতেন, বয়সে বড়, মুরুব্বি হইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলেন। তাঁহাকে থিয়েটারে সাজিবার জন্য কখনও অনুরোধ করা হয় নাই।)

নীল দর্পণ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[গোলোক বসুর বাড়ীর রোয়াক]

গোলোক ও সাধুচরণ

সাধু ॥ [নেপথ্যে] কত্তামশাই—কত্তামশাই— ঢোকে]

গোলোক ॥ —কে? কে?? সাধু—বস—

সাধু ॥ নাঃ, আর এদেশে থাকা না, থাকতি আর দেবে না কত্তামশাই, দেখতিছেন কি—

গোলোক ॥ বুঝি সাধু কিন্তু দেশ ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা—এখানে আমার সাতপুরুষের বাস—স্বর্গীয় কত্তারা যে জমিজমা করে গিয়েছেন তাতে কখনও পরের চাকুরী করতে হয় নি। যে ধান জন্মায় তাতে সম্বচ্ছরের খোরাক হয়। হাল, লাঙ্গল, জোত গাঁতি কিছুরই কি আমার অভাব ছিল! আমার সোনার স্বরপুর—এমন সুখের বাস ছাড়তে কার প্রাণ না কাঁদে সাধু?

সাধু ॥ এখনও সুখির বাস। আপনার বাগান গেছে—আজ গাঁতিও যায় যায়—তিন বচ্ছর সাহেব পত্তনী নেছে এর মধ্যি গাঁখানা একেবারে ছারখার করে দেছে—। দক্ষিণ পাড়ার মোড়লদের বাড়ীর দিকি চাওয়া যায় না। কি ছিল আর কি হয়েছে! ধানের ভূঁয়ে নীল করেনি বলে মেজ সেজ দু ভাইকে ধরে সাহেব ব্যাটা আর বচ্ছর কি মারটাই না মারলে! ওই চোটেই তো দুই মোড়ল গাঁছাড়া হল। তা কত্তামশাই—

গোলোক ॥ বড় মোড়োল না তার ভাইদের ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিল?

সাধু ॥ হুঁ তারা বলেছে ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে করে খাব তবু ও গাঁয়ে আর বসত করব না। বড় মোড়লও এখন পালাবার জোগাড়ে আছেন। তা কর্ত্তামশাই, আপনিও দেশের মায়া ত্যাগ করুন। গতবারে আপনার ধান গিয়েছে—এবারে আপনার মান যাবে।

গোলোক ॥ মান? মান যাবার আর বাকী কি সাধু! পুষ্করিণীর চারপাড়ে চাষ দিয়েছে, নীল করবে দখল। তাহলেই মেয়েদের পুকুরে যাওয়া বন্ধ হল। সাহেব ব্যাটা বলেছে যদি পূবমাঠের ধান জমি ক'খানাতে—নীল না বুনে তবে নবীন মাধবকে সাতকুঠের জল খাওয়াবে-- আর আমাকে বুড়ো বয়সে মোকদ্দমায় ঝোলাবে। শুনেছ কথা শুনেছ—

সাধু ॥ বড়বাবু নাকি কুঠি গিয়েছেন?

গোলোক ॥ সিধে গিয়েছেন—প্যায়দায় ধরে নিয়ে গেছে।

সাধু ॥ বড়বাবুর কিন্তু ভ্যালা সাহস। সেদিন সাহেব বললে—যদি আমীন—খালাসীর কথা না শোন আর দাগ দেওয়া জমিতে নীল না কর, তবে তোমার বাড়ী—উপড়ে বেত্রবতীর জলে ফেলে দেব—আর তোমাকে কুঠীর গুদোমে ধান খাওয়াব। তাতে বড়বাবু বললেন—গত সনের পঞ্চাশ বিঘে নীলের দাম চুকিয়ে না দিলে এবছর এক বিঘাও নীল করব না, তাতে প্রাণ পর্যন্ত পণ—বাড়ী কোন ছাড়।

গোলোক ॥ তা না বলেই বা করে কি বল। পঞ্চাশ বিঘে ধান হলে আমার সংসারের কিছু কি আর ভাবনা থাকত। তাও যদি নীলের দামটা চুকিয়ে দেয় তবু—অনেক কষ্ট লাঘব হয়। [নবীনমাধবের প্রবেশ]
কি বাবা কি করে এলে?

নবীন ॥ আজ্ঞে আমি অনেক করে বললাম—কিন্তু তিনি কিছুতেই বুঝলেন না। সাহেবের সেই এক কথা—পঞ্চাশ টাকা নিয়ে ষাট বিঘে নীলের লেখা পড়া করে দাও—পরে একসঙ্গে দু' সনের হিসাব চুকিয়ে দেওয়া যাবে।

গোলোক ॥ ৬০ বিঘে ? না না তা কি করে হবে। ৬০ বিঘে জমি নীল করতে হলে অন্ন ফসলে হাত দিতে পারা যাবে না। অন্ন বিনাই মারা যেতে হবে।

নবীন ॥ আমি বললাম, সাহেব, আমাদের লাঙল, জমি সবই আপনি নীলের কাজে লাগান—আমাদের সম্বচ্ছরের আহার দেবেন—আমরা মাইনে চাই না। তাতে তিনি উপহাস করে বললেন—তোমরা তো যবনের ভাত খাও না।

সাধু ॥ যারা পেটভাতায় কাজ করে তারাও আমাদের থেকে সুখী।

গোলোক ॥ লাঙল প্রায় ছেড়েই দিয়েছি—তবুও নীল করা ঘোচে না। নাছোড় হলে আর হাত কি ? সাহেবের সঙ্গে বিবাদ তো আর সম্ভব নয়। বেঁধে মারে—সয় ভাল—কাজে কাজেই করতে হবে।

নবীন ॥ আমি—মকদ্দমা কোরব।

গোলোক ॥ এঁ্যা—

নবীন ॥ হঁ্যা, আমি মকদ্দমা করব।

[আদুরীর প্রবেশ]

আদুরী ॥ মা ঠাকরুণ যে বকতি লেগেছে—কত বেলা হল—আপনারা নাবা খাবা করবা না ? [প্রস্থান]

সাধু ॥ কর্ত্তামশাই—এর যা হোক একটা বিধি ব্যবস্থা করেন—না হলে আমরা যে মারা যাই—

গোলোক ॥ বিধি ব্যবস্থা—কিন্তু নবীন যে বললে—

নবীন ॥ [যেতে যেতে ফিরে] হঁ্যা আমি মকর্দ্দমা করব। [প্রস্থান]

গোলোক ॥ না—না—মকর্দ্দমা না—নবীন, না না মকদ্দমা না।

[বেরিয়ে যায়—]

* * *

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সাধুচরণের বাড়ী— । লাঙ্গল কাঁধে রাইচরণ ঢোকে]

রাই ॥ [লাঙ্গল কাঁধ থেকে নামিয়ে] আমিন স্মুন্দি যেন বাঘ, যে রোখ করে মোর দিকি আসছিল, বাবারে. মুই বলি মোরে বুঝি খালে। শালা কোন কথাই শোনলে না, জোর করেই শাঁপোলতলার পাঁচকুরো ভুইতি দাগ মারলে। [ক্ষেত্রমণির প্রবেশ]

এই ক্ষেত্তর, দাদা বাড়ী এয়েছে ?

ক্ষেত্র ॥ বাবা বাবুদের বাড়ী গিয়েছে।

রাই ॥ কেন বাবুদের বাড়ী গেছে ?

ক্ষেত্র ॥ তা মুই কি জানি—কী বকছ কী ?

রাই ॥ বক্চি আমার মাথা। এট্টু জল আন দিনি খাই, চেষ্টায় ছাতি ফেটে গেল ! সমুন্দিরে এক করে বললাম তা কিছুতেই শোনলে না।

[ক্ষেত্রর প্রস্থান। সাধুর প্রবেশ]

সাধু ॥ রাইচরণ এত সকালে যে বাড়ী আলি এ্যাঁ ?

রাই ॥ দাদা—আমিন শালা শাঁপোলতলার জমিতে দাগ মারিছে।

সাধু ॥ মারিছে দাগ ?

রাই ॥ জমি তো নয় যেন সোনার চাঁপা। এক কোণ কেটে মহাজন কাত করতাম। রাত পোহালে যে দু'কাঠা চালের খরচ—গোড়ার নীলি কল্লে কি বলদিনি য়্যাঁ ?

সাধু ॥ ঐ ক'বিঘে জমির ভরসাতেই তো থাকা, তাই যদি গেল, তবে আর যে দু'এক বিঘে জমি নোনাফেণা আছে তাতে তো আর ফলন নেই। আর নীলের জমিতে লাঙ্গল থাকবে তো কারকিতিই বা করব কখন ? কাল হাল গরু বেচে, গা'র মুখে ঝাঁটা মেরে বসন্তবাবুর জমিদারীতে চলে যাব।

[ক্ষেত্র ও রেবতীর প্রবেশ]

তা তুই আমিনেরে কি বলে আলি ?

রাই ॥ মুই বলব কি, অমিতি দাগ মারতি লাগলো, মোর বুকে য্যান বিদে—কাঠি পুরয়ে দিতি লাগলে। মুই পায় ধল্লাম। ট্যাকা দিতি চালাম, তো কিছুতেই শোনলে না। বলে—যা তোর বাড বাবুর কাছে যা, তোর বাবার কাছে যা। মুই ফৌজদারী করব বলে শেসোয়ে এসেছি।

[আমিন ও দুইজন পেয়াদার প্রবেশ]

আমিন ॥ বাঁধ বাঁধ এই রেয়ে শালাকে বাঁধ।

রেবতী ॥ ওমা! একি ইঁ্যাগা বাঁধো কেন? কি সব্বনাশ, তুমি দেঁড়োয়ে—দেখছ কি, যাও বড় বাবুকে ডেকে আনো।

আমিন ॥ আনাচ্ছি! তোমাকেও যেতে হবে। দাদান নেওয়া রেয়ের কম নয়। চ্যারা সইতে অনেক সইতে হয়। তুই লেখাপড়া জানিস তোকে খাতায় দস্তখত করে দিয়ে আসতে হবে।

সাধু ॥ আমিন মশাই, এরে নীলির দাদন না বলে, নীলির গাদন বলি ভাল হয় না?

আমিন ॥ তা বেশ তো, গাদনই হলো? [ক্ষেত্রর দিকে নজর যায়] এ ছুড়িও তো মন্দ নয়! এমন মাল পেলে ছোট সাহেব তো লুফে নেবে। নিজের বোন দিয়ে বড পেস্কারী পেলাম তো এরে দিয়ে দেখা যাক।

রেবতী ॥ ক্ষেত্তর, যা তুই ঘরে যা। [ক্ষেত্রর প্রস্থান]

আমিন ॥ কই কী হল নে চল।

রেবতী ॥ [হাতের ঘটি দেখিয়ে দেয়] ওযে, এটু জল খেতে চেয়েলো। ও আমিন মশাই, তোমার কি মাগ ছেলে নাই—কেবল লাঙল রেখেছে আর এই মার পিঠ? দোহাই সাহেবের, ওরে চাড্ডি খাইয়ে নিয়ে যাও। ও অমীন মশাই ও [ধাক্কা লেগে জলের ঘটি পড়ে যায়। আমিনরা চলে যায়। ক্ষেত্র ঢুকে ওদের দিকে চেয়ে থাকে]

* * *

তৃতীয় দৃশ্য

[বেগুনবেড়ের কুঠী, গোপী ও উড]

উড ॥ Oh! No No.

গোপী ॥ হুজুর, আমি কি করতিছি, আপনি সর্ব্বক্ষণ ও তো দেখছেন। উঠি সেই কোন প্রত্যুষ্যে, আর বাসায় ফিরি তিন প্রহরের সময়। কোনমতে হুটো মুখে দিয়েই আবার দাদনের কাগজপত্র নিয়ে বসি। তাতে কোন দিন রাত দুপুরও হয়, কোনদিনও বা একটা বাজে।

উড ॥ তুমি শালা বড় নালায়েক আছ। স্বরূপুর, শ্যামনগর, শান্তিঘাটা এ তিন গাঁয়ে কিছু দাদন হল না। শ্যামচাঁদ বেগর তোম দরস্ত হোগা নেই।

গোপী ॥ ধর্ম্মাবতার, অধীন হুজুরের চাকর। আপনিই অনুগ্রহ করে পেস্কারী থেকে দেওয়ানী দিয়েছেন। হুজুর মালিক, মারিলিও মারতি পারে, কাটলি কাটতি পারেন। এখন কথা হল যে এই কুঠির কতকগুলি প্রবল শত্রু হয়েছে, তাদের শাসন ব্যতীত নীলের মঙ্গল হওয়া দুষ্কর।

উড ॥ আমি না জানিলে কেমন করিয়া শাসন করিতে পারে? টাকা, গুডা, লাঠিয়াল, শড়কীওয়ালা আমার অনেক আছে, ইহাতে শাসন হইতে পারে না? সাবেক দেওয়ান আমাকে শত্রুর কথা জানাইত. আমি বজ্জাতদের চাবুক দিয়াছি, গরু কেড়ে আনিয়াছে, জরু কয়েদ করিয়াছে, হা হা জরু কয়েদ করিলে শালা লোক বড় শাসিত হয়। বজ্জাতিকা বাত হাম কুছ শুনা নেহি। তুমি বেটা লক্ষীছাড়া আমাকে কিছু বলো নাই—তুমি শালা বড নালায়েক আছে। দেওয়ানী কাম কায়েটকা হায় নেই বাবা, তোমাকে জুতি মারকে নিকাল দেকে হাম এক আদমী ক্যাওটকো এ কাম দেগা।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, যদিও বান্দা জাতিতে কায়স্থ কিন্তু কার্য্যে ক্যাওট। ক্যাওটের মতই কর্ম্ম করতিছি। যোল্লাদের ধান ভেঙ্গে নীল করার

জমি এবং গোলোক বোসের সাতপুরুষের লাখেরাজ ও রাজার আমলের গাঁতি বায় করে আনতি আমি যে সকল কর্ম করেছি তা ক্যাওট কি চামারেও পারে না। তো আমার কপাল মন্দ তাই এত করেও যশ নেই।

উড॥ নবীনমাধব শালা সব টাকা চুকাইয়া চায়—উস্‌কো হাম এক কৌড়ী নেহি দেগা; উস্‌কো হিসাব দোরস্ত রাখ। বাঞ্চৎ বড মামলাবাজ, হাম দেখেগা, শালা কিস্তারা রূপেয়া লেয়। মামলাভী উস্‌কো বাপকা সাথ উস্‌কো পুরা খিলায়াগা।

গোপী॥ ধর্ম্মাবতার, ঐ একজন কুঠির প্রবল শত্রু। পলাশপুর জ্বালান মামলা কখনও প্রমাণ হত না যদি নবীন বোস ওর ভিতরে না থাকত। বেটা আপনি দরখাস্তের শমুাবিদা করে দেয়। বেটা উকীল মোক্তারদের এমন শলা পরামর্শ দিয়েছিল যে তার জোরেই হাকিমের রায় ফিরে গেল। এই বেটার কৌশলেই সাবেক দেওয়ানের ছুই বৎসর মেয়াদ হয়। আমি বারণ করেছিলাম—নবীন বাবু সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ কোরো না, বিশেষ সাহেব তো তোমার ঘর জ্বালান নাই। তাতে বেটা উত্তর দিল—গরীব প্রজাগণের রক্ষার্থে দীক্ষিত হইয়াছি। নিষ্ঠুর নীলকরের পীড়ন হতে যদি একজন প্রজাকেও রক্ষা করিতে পারি, তাহলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করব। আর দেওয়ানজীকে জেলে দিয়ে বাগানের শোধ নেব। বেটা যেন পাদরী হয়ে বসেছে। বেটা এবার আবার কি জোট করতেছে তা কিছুই বুঝতে পারি না।

উড॥ তুমি ভয় পাইয়াছ। হাম বোলা কি নেই তুমি বড় নালায়েক আছ। তোমসে কাম হোগা নেই।

গোপী॥ হুজুর ভয় পওয়ার মত কি দেখলেন? যখন এ পদবীতে পদার্পণ করিছি তখন ভয়, লজ্জা, সরম, মান, মর্য্যাদার মাথা খেয়েছি। গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ঘর জ্বালান, অঙ্গের আভরণ হয়েছে আর জেলখানাতো শিয়রে করে বসে আছি।

উড ॥ আমি কথা চাইনা কাজ চাই।

[সাধু, রাই, আমিন ও পেয়াদার প্রবেশ]

এ বজ্জাতদের হাতে দাড়ি পড়িয়াছে কেন ?

গোপী ॥ ধর্মাবতার এই সাধুচরণ, একজন মাতব্বর রায়ত। কিন্তু নবীন বোসের পরামর্শে নীলের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হয়েছে।

সাধু ॥ ধর্মাবতার নীলের বিরুদ্ধাচরণ করিনি, করছিনা এবং করবার ক্ষমতাও নেই। ইচ্ছায় করি আর অনিচ্ছায় করি নীল করিছি, এবারেও করতে প্রস্তুত আছি। তবে সকল বিষয়ের সম্ভব অসম্ভব আছে। আধ আঙ্গুল চুঙ্গিতে আট আঙ্গুল বারুদ পুরলে কাজেই ফাটে। আমি অতি ক্ষুদ্র প্রজা, দেড়খানি লাঙ্গল রাখি। আবাদ হদ্দ বিশ বিঘে, তার মধ্যে যদি নয় বিঘে নীলি গ্রাস করে তবে কাজেই চটতে হয়। তো আমার চটায় আমি মরব হুজুরের কি !

গোপী ॥ না সাহেবের ভয় পাছে তুমি সাহেবকে তোমাদের বড়বাবুর গুদোমে কয়েদ করে রাখো।

সাধু ॥ দেওয়ানজী মশাই, মড়ার ওপর আর খাঁড়ার ঘা দেবেন না। আমি কোন কীটস্য কীট যে সাহেবকে কয়েদ করে রাখব—প্রবল প্রতাপশালী—

গোপী ॥ সাধু তোর সাধুভাষা রাখ। চাষার মুখে ভাল শুনায় না। গায়ে যেন ঝাঁটার বাড়ী মারে।

উড ॥ বাঞ্চত বড় পণ্ডিত হইয়াছে।

আমিন ॥ বেটা রায়তদের আইন পরয়ানা সব বুঝিয়ে দিয়ে গোল করতেছে। বেটার ভাই ঘরে লাঙ্গল ঠেলে আর উনি বলেন পেরতামসাথী।

গোপী ॥ ঘুটেকুড়ুনির বেটা সদর নায়েব। ধর্মাবতার, পল্লীগ্রামে ইস্কুল স্থাপন হওয়াতে চাষালোকের দৌরাত্ম্য বেড়েছে।

উড ॥ গভর্ণমেন্টকে এবিষয়ে দরখাস্ত করিতে আমাদের সভায় লিখিতে হইবে। স্কুল রহিত করিতে লড়াই করিব।

আমিন ॥ বেটা মকর্দ্দমা করতে চায়।

উড ॥ তুমি শালা বড় বজ্জাত আছ। তোমার যদি বিশ বিঘার নয় বিঘা নীল করিতে বলেছে তবে তুমি আর নয় বিঘা নূতন করিয়া ধান কর না কেন ?

গোপী ॥ ধর্ম্মাবতার, যে লোকসান জমি পড়ে আছে তাহতে নয় বিঘা কেন আমি বিশ বিঘা পাট্টা করে দিতি পারি।

সাধু ॥ (স্বগত:) হায় ভগবান ! শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। [প্রকাশ্যে] হুজুর যে নয় বিঘা নীলের জন্য চিহ্নিত হয়েছে, তা যদি কুঠির লাঙ্গল, গরু আর মাহান্দার দিয়ে আবাদ হয় তবে আমি আর নয় বিঘা নতুন ধানের জন্য নিতি পারি। ধানের জমিতি যে কারকীত করিতি হয় তার চারগুণ কারকীত নীলের জমিতে দরকার করে। তাই যদি আমার নয় বিঘা চাষ দিতে হয় তবে বাকি এগারো বিঘাই পড়ে থাকবে তো আবার নতুন জমি আবাদ করব কখন ?

উড। শালা বড় হারামজাদা ! দাদনের টাকা নিবি তুই, চাষ দিতে হবে। আমি বাঞ্চত [জুতোর গুতো] শ্যামচাঁদকা সাথ মুলাকাত হোনেসে হারামজাদকী সব ছোড যায়েগা। [শ্যামচাঁদ নেয়]

সাধু ॥ হুজুর, মাছি মেরে হাত কালা করা মাত্র, আমরা—

রাই ॥ ও দাদা, তুই চুপ দে, ঝা নিকে নিতে চাইছে নিকে দে।

আমিন ॥ [কানধরে] কই শালা, ফৌজদারী করলিনে ?

রাই ॥ মলাম মলাম ওরে—

উড ॥ ব্লাডি, নিগার, মারো বাঞ্চতকো [শ্যামচাঁদ মারা। নবীনের প্রবেশ]

রাই ॥ বড় বাবু, মলামগো, মেরে ফ্যাললো গো।

নবীন ॥ ধর্ম্মাবতার, যদি শ্যামচাঁদের ঘায়ে সমস্ত রায়তদের শেষ করে ফেলেন তবে আপনার নীল বুনবে কে ? এই সাধুচরণ - গত বছর কত কষ্ট করে চার বিঘা নীল দিয়েছে—যদি ওকে এরকম করে মেরে ফেলেন—আর

বেশী দাদান চাপিয়ে ফেরার হতে বাধ্য করেন তবে আপনারই লোকসান —ওদের আজ আপনি ছেড়ে দিন, আমি কথা দিচ্ছি, কাল সকালে ওদের সঙ্গে এসে যাহোক ব্যবস্থা করে যাবো।

উড ॥ তোমার নিজের চরকায় তেল দাও, পরের বিষয়ে কথা বলিবার কি আবশ্যক আছে! সাধু ঘোষ, তোর মত কি আছে বল আমার খানার সময় হয়েছে।

সাধু ॥ হুজুর—আমার মতের অপেক্ষায় আছে কি? আপনি নিজে গিয়ে চারখানা ভাল ভাল জমিতে মার্কা দিয়ে এসেছেন—আজ আমিন মশাই আর যে কখানা ভাল জমি ছিল তাতেও চিহ্ন দিয়ে এসেছেন। আমার অমতে জমি নির্দিষ্ট হয়েছে, নীলও হবে সেইরকম। তবে হ্যাঁ, আমি স্বীকার করতেছি বিনা দাদনে নীল করে দেব।

উড ॥ আমার দাদন সব মিছে! হারামজাদা, বজ্জাত, বেইমান [চাবুক মারে]

নবীন ॥ [বাধা দিয়ে] হুজুর, গরীব ছাপোষা লোককে একেবারে মেরে ফেলছেন। আপনাকে যদি কেউ খানার সময় ধরে নিয়ে গিয়ে এমনি চাবুক—

উড ॥ চোপরাও শালা, বাঞ্চৎ, গরুখোর। এ আর অমরনগরের ম্যাজিস্ট্রেট না আছে যে কথায় কথায় নালিশ করবি, আর কুঠির লোককে ধরে মেয়াদ দিবি। ইন্দ্রাবাদের ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে তোর মৃত্যু। রাসকেল, এই দিনের মধ্যে তুই যদি যাট বিঘে দাদন লিখে দিবি, তবে তোর ছাড়ান, নচেৎ এই শ্যামচাঁদ তোর মাথায় ভাঙ্গিব। আর তোর বাপের নামে মকদ্দমা করে তোকে জেলের অন্ন খাওয়াইবো। গোস্তাকী, তোর দাদনের জন্য দশখানা গ্রামের দাদন বন্ধ রহিয়াছে।

নবীন ॥ অসহ্য—ও: সাহেব—

গোপী ॥ নবীনবাবু, বাড়াবাড়িতে কাজ কি, আপনি বাড়ি যান।

নবীন ॥ সাধু আচ্ছা—দেখছি———আচ্ছা [প্রস্থান।]

উড ॥ গোলাম কী গোলাম—দেওয়ান—

গোপী ॥ হুজুর—

উড ॥ দপ্তরখানামে সবকোইকো লইয়া যাও। দস্তুর মোতাবেক দাদন দেও।

* * *

চতুর্থ দৃশ্য

[গোলোক বসুর ঘরদালান। সৈরিন্ধ্রী বসে আছে, সরলতা প্রবেশ করে—]

সরলতা ॥ দিদি, এ মাসের আর কতদিন আছে গো।

সৈরিন্ধ্রী : যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত। ঠাকুরসরকার কলেজ বন্ধ হলে বাড়ী আসবে তাই বুঝি তুমি দিন গুনছ? বিন্দুমাধব বাড়ী আসবে। [ভাবতে থাকে]

সরলতা ॥ না দিদি আমি তা ভেবে জিগ্যেস করিনি। সত্যি!

সৈরিন্ধ্রী ॥ সরলতা তো সরলতা। আমি কি তামাক পোড়ার কৌটাটা আনিনি। যেমন একদণ্ড তামাক পোড়া না হলে বাঁচিনে। ও আদর, আদর, আমার তামাক পোড়ার কৌটাটা আন না দিদি [আহুরী ঢোকে]

আহুরী ॥ মুই এখন কনে খুঁজে মরবো?

সৌরিন্ধ্রী ॥ ওরে! রান্নাঘরের রকে উঠতে ডানদিকে চালের বাতায় গোঁজা আছে।

আহুরী ॥ ও: তবে খামারথে মইখানা আনি, নইলে চালে ওঠবো কেমন করে।

সরলতা ॥ বেশ বুঝেছে।

সৈরি ॥ কেন ও তো ঠাকরুণের কথা বেশ বুঝতে পারে। তুই রক কারে বলে—জানিস নে? ডান বুঝিস নে।

আতুরী ॥ মুই ডান হতি গ্যালাম ক্যান? মোগোর কপালের দোষ, গরীব লোকের মেয়ে যদি বুড্ডো হল আর দাঁত পড়লো অমনি সে ডান হয়ে উঠলো। মাঠাকরুণরে—বলব দিনি, মুইকি ডান হবার মত বুড়া হইছি।

সৈরি ॥ মরণ আর কি——ছোট বউ বয়িস্ আমি আসছি। বিদ্যাসাগরের—বিদ্যাসাগরের বেতাল শুনবে। [প্রস্থান]

আতুরী ॥ সেই সাগর। যে নাডের যে ন্যায়। ছ্যাঃ! নাকি দুটো দল হয়েছে। মুই আজাদের দলে।

সর ॥ হ্যাঁ আতুরী! তোর সোয়ামী তোকে ভাল বাসতো?

আতুরী ॥ ছোট হালদারণী, সে ক্যাদের কথা তুলিসনি। মিনসের মুখখান মনে পড়লি আজও মোর পরাণটা ডুকরে কেঁদে ওঠে। মোরে বড্ডি ভালবাসতো। মোরে বাও দিতি চেয়েলো। বলব কি? মোরে ঘুমুতি দিত না। ঝিমুনি বলত—ও পরাণ, ঘুমুলে?

সর ॥ তুই সোয়ামীর নাম ধরে ডাকতিস?

আতুরী ॥ ছি ছি ভাতার যে গুরুজন। নাম ধরতি আছে?

সর ॥ তবে তুই কি বলতিস্?

আতুরী ॥ মুই বলতাম, হ্যাদে, শুয়ো, শোনচো—[সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ]

সৈরি ॥ আবার পাগলীকে কে ক্ষেপালে?

আতুরী ॥ মোর মিনসের কথা শুধুচ্ছেন—তাই বলতি নেগেচি।

[রেবতী ও ক্ষেত্রমণির প্রবেশ]

সৈরি ॥ আয় ঘোষদি আয়, আজ ক'দিন থেকে তোকে ডেকে পাঠাচ্ছি তা ছোট বৌ, এই নাও তোমার ক্ষেত্রমণি এসেছে। আজ কদিন—আমাকে একেবারে পাগল করে তুলেছে বলে দিদি, ঘোষদের ক্ষেত্র শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে তা আমাদের বাড়ী এলো না?

রেবতী ॥ কি করে আসি বল দিদি? শুনেছ তো সব বড বাবুর মুখে।

কি ঝড়টাই না যাচ্ছে সবার ওপর দে। ক্ষেত্তর, তোর কাকীমাদের পেরণাম কর। [ক্ষেত্রর প্রণাম]

সৈরি ॥ জন্মায়তি হও। আদুরী, মা ঠাকরুণরে খবর দে।

আদুরী ॥ মোর কাছে ছোট হালদারনীর মুখে খই ফুটিতি থাকে। আর এই মেয়েটা গড় করলে, তা বাঁচো মরো একটা কথা বললে না।

সৈরি ॥ বালাই ষেটের বাছা। পোড়াকপালী কি বলতে কি বলে তার ঠিক নেই। মা ঠাকরুণরে ডেকে আন। [আদুরীর প্রস্থান] তা ক্ষেত্র, তুই ঝাপটা তুলে ফেলেছিস কেন মা?

ক্ষেত্র ॥ মোর ঝাপটা দেখে মোর ভাসুর বড় খাপ্পা হয়েলো। বলে, ঝাপটা কাটা কস্‌বিদের আর বড়লোকের মেয়েগোর সাজে——মুই শুনে লজ্জায় মরে গেলাম। সেই দিনই ঝাপটা তুলে ফেললাম।

সৈরি ॥ ওমা—সে কি! [সাবিত্রী ও আদুরীর প্রবেশ]

সাবি ॥ ঘোষ বৌ এইচিস্‌। তোর মেয়ে এনিচিস্‌, বেশ করেচিস্‌।

রেবতী ॥ মা ঠাকরুণ! পোন্নাম করি। ক্ষেত্র তোর দিদিমাকে পেন্নাম কর। [ক্ষেত্রর প্রণাম]

সাবি ॥ সুখে থাক। সাতবেটার মা হও। [নেপথ্যে কাশি] বড় বৌমা, ঘরে যাও খোকার বুঝি ঘুম ভেঙ্গেছে। [নেপথ্যে আদুরী] মা যাওগো—জল চাচ্ছেন বুঝি।

সৈরি ॥ আদুরী, তোকে ডাকছেন।

আদুরী ॥ ডাকছেন মোরে—কিন্তু চাচ্ছেন তোমারে।

সৈরি ॥ পোড়ার মুখ—ঘোষদিদি—আরেকদিন আসিস।

সর ॥ আয় ক্ষেত্র, [সৈরিন্ধ্রী, সরলতা ও ক্ষেত্রর প্রস্থান]

রেবতী ॥ মা ঠাকরুণ, আর তো কেউ এখানে নেই, মুইতো বড় আপদে পড়িচি। পদীময়রাণী কাল মোদের বাড়ী এয়েলো।

সাবি॥ রাম, রাম, ও নচছার বিটীকে কেউ বাড়ী ঢুকতে দেয়। বিটীর আর বাকী কি? নাম লেখালেই তো হয়।

রেবতী॥ মা, তা মুই কি করব? মোর তো আর ঘেরা বাডী নয়। মরদেরা ক্ষেতে খামারে গেলি, বাডী বল্লিই কি আর হাট বল্লিই কি। গস্তানী বিটী বলেকি—মা মোর গাডা কাঁটা দিয়ে উঠছে। বিটী বলে ক্ষেত্রকে—ছোট সাহেব দেখে পাগল হয়েছে—আর তার সাথে একবার কুঠীর কামরাঙ্গা ঘরে যাতি বলেছে।

আদুরী॥ থু থু থু প্যাজির গোন্দ। সাহেবের কাছে কি মোরা যাতি পারি? গোন্দ থু। মুই তো আর একা যাতি পারব না। মুই সব সইতি পারি, প্যাজির গোন্দ সইতি পারি নে থুঃ।

রেবতী॥ মা, তা গরীবের ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম নয়। বিটী বলে টাকা দোব, ধানের জমি ছেডে দেবে, জামাইরি কম্ম করে দেবে। পোডাকপাল টাকার। ধম্ম কি বেচার জিনিস না তার দাম আছে? কি বলবো বিটী সায়েবের লোক—তা নইলি নাতি দিয়ে মুখ ভেঙ্গে দিতাম। মেয়ে আমার আবক হয়েছে। কাল থেকে চমকে চমকে উঠ্‌ছে।

আদুরী॥ মাগো যে দাডি। কথা কয় যেন বোকা ছাগলে ফ্যাবা মারে। দাডি প্যাজ না ছাডলি মুই তো কখনই যাতি পারব না। থু থুঃ প্যাজির গোন্দ।

রেবতী॥ মা, সব্বনাশী বলে কি—যদি মোর সাথে পেঠোয়ে না দিস তবে লেঠেলা দে ধরে নিয়ে যাবে।

সাবিত্রী॥ মগের মুলুক আর কি! ঘর ভেঙ্গে মেয়ে কেডে নে যাবে?

রেবতী॥ মা চাষার ঘরে সব পারে। মেয়ে লোক ধরে, মরদরে কয়েদ করে। নীলম্দাদনে এ করতি পারে আর নজরে ধরলি ও করতি পারে না।

সাবিত্রী॥ কী অত্যাচার। সাধুকে এ কথা বলেছো?

রেবতী॥ না মা। সে একেই নীলির ঘায়ে পাগল। তার ওপর একথা

শুনলে কি আর রক্ষে রাখবে। রাগের মাথায় আপনার মাথায় আপনি কুড়ুল মেরে বসবে।

সাবিত্রী ॥ আচ্ছা, আমি নবীনকে দিয়ে সাধুকে একথা জানাবো। কী সর্ব্বনাশ! মা আমার ছোট ছেলে বিন্দু যে বলে সাহেবরা খুব ভাল তাদের বিচার আছে। তা এরা কি সাহেব না সাহেবের চণ্ডাল!

রেবতী ॥ ময়রাণী বিটী আর এক কথা বলে গেল, তা বুঝি বড়বাবু শোনেন নি। কি একটা নতুন আইন হয়েছে। তাতে নাকি কুঠেল সায়েবরা মারচেটক সাহেবদের সঙ্গে যোগ দিয়ে যাকে তাকে ছয়মাস মেয়াদ দিতি পারে। তা কত্তামশাইরি নাকি এই ফ্যাঁদে ফ্যালবার জন্য তোরাপ, পরান, হরিহরদের কুটিতে ধরে নে গেছে। তোদের জোর করে মিথ্যে সাক্ষী দেওয়াবে যে কত্তামশাই নাকি নীল করতি বারণ করেছেন—। তাহলি কত্তামশায়ের মেয়াদ হবে।

সাবিত্রী ॥ এঁ্যা—তাই নাকি? তা ভগবতীর মনে যদি তাই থাকে হবে।

রেবতী ॥ মা, কত কথা বলে গেল তা কি আমি বুঝতে পারি? নাকি এ ম্যাদের পীল হয় না। কুঠির বিবি এই মকর্দ্দমা পাকাবার জন্যি ম্যাচেরটক সায়েবেরে চিঠি নিকেচে। বিবির কথা হাকিম নাকি বড্ড শোনে।

আদুরী ॥ বিবিরে আমি দেকিচি। লজ্জাও নেই, সরমও নেই, জেলার হাকিম, মাচেরটক সাহেব। কত নাজা পাগড়ী তোরেনাল ফিরতি থাকে, মাগো—আম করলি প্যাটের মধ্যে হাত পা সেঁদোয়। এই সায়েবের সঙ্গে ঘোড়া চাপি বেড়াতে এয়েলো—বউ মানষি ঘোড়া চাপে—কেশে কাকী ঘরের ভাসুরের সঙ্গে হেসে কথা কয়েলো তাই লোকে কত লজ্জা দেল। এতো জ্যালার হাকিম।

সাবিত্রী ॥ তুই আবাগী চুপ কর দিকি। তা সন্ধ্যে হল ঘোষ বউ, তোরা বাড়ী যা।

রেবতী ॥ হঁ্যা যাই মা। আঁধার ঘনালো গা ছম ছম করে। পোড়ারমুখী কুঠির লোকেরা ঘুরঘুর করে চারদিকে। ক্ষেত্তর। [ক্ষেত্তর প্রবেশ] আচ্ছা যাই মা।

[রেবতি ও ক্ষেত্রমণির প্রস্থান। নবীনের প্রবেশ]

সাবিত্রী ॥ সাধুচরণের বউ মেয়েকে নিয়ে এয়েছিল।

নবীন ॥ তাই নাকি? বেশতো—

সাবিত্রী ॥ বেশ আর কই বাবা, এসব কথা শুনে কি কেউ স্থির থাকতি পারে।

নবীন ॥ কেন? কি হয়েছে।

সাবিত্রী ॥ না এখনও হয়নি অবশ্য কিছুই। তবে ধরো যদি একটা কিছু হয়ই।

নবীন ॥ বুঝতে পারছি না মা! তুমি আমার কাছে গোপন করো না মা।

সাবিত্রী ॥ না। ক্ষেত্রমণিকে ছোটসাহেব নাকি লেঠেল দিয়ে ধরে নিয়ে যাবে।

নবীন ॥ এঁ্যা—না না ও মিথ্যে ভয় দেখিয়েছে। তুমি ভেবোনা মা, তাইকি পারে?

সাবিত্রী ॥ রক্ষক যদি ভক্ষক হয় তবে সে যে কি পারে আর না পারে—আর ভাবনা তো কেবল ঐ এক নয়। ঘোষবউ আরও বলে গেল তোমার বাবার নামে সায়েবরা মামলা করছে। তাই তোরাপ, পরাণ, হরিহরদের কুঠির গুদোমে আটক করা—মিথ্যে সাক্ষী দাঁড় করাচ্ছে।

নবীন ॥ বাবার নামে মামলা, না না ও ভুল খবর। সাহেবদের রাগ আমার ওপর মা। ওদের জুলুমের বিরুদ্ধে আমি ফৌজদারী করব বলাতে ওরা বাবাকে শাসাচ্ছে। ওরা জানে, বাবা শান্ত মানুষ, তাই ওদের মৎলব। তা তুমি নিশ্চিন্ত থেক মা। শুধু তোরাপ কেন কোন চাষীই আমাদের নামে মিথ্যে সাক্ষী দেবে না।

সাবিত্রী ॥ তা জানি বাবা, তবু নীলকর সাহেবদের হাতে তোমার শ্বশুর

মশাইয়ের অপমৃত্যুর কথা যখন মনে হয় তখন বুকটা কেঁপে ওঠে। তাই বলছিলাম একটু সাবধানে থেকো বাবা।

নবীন ॥ তুমিও ভয় পেলে মা। তোমার ভরসাতেই যে তোমার নবীন মাধবের এত জোর মা?

সাবিত্রী ॥ না বাবা, আমি ভয় পাইনি। তুমি থাকতে আমার ভয় কি। কিসের ভয়!

[আদরে কাছে টেনে নেয়]

* * *

পঞ্চম দৃশ্য

[বেগুন বেড়ের কুঠীর গুদাম। তোরাপ ও আর চারজন রাইয়ত উপবিষ্ট]

তোরাপ ॥ মারি ফেল্‌লিও মুই নেমকহারামী করতি পারবনা। যে বড় বাবুর জমি জাত বেচেছে যার হিল্লোয় বসত কত্তি নেগেচি। মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে সেই বড়বাবুর বাপ্‌কে কয়েদ করে দেব। মুই তা কখনও পারব না —জান কবুল।

১ম রাইয়ত ॥ ও কুদির মুখি বাঁক থাকবে না। শ্যামচাঁদের ঠ্যালা বড ঠ্যালা। মোদের চোখে কি চামরা নেই, না মোরা বড়বাবুর নুন খাইনা। তো করব কি? মিথ্যে সাক্ষী না দিলি যে আস্ত রাখবে না। উড সাহেব মোর বুকে দেঁড়োয়ে উঠেলো। দেখদিনি—এখন তবাদি অক্ত ঝোজানি দে পড়চে। গোড়ার পা না যেন বলদে পরুর খুর।

২য় রাইয়ত ॥ প্যারেকের খোচা। সাহেবরা যে প্যারেক মারা জুতা পরে জানিসনি ?

তোরাপ ॥ ধুত্তোর প্যারেকের খ্যাতায় আগুন। নক্ত দেখে মোর গাড়া ছাঁকি মারি উঠেছে। উঃ কি সলব। সুমুন্দিরে একবার ভাতারমারির মাঠে পাই এমন ঝাপ্পড় ঝাঁকি! সুমুন্দির চাবালিডা আসমানে উড়ায়ে দিই। ওর গ্যাডমাড করা বার করি দি।

৩য় রাইয়ত ॥ মুই টিকিরি জন খেটে খাই—মুই কত্তামশার শলা শুনে নীল কল্লাম না বল্লি তো খাটবে না। তবে মোরে গুদোমে পোড়লে ক্যান্। গুদোমে পাঁচদিন পচতি নেগেচি। আবার ঠেলবে সেই আন্দারাবাদে।

২য় ॥ আন্দারাবাদে মুই একবার গিয়েলাম। ঐ যে ভাবনাপুরীর কুঠি, যে কুঠির সাহেবডারে সকলে ভ্যালা ভ্যালা করে—ঐ সুমুন্দি মোরে একবার ফৌজদারীতে ঠেললো। মুই সাহেবর কেচরীর ভিতর অনেক তামাসাই দেখলাম। ওয়াঃ হাকেমর কাছে মাচেরটক সাহেব যেই হাল মেরেছে, তুই সুমুন্দি মোক্তার অমনি র র কর‍্যে আসছে। হেডাহেডি যে কত্তি নেগেলো, মুই ভাবলাম ময়নার মাঠে সাদখাঁদের ধলা দামড়া আর জমাদারদের বুদো এঁড়ের নড়াই বেধেলো।

তোরাপ ॥ তোর দোষ পেয়েলো কি? ভাবনাপুরীর সাহেব তো মিছে হ্যাংনামা করে না। সাচা কথা কবো, ঘোড়া চড়ে যাবো। সব সুমুন্দি যদি ঐ সুমুন্দির মত হোতো তা হলে সুমুন্দিগোর এত বদনাম রটতো না।

২য় ॥ আহ্লাদে যে আর বাঁচিনে গো।

ভ্যালা ভ্যালা করে গ্যালাম কেলোর মার কাছে
কেলোর মা বলে আমার জামার সঙ্গে আছে।

এবার ঐ সুমুন্দির জোর করে দাদন চাপানো বেইরে গেছে।

সুমুন্দির গুদোমতে সাতটা রেয়েত বেইরেছে। একটা নীচু ছেলে— সুমুন্দি গাইবাছুর সব গুদোমে ভরেলো। সুমুন্দি যে ঘোঁটা মাত্তি নেগেছে বাবা।

তোরাপ॥ সুমুন্দিরা ভালমানুষ পালি খাতি আসে। মাচেরটক সাহেবডারে গাংপার করার জন্তি কোমেট কত্তি লেগেছে।

২য়॥ এ জেলার মাচেরটক না—ও জেলার মাচেরটকের দোষটা পালে কিসে তাও তো বুঝতে পারছি নে।

তোরাপ॥ কুঠি খাতি যায়নি। হাকিমডেরে গাঁথবার জন্যেই খানা পেকয়েলো, হাযিকতো চোরা গরুর মত পেলিয়ে রল, খাতি গেল না। ওডা বড় নোকের ছাবাল, নীল সুমুন্দিরা তো বেলাতের ছোটনোক।

১ম॥ তবে এগোনের গারনাল সাহেব কুঠি কুঠি আইবুড়ো ভাত খেয়ে বেড়য়েলো কেমন করে? দেখিসনি সুমুন্দিরা গোট বেঁধে তানারে বর সেজিয়ে—মোদের কুঠিতে এনেলো।

২য়॥ তেনার বুঝি ভাগ ছেল?

তোরাপ॥ ওরে না না লাটসাহেব কি নীলির ভাগ নিতি পারে। তিনি নাম কিনতি এয়েলেন। হালের গারনাল সাহেবডারে যদি খোদা বাঁচায়ে থাকে, মোরা প্যাটের ভাত করে খাতি পারব। আর সুমুন্দির নীলমামোদো ঘাড়ে চাপতি পারবে না।

৩য়॥ মুই তবে মলাম। মামদো ভূতি পালি নাকি ঝক্কোতে ছাড়েনে। বউ যে বলেলো—

তোরাপ॥ এ মাজ্ঞির ভাইরি আনেচে ক্যান। মাজ্ঞির ভাই নচাকথা সমজ কত্তি পারে না। সাহেবগার ডরে নোক সব গাঁছাড়া হতি নেগেলো, তাই বছরদ্দি নানা নচে দিয়েলো—

বেড়াল চোখো হাদা হেমদা—
নীলকুঠির নীল মেমদো—
বছরদ্দি নানা কবি নচ্‌তি খুব।

২য় ॥ নিতে আতাই একটা নচেচে শুনিস্‌নি ?

জাত মারলে পাদরী ধরে

ভাত মারলে নীল বাঁদরে।

৪র্থ রাইত ॥ মোর বাড়ী যে কি হতি নেগেছে তা জানতি পাল্লাম না। মুই, হলাম ভিন্ গাঁয়ের রেয়েত—মুই স্বরূপুর আলাম কবে যে বোস মশার শলায় পড়ে দাদন ঝ্যারে ফ্যাল্লাম। মোর কোলের ছেলেডার গা তেতো করেলো তাইতি বোশমশার কাছে মিছরী নিতি অ্যাকবার স্বরপুর আয়েলাম। আহা, কী দয়ার শরীল, কী চেহারার চটক, কী অপরূপই না দেখেলাম—বসে আছেন—যেন গজেন্দ্রগামিনী।

তোরাপ ॥ এবার ক কুড়ো ঢুকয়েচে ?

৪র্থ ॥ গেলবার দশ কুডো করেলাম, তার দাম দিতি আদাখ্যাচড়া করে। এবার পনের বিঘের দাদন গতিয়েছে যা বলেচে, তাই কচ্চি, তবু তো ব্যাভ্রম করতি ছারে না।

তোরাপ ॥ এডা কেবল ঐ আমীন সুমুন্দির হিরভিতি। সাহেব কি সব জমির খবর নাকে ? ঐ সুমুন্দি সব চুঁড়ে চুড়ে বার করে দেয়। সুমুন্দি ব্যান হন্তে কুকুরের মত ঘুরে বেড়ায়, ভাল জমিটি দেখে, অমনি দাগ মারে। সাহেবের তো আর টাকার কমি নেই, ওর তো আর মহাজন কত্তি হয় না, সুমুন্দি তবে অমন করে মরে ক্যান ? নীল করবি তা কর দামড়া গরু কেন, লাঙ্গল বেনিয়ে নে, নিজি না চষতি পারিস, মেইন্দার রাখ। তোর জমির কমি কি ? গাঁকে গাঁ কেন চষে ফ্যাল না। মোরা গাঁতা দিতি তো নারাজ নই। তাহলি নীল যে দু'সনে ছেপিয়ে উঠতি পারে সুমুন্দি তা করবে না। মাল্লির ভাইয়ের নেয়েতের হেই বড় মিষ্টি নেগেচে। তাই চোষচেন আর চোষচেন।

[নেপথ্যে গোঙানী—ওঃ এ অত্যাচার অসহ্য—আর পারি না সর্ব্বনেশে নীল—ওঃ মাঃ—]

তোরাপ ॥ গাজী সাহেব,—গাজীসাহেব, দরগা, দরগা, তোরা আমনাম কর। এডার মধ্যি ভূত আছে।

৩য় ॥ আম্ আম্—কালী কালী, দুর্গা দুর্গা—গণেশ গণেশ—অসুর অসুর—

তোরাপ ॥ চুপ চুপ—[সকলে কান পেতে শোনে]

৩য় ॥ বউরি গিয়ে একথা বলবো। শুনলি তো, মরে ভূত হয়েছে—তবু দাদনের হাত ছাড়াতি পারি নি।

২য় ॥ তুই মিনষে এমন হেব্‌লো—

তোরাপ ॥ ভাল মানষির ছাবাল, মুই এডা জান্‌তি পেরিছি। পরাণে চাচা —মোরে কাঁধে কত্তি পারিস্, মুই ঝড়কা দিয়ে ওরে পুছ্ করি—ওর বাড়ী কনে ?

১ম ॥ তুই যে মোছলমান।

তোরাপ ॥ তবে তুই মোর কাঁধে উঠে ছাক্, ওঠ, ছাল ধরিস, ঝরকার কাছে —মুখ নিয়ে যা।

[নেপথ্যে ॥ যে যেখানে আছো শোন—আমি পলাশপুরের মজুমদার। নীলের দাদন নেইনি বলে সাহেবরা আজ দেড়মাস আমায় আট্‌কে রেখেছে। রাতের অন্ধকারে এক কুঠি থেকে আর কুঠিতে নিয়ে যায়, আমার চোখ বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে। কাউকে খবর দিতে পারি না। অনাহারে, অনিদ্রায়, দুশ্চিন্তায় আজ আমি মরণাপন্ন। ওঃ আর পারিনে —মাগো]

তোরাপ ॥ চাচা লাব, চাচা লাব, গুপে হুমুন্দি আস্‌তিছে।

[গোপী ও রোগের প্রবেশ।

৩য় ॥ দেওয়ানজী মশাই, এই ঘরডার মধ্যি ভূত আছে। এত বেল কান্তি নেগেলো।

গোপী ॥ যদি যেমনটি শিখিয়েছি তেমনটি না বলিস্ তবে তুইও অমন ভূত হবি। ছোট সাহেব, মজুমদারের বিষয় এরা জানতি পেরেছে। এই কুঠিতে—আর রাখা নয়। ওখানে রাখাই ভুল হয়েছিল।

রোগ ॥ এরা সব দোরস্ত হয়েছে। কেবল এই নেড়ে ব্যাটা ভারী হারামজাদা, বলে নেমকহারামি কত্তি পারব না।

তোরাপ ॥ [স্বগতঃ] বাপরে, যে নাদনা, অ্যাকন তো নাজী হই, ত্যাকন যা জানি তাই করবো। [প্রকাশ্যে] ছোট সাহেব, মুইত সোজা হইচি।

রোগ ॥ চোপরাও শুয়ার কি বাচ্চা, রামকান্ত বড় মিঠা আছে। [রামকান্তাঘাত]

তোরাপ ॥ আল্লা, মাগো, গেলাম, পরাণে চাচা, পানি পানি—

রোগ। তোর মুখে পিসাব করিয়া দেব না? [জুতার আঘাত—]

তোরপ ॥ মোরে যা বলবা, মুই তো করবো, দোই সাহেবের, খোদার কসম।

রোগ ॥ বাঞ্চত কো হারামজাদকী আমি ছোড়িয়াছে। দেওয়ান আজ রাত্রে সব চালান দেবে। মুক্তিয়ার কো লিখো সাক্ষ্য আদায় না হইলে কেহ বাইরে যাইতে পারিবে না--পেশকার সঙ্গে যাইবে—এই তোম রোতা হ্যায় কাহে। [জুতার আঘাত]

৩য় ॥ বউরে, তুই কনেরে? মোরে খুন করি ফ্যালালে। মারে, বউরে—মারে— [ভূতলে পতন]

রোগ ॥ বাঞ্চৎ বাউরা হায় [প্রস্থান]

তোরাপ ॥ দেওয়ানজী মশাই—এট্টু পানি—এট্টু পানি।

গোপী ॥ কেমন তোরাপ, প্যাজ পয়জার দুইতো হোল—বাবা নীলের গুদাম, ভাবরার ঘর—ঘামও ছোটে—জলও খাওয়ায়।

* * *

ষষ্ঠ দৃশ্য

[নেপথ্যে ॥ ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই। তিনবার]

[বেগুণবেড়ের কুঠির বারান্দা। পদী হস্তদস্ত হয়ে ঢোকে]

পদী ॥ আমীন আটকুড়োরব্যাটাই তো দেশটাকে মজাচ্ছে। আমার কি সাধ কচি কচি মেয়েকে ধরে সাহেবকে দিয়ে আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারি। আহা ক্ষেত্রমণির মুখ দেখলি বুক ফেটে যায়। উপপতি করিচি বলে কি আমার শরীরে দয়া নেই। আমারে দেখে ময়রাপিসি, ময়রাপিসি, বলে কাছে আসে। এখন বলে আমারেই ছোট সাহেবের কামরাঘরে নে জাতি হবে। যাই, আমীন কালামুখোর বলিগে আমারে দিয়ে হবে না।

[লাঠিয়ালের প্রবেশ]

লাঠি ॥ [বারান্দায় বসে গালে হাত দিয়ে গান করে]

যখন ক্ষেতে বসে ধান কাটি
মোর মনে জাগে তোর নয়ান দুটি।

পদী ॥ বাঃ, তুই তো বেশ।

লাঠি ॥ পদ্মমুখী, মিশি মাগ্‌গী কোরে তুললী যে।

পদী ॥ তোর চন্দ্রহারের যে বাহার ভারী।

লাঠি ॥ জান না প্রাণ, পেয়াদার পোষাক আর নটীর বেশ।

পদী ॥ এই তোর কাছে একটা কাল বকনা চেয়েছিলাম তা আজও দিলি না, আর কখনও তো ভাই তোর কাছে কিছু চাব না।

লাঠি ॥ পদ্মমুখী, রাগ করিস্‌ না। আমরা কাল শ্যামনগর লুট্‌তি যাব।

যদি কাল কালো বকনা পাই, সে তোর গোয়ালঘরে বাঁধা রয়েছে। আমি মাছ নিয়ে যাবার সময় তোর দোকান দিয়ে হয়ে যাব।

পদী ॥ সাহেবদের লুটবই আর কাজ নেই। কমায়ে জমায়ে নিলে চাষারাও বাঁচে। তোদেরও নীল হয়। চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী, বড়সাহেব পোড়ারমুখো পোড়ারমুখ পুড়িয়ে বসে আছে।

লাঠি ॥ যা যা পালা পালা [পদীর প্রস্থান ও গোপীর প্রবেশ]

গোপী ॥ কি পালোয়ান, একেবারে যে বৃন্দাবন বানিয়ে বসেছ।

লাঠি ॥ কি যে বলেন দেওয়ানজী মশাই। তা এই আমিন মশাই—

গোপী ॥ তোদের ভাগে কম না পড়লি তো আমার কানে কোন কথা তুলিস না।

লাঠি ॥ ও গু কি একা খেয়ে হজম করা যায়? মুই বল্লাম যদি খাবা তো দেওয়ানজীরে দিয়ে খাও—তা বলে—তোর দেওয়ানের মুরোদ বড়ো—এতো আর সেই ক্যাওটের পুত নয়—যে সায়েবেরে বাঁদর খিলিয়ে নিয়ে বেড়াবে।

গোপী ॥ আচ্ছা তুই এখন যা, কায়েতবাচ্চা কেমন মুগুর তা আমি দেখাচ্ছি।

[লাঠিয়ালের প্রস্থান]

ছোটসাহেবের জোরে বেটার এত জোর। বোনাই যদি মনিব হয়, তবে কম্ম করতি বড় সুখ। একথাও বলবো, বড়সাহেব ওকথায় আগুন হয়—কিন্তু বেটা আমার উপর ভারী চটা—কথায় কথায় শ্যামচাঁদ দেখায়। তবে গোলোক বোসের মোকর্দ্দমাটি তলব হওয়া অবধি—আমার উপর একটু খুসী খুসী। এই যে— [উডসাহেবের প্রবেশ]

উড ॥ হেই দেওয়ান—

গোপী ॥ বাপু—হুজুর—

উড ॥ আন্দারাবাদের কুঠি হইতে সেই নারাজ কালা বাঞ্চৎ, ওর নাম আছে তোরাপ—তোরাপ বাঞ্চৎ পালিয়েছে।

গোপী ॥ কি বলেন হুজুর? তোরাপ---পালিয়েছে!

উড ॥ হ্যাঁ সেই তোরাপ পালিয়েছে, উস্‌কো গরু জরু সব ক্রোক করিতে হইবে। আভি শড়কী লাঠিয়াল সব ভেজ দেও।

গোপী ॥ কিছু দরকার নেই হুজুর, আসল লোক হল নবীন বোস, ওরে কাৎ করতি পারলেই সব ঠাণ্ডা।

উড ॥ হ্যাঁ, একথা ঠিক আছে।

গোপী ॥ তা এবার নবীন বোসের চোখে জল বেরুবে, ধর্ম্মাবতার, বেটার লাঙ্গল গেছে, গাঁতি পদাই পোদকে পাট্টা করে দেওয়া হয়েছে। আবার একপ্রকার রহিত করা গিয়াছে, বেটার গোলা সব খালি। তার ওপর দু'বার ফৌজদারী সোপর্দ করা গিয়াছে, এত ক্লেশেও বেটা খাড়া ছিল, এইবার একেবারে পতন।

উড ॥ শালা শ্যামনগরে কিছু কোরতে পারেনি।

গোপী ॥ হুজুর, নবীন বোসের দুর্গতি দেখে শ্যামনগরের ৭।৮ ঘর প্রজা ফেরার হয়েছে। আর সবাই হুজুরের হুকুমমতে চলেছে।

উড ॥ তুম্ আচ্ছা দেওয়ান আছে, ভাল মৎলব বার কোরেছিলে।

গোপী ॥ আমি জানতাম গোলোক বোস ভীতু মানুষ, ফৌজদারীতে যাত্তি হলি পাগল হবে, নবীন বোস তো কাজে কাজেই শাসিত হবে। হুজুর যে কৌশল বার করেছেন তাও মন্দ নয়। বেটার পুষ্করিণীর পাড়ে চাষ দেওয়া হয়েছে, বেটার অন্তঃকরণে সাপের ডিম পেরেছে।

উড ॥ হ্যাঁ, এক পাথরে দুই পাখী মরিল। দশবিঘা জমি নীল হইল—বাঞ্চতের মনে দুঃখ হইল।

গোপী ॥ বেটা নালিশ করেছে।

উড ॥ মোকর্দ্দমা কিছু হবে না। এ ম্যাজিস্ট্রেট বড় ভাল লোক আছে। দেওয়ানী করলেও ৩০ বছরে মোকর্দ্দমা শেষ হবে না। ম্যাজিস্ট্রেট

আমার বড় দোস্ত। নতুন আইনে চার বজ্জাৎকে ফাটক দিয়াছে। এই আইনটা শ্যামচাঁদের দাদা হইয়াছে।

গোপী ॥ ধর্ম্মাবতার, নবীন বোস ঐ চারজন রায়তের ফসল লোকসান হবে বলে আপনার লাঙ্গল গরু মাইন্দার দিয়ে জমি চাষ দিতেছে। ওদের পরিবারের যাতে কষ্ট না হয় তারি চেষ্টা করিতেছে।

উড ॥ শালা দাদনের জমি চষিতে হইলে বলে আমার লাঙ্গল গরু কমে গিয়েছে। বাঞ্চত বড় বজ্জাৎ, আচ্ছা জব্দ হইয়াছে। দেওয়ান তুমি আচ্ছা কাম করিয়াছে। তোমসে কাম বেহেত্তার চলেগা।

গোপী ॥ ধর্ম্মাবতারের অনুগ্রহ। আমার মানস বছর বছর দাদন বৃদ্ধি করি; একাম একা করার নয়। বিশ্বাসী আমিন খালাসী আবশ্যক করে। যে ব্যক্তি দু'টাকার জন্যি হুজুরের তিন বিঘা নীল লোকসান করে তার দ্বারা কাজের উন্নতি হয়?

উড ॥ আমি সমজিয়াছি। আমিন শালা গোলমাল করিয়াছে।

গোপী ॥ ধর্ম্মাবতার বেয়াদবী মাফ হয়। আমিন নিজের বুনকে ছোটসাহেবের কামরায় এনেছিল।

উড ॥ হাঁ হাঁ - আমি জানি—। ঐ বাঞ্চৎ আর পদী ময়রাণী ছোটসাহেবকে —খারাপ করিয়াছে। বাঞ্চৎকো হাম জরুর শেখলায়েঙ্গে। বাঞ্চৎকো হামরা বইঠ্‌কেনা ঘরমে ভেজ দাও। [প্রস্থান]

গোপী ॥ দেখ্‌ দেখি বাবা, কার হাতে বাঁদর খেলে ভাল।

ঠেকিয়াছ এইবার কায়েতের ঘায়
বোনাই বাবার বাবা, হর মেনে যায়॥

*   *   *

সপ্তম দৃশ্য

[গোলোক বসুর অন্দরমহল]

নবীন ॥ নাঃ, ব্যাপারটা রীতিমত জটিল করে তুলেছে। যে চারজন চাষীকে মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ার জন্যে আটক করেছিল তাদের কোন সন্ধান পেলাম না। তোরাপ পালিয়ে এসে খবর পাঠিয়েছে যে তাদের সদরে চালান করা হবে। তারা যদি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে মিথ্যে এজাহার দেয় তাহলেই সর্ব্বনাশ—

[চিন্তিতভাবে পদচারণ—সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ]

সৈরি ॥ তুমি যাওনি এখনও ? এই যে বললে—কি কথা বলছ না কেন ?

নবীন ॥ শোন, বাবার নামে উড সাহেব মামলা করেছে।

সৈরি ॥ এঁ্যা—

নবীন ॥ শমনও জারি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

সৈরি ॥ সে কি এত কথার আমি তো কিছুই জানতাম না।

নবীন ॥ শুধু এই নয়—বাবাকে বডি ওয়ারেণ্ট করবার জন্য কয়েকজন চাষীকে মিথ্যে সাক্ষী দাঁড় করিয়ে এতক্ষণ বোধ হয় ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়েছে। তোরাপ কুঠি থেকে পালিয়ে এসেছে, এইমাত্র আমাকে এইখবর পাঠিয়েছে।

সৈরি ॥ কি সাংঘাতিক—

নবীন ॥ বাবাকে জেলে দেবার জন্যই সাহেবের এই চক্রান্ত।

সৈরি ॥ ওগো কি হবে বলো তো ? বাবা মা একথা শুনলে পাগল হবেন।

নবীন ॥ না না তুমি এখন তাদের বলবে না। তাঁরা যেন ঘুণাক্ষরেও একথা জানতে না পারেন।

সরি ॥ আচ্ছা-- কিন্তু কি হবে বলতো ?

বীন ॥ শিয়রে শমন, বিন্দুমাধব কালই আমায় ইস্রাবাদ যেতে লিখেছে অথচ—

সরি ॥ বলো—

বীন ॥ অর্থ, বহু অর্থের প্রশ্ন—আপাততঃ সেইটাই প্রধান সমস্যা। টাকা—

সরি ॥ আছে। আমার ও ছোট বউয়ের গয়না পোদ্দারের বাড়ীতে—

বীন ॥ না না ছোট বউয়ের গয়নায় আমি হাত দিতে পারব না।

সরি ॥ মান, ইজ্জৎ, বাবার মকর্দ্দমা, এসব কিছুর চেয়ে গয়না বড় হল ?

[আদুরীর প্রবেশ]

আদুরী ॥ চিঠিখানা কন্‌থে আইছে মুই কতি পারিনে, মা ঠাকরুণ তোমার হাতে দিতে বললেন। [আদুরীর প্রস্থান]

সরি ॥ কার চিঠি ?

বীন ॥ গোকুল পালিতের চিঠি দেখছি—

সরি ॥ পড়তো—

বীন ॥ [পাঠ] মহাশয় লিপিপ্রাপ্তে সমাচার অবগত হলাম—আমি তিনশত টাকা জোগাড় করিয়াছি, কল্য সমভিব্যাহারে আপনার নিকট যাইব আর বক্রী একশত টাকা আগামী মাসে শোধ করিব। মহাশয় যে উপকার করিয়াছেন তজ্জন্য আমি টাকার কিছু সুদ দিতে ইচ্ছা করি।

সরি ॥ যাক্—ভগবান মুখ তুলে চাইলেন।

বীন ॥ অদ্ভুত যোগাযোগ। [সাবিত্রীর প্রবেশ ও সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান]

সাবিত্রী ॥ নবীন, যদি সব লাঙ্গল ছেড়ে দাও—তবুও কি নীলের দাদন নিতে হবে ?

বীন ॥ আমারও মা সব বেচে দিতে ইচ্ছা, কেবল বিন্দুর একটা চাকরীর অপেক্ষা [কান্নার শব্দ] কে ? [রেবতীর প্রবেশ]

সাবিত্রী ॥ কে ?

রেবতী ॥ মা ঠাকরুণ, মুই কনে যাব ? কি করব ? বড়বাবু মোরে বাঁচাও মোর পরাণ ফেটে বার হল। মোর সোনার পুতুলিরী আনি দাও। মোর ক্ষেত্রমণিরে আনি দাও—

সাবিত্রী ॥ কি হয়েছে ঘোষ বউ— ? কি হয়েছে ?

রেবতী ॥ ঘাটে যাওয়ার পথে চারজন লাঠিয়াল বাছারে আমার ধরে নে গ্যাছে। পদী সর্ব্বনাশী দেখিয়ে দে পালিয়েছে। বড়বাবু গো পরের জাত, কি কল্লাম, ক্যানে এনেলাম। [ক্রন্দন]

সাবিত্রী ॥ কি সর্ব্বনাশ—নবীন—

নবীন ॥ সাধু কোথায়—

রেবতী ॥ বাইরি—বড়বাবুগো আমার সোনার পুতুল—

নবীন ॥ তোমার সোনারপুতুল আমি ফিরিয়ে এনে দেবো ঘোষবউ—কথা দিয়ে গেলাম। [একটা লাঠি নিয়ে দ্রুত প্রস্থান]

সাবিত্রী ॥ সর্ব্বনেশেরা জমি কেড়ে নিচ্ছিস—ধান কেড়ে নিচ্ছিস, গরু বাছুর—কেড়ে নিচ্ছিস, লাঠির ঘায়ে নীল বুনিয়ে নিচ্ছিস—কিন্তু এ কী ?

রেবতী ॥ মাগো আমি— [ক্রন্দন]

সাবিত্রী ॥ কাঁদিসনি ঘোষ বউ, কাঁদিস নি—আমি জানি খোকা তোমার সোনার পুতুল ঠিক ফিরিয়ে আনবে। ঠিক ফিরিয়ে আনবে।

*　　*　　*

অষ্টম দৃশ্য

[কুঠীর কামরাঙ্গাঘর—রোগ, পদী ও ক্ষেত্র—।]

ক্ষেত্র ॥ ময়রাপিসি মোরে এমন কথা কোয়োনা। মুই পরাণ দিতি পারি। ধর্ম দিতি পারব না। মোরে কাটি কুচি কুচি কর, পুড়োয়ে ফেল, ভেসয়ে দাও, পুঁতে রাখ, মুই পর পুরুষ ছুঁতি পারব না—মোর সোয়ামী—

পদী ॥ তোর সোয়ামী কোথায় আর তুই কোথায়। একথা কেউ জানতি পারবে না—এই রাত্রেই আমি সঙ্গে করে তোর মায়ের কাছে দিয়ে আসবো।

ক্ষেত্র ॥ সোয়ামীই যেন জানতে পারলে না—ওপরের দেবতা তো জানতি পারবে। দেবতার চখিতো আর ধুলো দিতি পারব না। মোর সোয়ামী সতী বলে মোরে যত ভালবাসবে তত মোর মন পুড়তি থাকবে। জানাই হোক আর অজানাই হোক মুই উপপতি করতি পারব না।

রোগ ॥ এদিকে আন—

পদী ॥ আয় বাছা, তুই সাহেবের কাছে আয়, তোর যা বলতে হয় ওকে বল।

রোগ ॥ আমার কাছে বলা আর শুয়োরের পায়ে মুক্তা ছড়ানো একই কথা। হাঃ হাঃ হাঃ—। আমরা নীলকর—আমরা যমের দোসর হইয়াছে। দাঁড়ায়ে থেকে কত গ্রাম জ্বালায়ে দিয়াছে। পুত্রকে স্তন ভক্ষণ করাইতে করাইতে কত মেয়েমানুষ পুড়িয়া মরিল। তা দেখে কি আমরা স্নেহ করে, স্নেহ করিলে কি আমাদের কুঠী থাকে। আগে একজন মানুষ মারিতে মনে দুঃখ হইত এখন দশজন মেয়ে মানুষকে নির্দ্দয় করিয়া রামকান্ত পিটা করিতে পারি আবার তখনই হাসিতে হাসিতে খানা খাইতে পারি। আমি মেয়েমানুষকে অধিক ভালবাসি। কুঠির কর্মে ওকর্মের বড় সুবিধা হইতে পারে, সমুদ্রে সব মিশিয়া যাইতেছে, তোর গায়ে জোর নাই—পদ্দ, টানিয়া আন।

পদী ॥ লক্ষ্মী মা আমার এদিকে এসো—সাহেব তোকে একটা বিবির পোষাক দেবে বলেছে।

ক্ষেত্র ॥ পোড়া কপাল বিবির পোষাকের। চট্ পড়ি থাকি সেও ভাল, তবু যেন বিবির পোষাক পরতি না হয়, ময়রাপিসি বড তেষ্টা পাইছে, মোরে বাড়ী দিয়ে আয়, মুই জল খেয়ে শীতল হই।

রোগ ॥ কুঁজায় জল আছে খাইতে দাও—

ক্ষেত্র ॥ মুই হিঁদুর মেয়ে হয়ে সাহেবের ছোঁয়া জল খাতি পারি ?

পদী ॥ [স্বগতঃ] আমার জাতও গেছে ধর্মও গেছে। [প্রকাশ্যে] তা মা আমি কি করবো। সাহেবের খপ্পরে পড়লি ছাড়ান ভার। ছোট সাহেব, আজ ক্ষেত্রমণি বাড়ী যাক্—আর এক'দিন আসবে।

রোগ ॥ তবে তুমি আমার সঙ্গে থেকে মজা কর। তুই ঘর হইতে যা। আমার শক্তি থাকে আমি নরম করিব, নচেৎ তোর সঙ্গে বাড়ী পাঠাইয়া দিব। Dammed whore আমার বোধ হইতেছে তুই বাধা করেছিলি—আসিতে দিস নাই। তাইত ভদ্রলোকের মেয়ে লাঠিয়াল দিয়া আনিতে হইল। আমি সহজে এ কার্য্যে নীলের লাঠিয়াল দিয়াছি—হারামজাদী পদী ময়রাণী—

পদী ॥ তোমার কলিকে ডাক, সেই তোমার বড় পেয়ারের হয়েছে—আমি তা বুঝেছি। [পদীর প্রস্থান]

ক্ষেত্র ॥ ময়রাপিসি, যাসনে। ময়রাপিসি, যাসনে—মোরে কালসাপের গর্ত্তে একা রেখে গেলি, মোর যে তেষ্টায় বুক ফাটি গেল—আঁধার রাত মোর বড় ভয় করে—মুই একা যাতি পারব না।

রোগ ॥ Dear, Dear [ক্ষেত্রর হস্ত ধরিয়া টানিল] আইস আইস—

ক্ষেত্র ॥ ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, মোরে ছাড়ি দাও, পদীপিসির সঙ্গে বাড়ী পেঠিয়ে দাও। আঁধার রাত মুই একা যাতি পারব না। [হস্ত

টানিল] এ সাহেব তুমি মোর বাবা, হাত ধর্‌রি জাত যায়। ছাড়ি দাও—তুমি মোর বাবা—

রোগ ॥ তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে। আমি কোন কথায় ভুলিতে পারি না। বিছানায় আইস --নচেৎ পদাঘাতে—[পদোত্তলন]

ক্ষেত্র ॥ মোর ছেলে মরে যাবে, দোই সাহেব মোর ছেলে মরে যাবে।

রোগ ॥ তোর লজ্জা ভাঙ্গিয়া দিতেছি। [বস্ত্র টানিল]

ক্ষেত্র ॥ ও সাহেব মুই তোমার মা, তুমি মোর ছেলে, মোর কাপড় ছাড়ি দাও। [রোগের হস্ত নখ দিয়া দংশন]

রোগ ॥ Infernal bitch [বেত্র গ্রহণ] এইবার তোমার ছেনালী ভঙ্গ হইবে।

ক্ষেত্র ॥ মোরে একেবারে মারি ফ্যাল। মোর বুকে একটা তরোনালের খোচা মার মুই স্বগ্‌গে চলে যাই—ও গুখেখোর ব্যাটা, আঁটকুড়ির ছেলে, তোর বাড়ীতে জোড়া মড়া মরে। মোর গায়ে যদি আবার হাত দিবি—তোর হাত মুই এঁচড়ে কেমড়ে টুকরো টুকরো করে দেব। তোর মা বোন নাই—তাদের কাপড় কেড়ে নে না। দেঁড়িয়ে বইলি ক্যান মার না—মোর পরাণডা বের করে ফ্যাল না—

রোগ ॥ চোপরাও হারামজাদী, ক্ষুদ্র মুখে বড় কথা!

[ক্ষেত্রকে ধাক্কা মারিলে পড়িয়া গেল]

ক্ষেত্র ॥ মাগো [জানালার খড়খড়ি ভাঙ্গিয়া তোরাপ ও নবীনমাধবের প্রবেশ]

নবীন ॥ [রোগের হস্ত হইতে ক্ষেত্রকে ছাড়াইয়া] খবরদার, নীচ পশু কোথাকার! এই বুঝি খৃষ্টানধর্মের মহিমা—

তোরাপ ॥ সাবাস, সুমুন্দি দেঁড়োয়ে আছে যেন কাঠের পুতুল। গোড়ার বাক্যি হয়ে গিয়েছে—বড়বাবু সুমুন্দির কি এমান আছে যে ধম্ম কথা শোনবে। ও ঝ্যামন কুকুর মুই তেমনি মুগুর। সুমুন্দির ঝ্যামন চাবালি মোর

তেমনি হাতের পোচা। [চপেটাঘাত] পাঁচদিন চোরের একদিন সেঁদোর, পাঁচদিন বাবানি একদিন খা— [কানমলা]

নবীন ॥ [ক্ষেত্রকে কাঁধে তুলে নেয়।] তোরাপ তুই ব্যাটার মুখ চেপে রাখিস্ আমি বুনোপাড়া ছাড়িয়ে গেলে তুই চলে আসবি। দেখিস্—প্রাণে মারিস্ না। [প্রস্থান]

তোরাপ ॥ আপনি এগোন। [গুঁতো দিয়ে] কইরে শালা, প্যাভম্যাভ করিস্ না। এমন বোসগার বেছাপুর কত্তি চাস্? দাদন গাদাগিইতো তয় না চাষ চাই, চষা চাই। ছোটসাহেব শ্যালা, মুই আসি [পলায়ন]

[রোগ উঠিতে গিয়া টলিয়া পড়ে আবার উঠিতে চেষ্টা করে]

"বিরাম"

* * *

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[গোলোক বসুর বহির্বাটি, গোলোক ও সাধু]

গোলোক ॥ তা তুমি কোথায় ছিলে ?

সাধু ॥ হাটে ছিলাম কত্তামশাই। এখন বোঝা যাচ্ছে বেটারা সব আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিল। অন্যদিন গাঁর লোক সব ক্ষেতে খামারে থাকে, কারো বাড়ী হাঁক ডাক হলে লোকজন মাট ঘাটদে ছুটি আসতি পারে কিন্তু হাটবার, গাঁশুদ্ধু পুরুষ মানুষ যাবে ভিন্‌গাঁয়ের হাটে। তার উপর ভর সন্ধ্যে বেলা, গাঁর মেয়ে লোক সহজে কি হাঁক ডাক করতি-সাহস পায় ? তোরাপ পালিয়ে এসে এই গাঁয়ে লুকিয়ে না থাকলি বড়বাবু একা যে কি করতেন ভাবলি শিউরি উঠি।

গোলোক ॥ হ্যাঁ, সেকথা সত্যি! তোরাপ না থাকলে আমার নবীনমাধব কি ঐ শত্রুপুরী থেকে মা ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করতে পারতো। ক্ষেত্র এখন কেমন আছে সাধু ?

সাধু ॥ ভাল না কত্তামশাই। ওর মা বলেছে আর ত'দিন দেখ, কিন্তু আমি আজই কোবরেজ মশাইকে খবর দেব ভাবছি। জানেন তো মা আমার পোয়াতি, তার উপর এই মারধোর। আর শুধু কি তাই, কতবড় আতংক পেয়েছে, তাই দেখি বিছানায় ভালো করে শুতে পারে না। ঘুমুলি ভয়ে আঁতকে উঠে, আর জেগে থাকলি বিভীষিকা দেখে—ভাবে বুঝি লেঠেলরা আবার ধরে নে যাবে।

গোলোক ॥ কি সর্বনাশ, লক্ষণ তো ভাল নয়। এতে সন্তান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তুমি আজই কোবরেজকে খবর দাও। আমার নিজের উপর বড়

রাগ হচ্ছে সাধু, সেদিন তুমি যখন বললে গাঁ ছেড়ে চলে যেতে তখন আমিই ইতস্তত ভাব দেখালাম। আমি যদি তোমাকে গাঁ ছাড়তে উপদেশ দিতাম তাহলে আজ তোমার হয়তো এই বিপদ হত না—কিন্তু আমি আমার ভাবনাতেই ডুবে রইলাম। আমার অনেক জমি আছে—পাকা বাড়ী আছে। আমাকে কোথাও যেতে হলে এসব বিক্রী না করে তো যাওয়ার উপায় নেই। তা ছাড়া খাবই বা কি বল? তোমরা চাষ করতে বাস করতে জান—যেখানেই যাও মেহনৎ করে যা হোক কিছু আয় করতে পারবে। কিন্তু আমার? আমার ছোট ছেলে বিন্দু সে কলেজে পড়ে। সে যদি পাস ক'রে কোন চাকরী পায় তবে হয়তো কিছুটা সুরাহা হয়। তার আগে আমি গ্রাম ছাড়ি কেমন করে বল?

[নবীনের প্রবেশ]

নবীন ॥ গ্রাম ছেড়ে গেলেও কি নিস্তার আছে বাবা? হয়তো আপনার বা আমার আর বিপদ নাও হতে পারে, কিন্তু সাধুভাই, ভিন্‌গাঁয়ে কি রক্ষা পাবে? রক্ষা পাবে কি তোরাপ, পরাণ আর হরিহর? এতো আর একটা গাঁয়ের ব্যাপার নয় বাবা। সারা বাংলা ও বিহারের গ্রামে গ্রামে আজ এই অত্যাচার চলেছে। আর এই অত্যাচার শুধু মানুষের উপর নয়, মাটির উপর, আমাদের সকলের প্রাণধারণের সব থেকে বড় উপায় আমাদের ধানের ক্ষেতের উপর। ধানই যদি না থাকল তো একটা চাকরী করে আমাদের পেট কতটুকু ভরাতে পারব বাবা? আমাদের দেশের ক'জন লোক চাকুরী করে বাবা?

গোলোক ॥ তা তো ঠিকই বাবা। কিন্তু আমরা ওদের আটকাতে পারি কই। ওদের লোকজন, লাঠি, বন্দুক আর সবার ওপর ওদের রাজত্ব—এর সামনে আমরা দাঁড়াবো কেমন করে? এই ক্ষেত্রমণিকে ধরে নিয়ে গেল, আমরা কি আটকাতে পেরেছিলাম। অবশ্যি তুমি বাড়ীছিলে বলে রক্ষে।

নবীন ॥ হ্যাঁ, আমাদের একটু ভুল হয়েছে। ঘোষবউ যখনি যাকে খবর

দেয় তখন থেকেই আমাদের উচিত ছিল গাঁয়ে পাহারা বসানো। অন্ততঃ সকলকে বলে দেওয়া যে সব সময় কিছু পুরুষ যেন গাঁয়ে থাকে। তাহলে একাজটা ঘটতে পারতো না।

সাধু ॥ ঠিক বলেছেন বাবু, আমি গাঁয়ে সব চাষীদের বলে দেব তারা যেন তক্‌কে তক্‌কে থাকে। আর ঐ পদী ময়রাণীরি যেন গাঁয়ে ঢুকতি না দেয়।

গোলোক ॥ কিন্তু ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ততো দাঙ্গাহাঙ্গামার দিকেই গড়াচ্ছে; আমরা কি তাতে পেরে উঠবো?

নবীন ॥ দাঙ্গা তো আমরা করছি না বাবা, তারা লোককে জোর করে নীলের দাদন নেওয়ানোর জন্য কুঠিতে ধরে নিয়ে গিয়ে মারপিট করছে। দিনের পর দিন আটকিয়ে রাখছে। ঘর দুয়ার জ্বালিয়ে দিচ্ছে। মেয়েছেলেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে—এতদিন আমরা কিছু বলিনি এবং অনুনয় বিনয় করেছি—কিন্তু এবারে আমাদের একটু ভিন্ন পথ দেখতে হবে।

গোলোক ॥ কিন্তু মামলা করলে কি ওদের সঙ্গে পারবে? জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট সবই তো ওদের হাতে। তাছাড়া নতুন যে আইন হয়েছে তাতে নীল চাষের বিরুদ্ধাচরণ করছি এ প্রমাণ করতে পারলেই ওরা আমাদের যাকে তাকে জেলে পুরে রাখতে পারবে।

নবীন ॥ রাখাচ্ছি, আমি আজই ইন্দ্রাবাদ যাব এবং এই ক্ষেত্রর ব্যাপার নিয়েই ওদের সঙ্গে ফৌজদারী করবো। [দ্রুতবেগে আদুরীর প্রবেশ]

আদুরী ॥ তোমরা করতিছো কি? বাড়ীর চারদিকি যে রাঙাপাগড়ী ছেয়ে ফেলেছে।

গোলোক ॥ অ্যাঁ! [নেপথ্যে :—গোলোক বাবু বাড়ী আছেন,]

নবীন ॥ আদুরী, তুই বাড়ীর মধ্যে যা। কে? ভেতরে আসুন।

[দারোগা, আমিন ও দুজন কনষ্টেবলের প্রবেশ]

দারোগা ॥ আপনি গোলোকচন্দ্র বসু?

আমিন॥ হ্যাঁ উনি, পাঁচখান গাঁয়ের কত্তামশাই। ওঁর কথায় চাষীরা সব ওঠে আর বসে।

নবীন॥ তুমি চুপ কর; কি প্রয়োজন আপনাদের?

দারোগা॥ ওঁর নামে বডি ওয়ারেণ্ট আছে। আমরা ওঁকে এখুনি সদরে চালান দেব।

নবীন॥ দেখি ওয়ারেণ্ট। বেশ আপনারা বাইরে দাঁড়ান উনি প্রস্তুত হয়ে আসছেন। [দারোগার প্রস্থান]

গোলোক॥ নবীন, সাধু, বিদায় দাও।

নবীন॥ কিছু ভাববেন না বাবা, আমিও আপনার সঙ্গে যাব। আর সঙ্গে সঙ্গে আপনার জামিন করিয়ে নেব।

সাধু॥ বড়বাবু—আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব। মা ঠাকরুণকে বলবেন তিনি যেন আমার ক্ষেত্রকে একটু দেখেন।

* * *

দ্বিতীয় দৃশ্য

আদালত

[বেয়ারা চীৎকার করে ওঠে, আসামী হাজির। একদিকে ম্যাজিষ্ট্রেট ও উড সাহেব ঢোকে আর একদিকে প্রহরী বেষ্টিত গোলোক ঢোকে—যে যার স্থানে বসে। প্রতিবাদী মোক্তার বলে,—]

প্রঃ মোক্তার॥ অধীনের এই দরখাস্তের প্রার্থণা মঞ্জুর হয়।

[সেরেস্তাদারের হাতে দরখাস্ত দান]

ম্যাজিষ্ট্রেট॥ আচ্ছা, পাঠ কর।

সেরেস্তা॥ রামায়ণের পুঁথি লিখেছে যে হে! দরখাস্তের চুমুক নইলে কি সব পড়া যায়।

[দরখাস্তের পাতা উল্টাইয়া]

ম্যাজিষ্ট্রেট॥ খোলসা পড়।

সেরেস্তা॥ আসামী এবং আসামীর মোক্তারের অনুপস্থিতিতে ফরিয়াদীর সাক্ষীগণের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে। প্রার্থনা ফরিয়াদীর সাক্ষীগণকে পুনর্বার হাজিরে আনা হয়।

প্রঃ মোক্তার॥ ধর্মাবতার? উড সাহেবের পক্ষে যে চারজন চাষী বলেছে যে তারা নিজেরা মহানন্দে নীল চাষ করতে চায়—কেবল আমার মক্কেল গোলোক চন্দ্র বসুর প্ররোচনায় এবং ধমকানিতে তা করতে পারে নি। সেই চারজন চাষীকে আবার আদালতে আনলে আমি প্রমাণ করে দেব যে এই সাক্ষ্য সাজানো এবং সর্ব্বৈব মিথ্যা। ওদের মধ্যে একজন টিকিরি—

ম্যাজিষ্ট্রেট॥ টি—কি—রি...... ?

প্রঃ মোক্তার॥ হুজুর, ক্ষেত মজুর। মানে পরের জমিতে মাইনে খাটে। এদের কোন পুরুষে জমিজমা, লাঙল, গরু নেই। কাজেই যার নিজের জমি নেই তাকে আমার মক্কেল নীলচাষ করতে বারণ করতে যাবে কেন? তারপর দ্বিতীয় সাক্ষী কানাই তরফদার, সে ভিন গাঁয়ের লোক। তার সঙ্গে আমার মক্কেলের কখনো দেখা হয়নি। সে ব্যক্তি সনাক্ত পর্য্যন্ত করতে পারে নি। আর বাকী যে দুজন তাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারের সামনে থেকে জোর করে ধরে এনে দিনের পর দিন কুঠির গুদোমে আটক রাখা হয়েছে, তাদের ঘর দোর পুড়িয়ে দেবার ভয় দেখান হয়েছে। না খেতে দিয়ে দড়িতে ঝুলিয়ে রেখে তাদের মনোবল নষ্ট করা হয়েছে। কাজেই যাদের সাক্ষ্য হল ঐ মোক্তারের বৈঠকখানায় তৈরী এবং উডসাহেবের লাঠির জোরে তাদের মুখে বসানো। কাজেই আমার

নিবেদন যে, আমার মক্কেল ও আমার অনুপস্থিতিতে গৃহীত সাক্ষীদের জেরা করবার ব্যবস্থা আপনি করবেন।

বাঃ মোক্তার॥ হুজুর উনি বল্লেন আমাদের সাক্ষী মিথ্যে ও সাজানো। হুজুর মোক্তারেরা অবশ্যই হলফ করে মিথ্যা বলে। তাদের বৃত্তিই প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ও শঠতা, কিন্তু নীলকরের মোক্তারদের দ্বারা এমন কাজ সম্ভব নয়। কারণ নীলকরের সাহেবরা খৃষ্টান। খৃষ্টান ধর্মে অসৎ কর্ম নিষ্পন্ন করা দূরে থাক, অসৎ অভিসন্ধিকে মনে স্থান দিলেও নরকানলে দগ্ধ হতে হয়। করুণা, মার্জনা, বিনয়, পরোপকার, খৃষ্টান ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য। এমন সত্য সনাতন ধর্মপরায়ণ নীলকরগণ কর্তৃক মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কখনই সম্ভব নয়। ধর্মাবতার আমরা এই নীলকরের বেতনভোগী মোক্তার। আমরা তাহাদের চরিত্রানুসারে আমাদের চরিত্র সংশোধন করেছি। একারণ আমাদের ইচ্ছা হলেও সাক্ষীকে তালিম দিতে সাহস হয় না। যেহেতু সত্যপরায়ণ সাহেবরা ঘুনাক্ষরে চাতুরী জানতে পারলে তার যথোচিত শাস্তি বিধান করেন। কাজেই আসামী গোলোকচন্দ্র বসু এহেন সাহেবদের কতখানি উত্যক্ত করলে তবে তাঁরা মামলা দায়ের করতে পারেন তা আপনি নিজে খৃষ্টান হয়ে অনুমান করতে পারেন। তাছাড়া এইযে দেশময় নীলচাষ এ কি লাঠির আগায় সম্ভব হইল?

প্রঃ মোক্তার॥ আমার মক্কেলএর পুত্র নবীন মাধব বসু অত্যাচারী নীলকরদের হাত থেকে উপায়হীন চাষাদের রক্ষা করতে প্রাণপন যত্ন থাকেন একথা স্বীকার করি এবং উড সাহেবের দৌরাত্ম নিবারণ করতে অনেকবার সফলও হয়েছেন। তা পলাশপুর জ্বালান মোক্তারদের নথিতে প্রকাশ আছে। কিন্তু আমার মক্কেল গোলোকচন্দ্র বসু অতি নিরীহ মানুষ। নীলকর সাহেবদের বাঘের চেয়েও ভয় করেন, কোন গোলের মধ্যে থাকে না। কখনও মন্দ করে না। কাউকে মন্দ হতে উদ্ধার করতেও সাহসী হয় না। ধর্মাবতার, গোলোকচন্দ্র বসু যে সুচরিত্রের লোক তা

জেলায় সকলেই জানে। আমলাদিগের জিজ্ঞাসা হলে প্রকাশ হতে পারে।

গোলোক॥ বিচারপতি! আমার গত বছর নীলের টাকা চুকিয়ে দিলে না, তবু আমি ফৌজদারীর ভয়েতে ৬০ বিঘা নীলের দাদন নিতে চেয়েছিলুম। বড় ছেলে নবীনমাধব বলে বাবা আমাদের অন্য আয় আছে, একবছর দুইবছর—নীলের লোকসান; কেবল ক্রিয়া কলাপই বন্ধ হবে। একেবারে অন্নাভাব হবে না। কিন্তু যাদের লাঙলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর তাদের উপায় কি? আমরা এই হারে নীল করলে সকলেরই তাই করতে হবে। বড়বাবু ঠিককথাই বল্লেন কাজে কাজেই আমি বললাম তবে সাহেবদের হাতে পায়ে ধরে ৫০ বিঘেয় রাজী করোগে সাহেব হাঁ না কিছুই বল্লেন না। গোপনে গোপনে আমার বৃদ্ধ দশায় জেলে দেবার জোগাড় করলেন। আমি জানি—সাহেবদের রাজী রাখতে পারলে মঙ্গল, সাহেব দেশের হাকিম, তাই বেরাদার সাহেবদের আসতে চলদত আছে। আমাকে খালাস দিন—আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যদিও হাল গরুর অভাবে চাষ করতে না পারি, বছরে বছরে সাহেবকে নীলের বদলে একশত টাকা দেব। আমি কি রায়তদের শেখাবার মানুষ। আমার সাথে কি তাদের দেখা হয়।

বাঃ মোক্তার॥ হুজুর হুজুর।

ম্যাজি॥ বল বল, আমি কর্ণ দিয়া লিখিতেছি না।

বাঃ মোক্তার॥ হুজুর, এই সময়ে রায়তগণকে কষ্ট দিয়া জেলায় আনলে তাদের প্রচুর ক্ষতি হয়। নচেৎ আমিও প্রার্থনা করি সাক্ষীদের আনানো হয়। তাহলে আমি প্রমাণ করে দিতাম যে গোলোক বসু কতবড় ভণ্ড এবং বিপদজনক লোক। ধর্মাবতার গোলোকবসুর কুচরিত্রের কথা দেশে বিদেশে রাষ্ট্র আছে; যে উপকার করে—উনি তারই অপকার করেন। অপরা সমুদ্র লংঘন করে নীলকরেরা এদেশে এসে গুপ্ত নিধি বার করে দেশের উপকার করছেন। রাজকোষে ধনবৃদ্ধি করছেন। এবং আপনারাও উপকৃত

হচ্ছেন। এমন মহাপুরুষদের মহৎকার্যে যে ব্যক্তি বিরুদ্ধাচারণ করে তার কারাগার ভিন্ন স্থান—কোথায়?

ম্যাজি:। [লিপির শিরোনামা লিখে] চাপ্‌রাশী—

চাপরাশী॥ খোদাবন্দ।

ম্যাজি:॥ [উডএর সহিত পরামর্শ] চিঠি উড্‌কা পাশ দেও। খানসামাকো বোলো বাহারকা সাহেব লোক আজ খায়গা নেহি।

সরেস্তম। হুজুর, কী হুকুম লেখা যায়।

ম্যাজি:॥ নথির সামিল থাক।

সেরেস্তা। [লিখন] হুকুম হইল যে নথির সামিল থাকে।

[ম্যাজিষ্ট্রেটের দস্তখৎ]

সেরেস্তা॥ আসামীর জবাবের হুকুমে হুজুরের দস্তখৎ হয় নাই।

ম্যাজি। পাঠ কর।

সেরেস্তা॥ হুকুম হইল যে আসামীর দুই শতটাকা তাইসে দুইজন জামীন লওয়া হয় এবং সাফাই সাক্ষীদিগের নামে রীতিমত সফিনা জারী হয়।

[ম্যাজিষ্ট্রেটের দস্তখৎ]

ম্যাজি। মীরনগর ডাকাতির মোকর্দ্দমা কাল পেশ করো। [প্রস্থান]

সেরেস্তা॥ নাজির মশাই, জামানতনামা রীতিমত লেখাপড়া করে নিও কিন্তু।

[প্রতিবাদী মোক্তার নাজিরের কাছে যায়]

নাজির। আজ সন্ধ্যে বেলায় কিছু হবে না মশাই, তাতে শনিবারের দিন, আমি এখন কাগজপত্র গোছাইতে অস্থির আছি। এদিকে—

মোক্তার। কিন্তু আজ না দিলে সোমবারের আগে ছাড়া পাবেন না। মানী মানুষকে অনর্থক আর আটকাবেন না। [দুজনে কথা হয়] এত টাকা?

নাজির॥ তা আমি কি করতে পারি বলুন। এতো আর আমার একার ব্যাপার নয়। সেরেস্তা আছে, পেশকার আছে, চাপরাশ আছে, মানে

পূজো তো সবাইকে দিতে হবে কিনা। আর আমাদেরও তো তালুক বা ব্যবসা নেই, এই আমাদের উপজীবিকা। কই হে চল চল—দেখুন ভেবে আপনারা। [প্রস্থান]

*　　*　　*

দ্বিতীয় দৃশ্য

[গোলোক বসুর অন্দর মহল। সাবিত্রী ও সৈরিন্ধ্রী। গামছা ও তেলের বাটী]

সাবিত্রী ॥ আমি তখনই বলেছিলাম। নবীন, তোমার বাবাকে জেলে পোরার জন্য সাহেবরা চক্রান্ত করছে। তা বাছা আমায় শান্ত করার জন্য বললে, না মা তাদের রাগ আমার উপর। হায় হায় হায়। বুড়ো মানুষকে শেষ পর্য্যন্ত জেলে পুরলে? তা আমারেও ধরে নিয়ে গেলিনে কেন—স্বামীর সঙ্গে আমিও জেলে যেতাম। এ শ্মশানে বাস অপেক্ষা আমার সেও ভাল ছিল।

সৈরিন্ধ্রী ॥ অনেক বেলা হয়েছে স্নান করে চারটি মুখে দিন।

সাবিত্রী ॥ কোন প্রাণে মুখে দেব মা? কর্তা আমার ঘরবাসী মানুষ, কখনো গাঁ অন্তরে নেমন্তন্ন পর্য্যন্ত খান না। তাঁর কপালে শেষ পর্য্যন্ত জেল? ভগবতী, তোমার মনে এই ছিল মা?

সৈরী ॥ সব ঠিক হয়ে যাবে মা। পুলিশে ধরলেই কি সব সময় জেলে আটকে রাখা যায় মা? বিন্দু ঠাকুরপো সহরে থেকে আইন আদালত করছেন, তোমার বড় ছেলে তো বলে গেছেন, আমি অবশ্য জয়ী হয়ে বাবাকে ফিরিয়ে আনব।

সাবিত্রী ॥ আহা-হা, বাছার আমার সোণার মুখ কালি হয়ে গেছে। টাকার জোগাড় করা কি কম কষ্ট। পাছে বউদের গায়ের গয়না আমি দেই, তাই বাছা আমায় সাহস দেয়, টাকার অভাব কি? মোকর্দ্দমায় কতই বা খরচ হবে?

সৈরি ॥ সে তো ঠিকই মা। ওঁরা পুরুষ মানুষ, মামলা মোকর্দ্দমার ব্যাপার তাঁরাই ভাল বোঝেন্।

[সরলতা ও আদুরীর প্রবেশ]

আদুরী ॥ তুমি কতি নেগেছে কি? তোমার জন্যি বড় বউও যে নাতি খাতি পাচ্ছে না। গোরাটা নীলি কল্লে কি বলদিনি? ঝার পানে চাই, তেনারি মুখ তেলো হাঁড়ি। চুল গল্যাডা কাদা হতি নেগেছে। নাও ওঠ, স্নান করে দুটো মুখি দেও, দেখচনা এই কচি মেয়েটা পর্য্যন্ত তোমার অবস্থা দেখে না খেয়ে মুখ শুকিয়ে শুকিয়ে বেড়াচ্ছে।

সাবিত্রী ॥ না, আদুরী, আমার নবীন বাড়ী এসে সুখবর না দিলে আমি আর এদেহে অন্নজল দেবনা। আমি জানি, তাঁর চোখে ঘুম নেই। তিনি উপবাসী আছেন। তিনি যে বলেন আমার এড়ো ঘরে না শুলে ঘুম হয় না। তিনি যে আতপ চালের ভাত খান। বড় বৌমার হাতের রান্না না হলে যে তাঁর খাওয়া হয় নয়। আমি জানি বৌমা, সেই ম্লেচ্ছ যবনের জেলখানায় তিনি এক ফোঁটাও জল ছোঁন নি।। [কান্না]

সৈরি ॥ মা, সেখানে ঠাকুরপোর বাসা আছে। পাচক বামুন আছে আর তা ছাড়া দুই ভাই যখন রয়েছেন, তখন বাবার খাওয়ার একটা ব্যবস্থা হবেই।

আদুরী ॥ ঠাকুরুণ, তুমি এমন করলি এই কচি বউ দুটো কোথায় যাবে বলদিনি? ঠাকুর জেলে, ছেলেরা তাঁর তদবিরে। তোমারি মুখ চেয়ে তো আমরা সকলে বুক বেঁধে আছি ঠাকুরুণ।

সাবিত্রী ॥ আর বুক বেঁধে লাভ নেই আদুরী। বুক ভাসবে, আমি বুঝতে পারছি আদুরী, বুক ভাসবে। জেলে যেতে হবে শুনে কর্ত্তা আমার

কেঁদে কেঁদে চোখ খুলিয়েছেন। যাওয়ার সময় ডেকে বলে গেলেন গিন্নী, আমার এ যাত্রা গঙ্গাযাত্রা হল। [ডুকরিয়া কান্না ও প্রস্থান]

জাহ্নবী ॥ [পিছনে যেতে] ছিঃ ছিঃ, কি অলক্ষোনের কথা, এমন কথা বলতে আছে? তোমাগোর সকলির কি মাথা খারাপ হল এঁ্যা।

সরলতা ॥ দিদি দিদি, কি হবে বলতো?

সৈরি ॥ মা ভগবতী কপালে যা লিখেছেন, তাই হবে বোন। চল্ দেখি ঠাকুরুণ কোন দিকে গেলেন। [প্রস্থান]

[নেপথ্যে কান্নার শব্দ ভেসে আসছে—রাইচরণরা দৌড়ে আসে, সে হাঁপাচ্ছে, সে বাহির থেকে উচ্চৈস্বরে ডাকতে ডাকতে ঢোকে]

রাইচরণ ॥ মা ঠাকুরুণ—মা ঠাকুরুণ।

[পেছন থেকে মুখ পর্য্যন্ত পাগড়িতে ঢাকা একজন—ওর কাঁধে হাত দেয়]

রাইচরণ ॥ [সভয়ে] কে?

তোরাপ ॥ [মুখের পাগড়ি খুলে] চুপযা, মুই তোরাপ, কান্না কেন?

রাইচরণ ॥ [কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে] তোরাপ, মুই কি বলবো, তোরাপ, মুই কি বলবো—আমাগোর ক্ষেত্ৰমণি।

তোরাপ ॥ মরেছে?

রাইচরণ ॥ মা আমার বুঝি এখনই শেষ হল, মুই পালায়ে আলাম। মুই দ্যাখবার পারি না। তিনরাত বিছানায় পিঠ দিতে পারি নাই, বলে সারা গায়ে যেন কাঁটা ফোটে, বলে বিছানায় ঝেড়ে পাত মা—বিছানা ঝেড়ে পাত।

তোরাপ ॥ [এক দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বলে] ঝেড়ে পাততে পারবি?

রাই ॥ এঁ্যা।

তোরাপ ॥ কইছি—বিছানা ঝেড়ে পাততে পারবি? আশময় কাঁটা, মাটির গায় কাঁটা, ধানের ভুয়ে কাঁটা। ক্ষেত্ৰমণি বিছানায় গা দিতি পারে না, সারা রাত ছটফট করে—পাততে পারবি ঝেড়ে বিছানা?

রাইচরণ ॥ তুই কি বলছিস তোরাপ, তুইও কি পাগল হলি!

তোরাপ। আঃ—যদি পাগল হতি পারতাম—সাধু কনে?

রাই ॥ দাদা আন্দ্রাবাদে গেচে, বড় বাবুর সাথে।

তোরাপ ॥ পরাণ, হরিহর।

রাই ॥ মুই জানি না। মুই এখন কি করবো তোরাপ।

[কেঁদে ওঠে]

তোরাপ ॥ আঃ চুপদে— কোন সুমুন্দির চোখে পানি ছাড়া যে আগুন বেরোয় না— মুই একা করবো কি? শোন, গাঁয়ের সব মেয়েদের জড় কর — পরাণ, হরিহর, আফজল, কেলোমিয়া, সবার ঠাঁই যাতি হবে। বড়বাবু ফিরে আসার আগেই সবারে কথাটা সমঝ করাতে হবে—ক্ষেত্রমণি কয়ে গেছে—বিছানাটা ঝেড়ে পাত—বিছানা ঝেড়ে পাততি হয়—আয় আমার সাথে।

* * * *

তৃতীয় দৃশ্য

ইন্দ্রাবাদ

[বিন্দুমাধবের বাসাবাটি। সাধু বসে আছে, নবীন ও বিন্দুর প্রবেশ]

সাধু ॥ কি হল বড়বাবু?

নবীন ॥ কিছু হলনা সাধু। তিনদিন হয়ে গেল—জামিনের অর্ডার পেয়েও বাবাকে খালাস করতে পারলাম না। তুমি বলছ কি বিন্দু—ওপর ওয়ালাদের ধরে তুমি বাবাকে খালাস করবে? তুমি ভাবছ সেখানে নীলকরদের লোক নেই? দেখছো না এই নাজির, পেশকার; উডসাহেব এরা সব একজাতের এক গোত্রের।

বিন্দু ॥ না দাদা সব না। আমি বলছি আপনি ধৈর্য্য ধরুন। আমি কমিশনার সাহেবকে ধরেছি। দরকার হলে লাটসাহেব পর্যন্ত যাব। আপনি বরং তাড়াতাড়ি বাড়ী যান। এরা টাকা যখন চাইছে তখন তাই দিতে হবে। তাই।

নবীন ॥ টাকা আমি যেমন করে পারি পাঠিয়ে দেবো। আমি সর্ব্বস্ব বিক্রী করবো। যে যা চাইবে তাকে তাই দেবো কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে বাবা হাজতে কিছু খাচ্ছেন না। বাড়ী গিয়ে আমি মাকে সেকথা বলবো কেমন করে? মা যে শুনলে পাগল হয়ে যাবে।

বিন্দু ॥ বাবার এ আত্মনিপীড়নের কোন মানে হয় না। না খেয়ে নিজের শরীর ক্ষয় করা এ তো তাদেরই সুবিধা—কোন মানে হয় না।

নবীন ॥ মানে হয় না? আমাদের বংশে কেউ কখনও জেলের অন্নমুখে দিয়েছে? তুমি বরং জেল দারোগাকে কিছু দিয়ে থুয়ে যেমন করে পার একটা পাচক বামুন পাঠাও।

বিন্দু ॥ জেল দারোগা টাকার প্রার্থী নয়—কেবল ম্যাজিষ্ট্রেটের ভয়—

সাধু ॥ বড়বাবু—বড়বাবু—

নবীন ॥ বুঝি সাধু, মাথাকুটে আত্মঘাতী হতে ইচ্ছে করে।

সাধু ॥ বড়বাবু, আমি চুরি করি—আপনারা আমায় চোর বলে ধরিয়ে দেন। আমি জেলে গিয়ে কর্ত্তামশাইরি সেবা করি।

বিন্দু ॥ তা তুমি পার সাধু। কিন্তু আমি বলি তুমিও দাদার সঙ্গে বাড়ী যাও। সাহেবের অত্যাচারে ক্ষেত্রের শরীরের যে অবস্থা দেখে এসেছো—

সাধু ॥ ছোটবাবু, আমার যে ঐ একটা বই আর নেই।

বিন্দু। হ্যাঁ তুমি দাদাকে নিয়ে বাড়ী যাও। [ইনসপেক্টরের প্রবেশ]

নবীন ও বিন্দু ॥ কি খবর ইন্‌স্পেক্টর বাবু?

ইন্‌স্‌পেক্‌টর ।। বিন্দুবাবু আপনার বাবার মামলা খারিজের জন্য লাটসাহেবকে কমিশনার সাহেব লিখবেন বলেছেন ।

বিন্দু ॥ লিখবেন ? দাদা—

নবীন ॥ ও যেমন ম্যাজিস্ট্রেট, তেমনি কমিশনার। তুমি জাননা বিন্দু বড়দিনের সময় ওরা দশদিন উড সাহেবের কুঠিতে কাটিয়েছে।

ইন্‌স্‌ ॥ আপনি এত ভেঙ্গে পড়বেননা নবীনবাবু। ঠিক এইরকম একটা মামলায়—আর একজনকে ১৬দিনের মধ্যে কমিশনার সাহেব খালাস করিছিলেন। আচ্ছা আমি এখন আসি। এই খবরটা দিতেই আসা—আমার পক্ষে আর বেশীক্ষণ থাকা সমীচীন হবে না। [প্রস্থান]

নবীন ॥ ১৬দিন ? বাবা আজ তিনদিন অন্নজল গ্রহণ করেন নি। ও কিছু হবে না বিন্দু, তুমি বরং———

বিন্দু ॥ কেন হবেনা দাদা ? কোন না কোনখানে বিচার নিশ্চয়ই মিলবে। আপনি বাবার জন্যে আর উতলা হবেন না। আমি এক্ষুণি জেলে গিয়ে এই সুখবর দিয়ে বাবাকে খাওয়াব। আপনি বাড়ী গিয়ে এই খবর মাকে দিন। [চাপরাশীর প্রবেশ]

নবীন ও বিন্দু ॥ কি খবর ?

বিন্দু ॥ তুমি জেলের চাপরাশী না ?

চাপরাশী ॥ আমি কিছু জানিনে বাবু, এই চিঠির মধ্যে আছে।

[নবীন চিঠি পড়ে স্তম্ভিত হয়, বিন্দু চিঠি নেয়]

সাধু ॥ বড় বাবু ! বড় বাবু !

নবীন ॥ গলায় চাদর বেঁধে বাবা আত্মহত্যা করেছেন সাধু।

বিন্দু ॥ বাবা !

নবীন ॥ বাবাকে খালাস করবে বলেছিলেন না ?

সাধু ॥ কর্ত্তা মশাই—[কান্না]

নবীন ॥ কান্না না, কান্না না, কান্না না সাধু।

* * *

চতুর্থ দৃশ্য

কুঠির বহির্বাটি।

[গোপীর প্রবেশ]

গোপী॥ নবীনমাধবের পুকুর পাড়ে কালই সাহেব নীল বুনবে বলেছে। ওটা যখন গোঁ ধরেছে তখন কিছুতেই ছাড়বে না। কিন্তু আবার যদি দাঙ্গা হয়? সেবারে সেই মারপিঠের মামলায় সাহেবের তো কিছু না, সাবেক দেওয়ানের ৬ মাস হাজত হয়—তার ছেলে ৬ মাসের মাহিনা চাইতে গেলি, সাহেব তারে মারতি গেল। তা আমার হয়েছে মুস্কিল, জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ। ঐ যে আসছেন দেখি বুঝিয়ে সুজিয়ে—নিজের প্রাণটাতো বাঁচাই। [উডের প্রবেশ]

হুজুর, বাপের মৃত্যুতে নবীনমাধবের বাড়ী একেবারে মরাকান্না পড়ে গেছে।

উড॥ নবীনমাধব, নবীনমাধব, শালা হামার কুঠির বদনাম করল। হারাম জাদকো কাল হামি গ্রেপ্তার করবো। মজুমদারের দোস্ত করিয়া দিবে। এই তুমি দশজন সড়কীওয়ালা মজুদ রাখ।

গোপী॥ হুজুর, বেটারা যে রকম কাত হয়েছে—তাতে সড়কীওয়ালার আবশ্যক হবে না, হিন্দুর ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে, বিশেষ জেলের মরা বড় দোষ এবং লজ্জার ব্যাপার, এই ঘটনায় বেটা খুব শাসিত হয়েছে।

উড॥ তুমি শালা কুছু বুঝেনি। বাপের মৃত্যুতে এখন হারামজাদার বড় সুখ হইল। বাপের ভয়েতে নীলের দাদন লইত এখন সে ভয় থাকলনা। দাঁড়াও কাল হামি শালাকে গ্রেপ্তার করবে।

গোপী॥ হুজুর, আগের মোকর্দ্দমায় যে কি হয় না হয় তার এখন ঠিক নেই,

বিশেষ করে নতুন যে হাকিম আসতেছে শুনছি, তিনি নাকি প্রজার পক্ষে টেনে কথা বলেন। তারপর যে সব চাষী তারা সব গ্রামে গ্রামে জোট বাঁধছে। আবার ওদিকে ছোটসাহেব ক্ষেত্রমণিকে নিয়ে যে সব কাণ্ডমাণ্ড করলেন—

উড॥ What ক্ষেত্রমণি?

গোপী॥ হ্যাঁ, ওই নবীন মাধবের স্বরপুর গ্রামের লোক সাধুচরণ, তার মেয়ে ক্ষেত্রমণিকে ছোট সাহেব ধরে আনলেন। তার পেটের মধ্যে সন্তানটা গেল নষ্ট হয়ে, ফলে সে তো গেল মারা, এ অঞ্চলের চাষীরা তাতে ভয়ানক ক্ষেপে উঠেছে। সুতরাং ভয়ের কথা আছে।

উড॥ তুমি ভয় ভয় করকে হামকো ভেক্ কিয়া। নীলকর সাহেবকো কই কামমে ডর নেহি হ্যায়। শিদ্ধার কি শালা, মোনাসেফ না হয় কাম ছোড দেও। Arrant coward. Hellish knave.

গোপী॥ আমরা হুজুর কশাইয়ের কুকুর। আমরা নাড়ীভুঁড়ি খেয়ে পেট ভরাই। ধর্ম্মাবতার, মহাজনেরা যেমন রায়তদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করে, তেমন করে যদি আপনারা নীল আদায় করতেন তাহলে নীলকুঠির এমন করে দুর্নাম রটতো না। কুঠির লোকও এত বিভীষিকা হত না।

উড॥ তুমি শুয়োটা blind. তোমার চক্ষু নাই, আমি নিজের চোখে দেখিয়াছি—মহাজনেরা ধানের ক্ষেতে যায় আর চাষীদের সঙ্গে বিবাদ করে।

গোপী॥ ওই তো ভাল কথা বলতে গেলেই আমি হই মন্দ। বিশ্বাস করুন মজুমদারের মোকদ্দমাটা এখন এই নবীন বোসের দুর্ঘটনায় রুখে দিয়েছে; নইলে—এতদিনে ভয়ানক হয়ে উঠত। এখন সে কথা বললে আপনি তো বলবেন—

উড॥ বানচোৎকে একটি সাহসী কার্য্য করিতে বলিলে শালা মজুমদারের

কথা প্রকাশ করে। তুমি শালা বড় নালায়েক আছে। নবীন বোসকে শচীগঞ্জের গুদামে পাঠাইয়া কেন তুমি স্থির হও না।

গোপী ॥ হুজুর, এক মজুমদারের ব্যাপারে আমার মাথায় খাঁড়া ঝুলছে। আবার এই দাঙ্গাহাঙ্গামা করতি যাচ্ছেন। তাই আমার মনে হয়, অবশ্যি তাতে কুঠিরই মঙ্গল—মোকর্দ্দমার কথাটা এখন নবীন বোসকে জিজ্ঞাসা করিলি ভাল হয়।

উড ॥ চোপরাও—you Bastard of whore's Bitch. তেরাবাতে হাম কুত্তাকা সাথ মোলাকাত করেগা। শালা coward, কায়েত কা বাচ্চা এই শোন, দেখ মাত্তলনগরের কুঠিতে কাল বড় দাঙ্গা হবে। সড়কি, লাঠি, গুড়া, বন্দুক, সব যাবে। হামি যাবে, ছোটসাহেব যাবে, তুমি যাবে। গরু জরু সব কয়েদ করিতে হোবে। দশটা পলাশপুর জালান এক মাত্তলনগরে করতে হবে। লাঠি চলবে, আগুন জ্বলবে, নবীনমাধব মরবে।

* * *

পঞ্চম দৃশ্য

[সাধু, তোরাপ প্রভৃতি কৃষকগণ। কৃষকগণ উত্তেজিতভাবে কোলাহল করছে, হুকুম দাও বড়বাবু। অশৌচের বেশে নবীনের প্রবেশ]

নবীন ॥ তোমরা শান্ত হও, শোন, সবাই শোন, এখন তোমাদের এত উত্তেজিত হলে চলবে না। অত্যাচার চরমে উঠেছে বলেই, তার প্রতিবিধানের একটা চরম ব্যবস্থা করা দরকার, তা আমি জানি কিন্তু যা কিছু করতে হবে, ভেবে করতে হবে।

তোরাপ ॥ এখনও ভাবনা চিন্তে ? আমার সঙ্গে এরা তিনমাস কেরার হয়ে

বেড়াচ্ছে। সাধুভাইয়ের সোনার পুতুল ক্ষেত্রেরে—আজ চিতায় তুলে দিয়ে তার মা পাগল হয়ে গেছে, এ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে কর্তামশাই আত্মহত্যা হলেন। বড়বাবু, তুমি কি পাষাণ। একবার হুকুম দাও বড়বাবু।

চাষীরা ॥ হ্যাঁ বড়বাবু। একবার হুকুম দাও।

তোরাপ ॥ আমি ওই দুটোর আল্লার দরগায় জবাই দিয়ে আসি।

নবীন ॥ ছি ছি ছি তোরাপ, এমন কথা মুখে আনতে নেই। প্রাণ যিনি দিয়েছেন তিনিই কেবল প্রাণ নিতে পারেন। তবে হ্যাঁ আমি কথা দিচ্ছি, যে আর কোন অন্যায় সহ্য করা হবে না। তোরা শুধু একা পালিয়ে নেই। ঘর তো কেবল তোদেরই পোড়েনি, কেবল সাধুর মেয়ে আর আমার বাবার অপমৃত্যু হয়নি। নীলের অত্যাচারে আজ সারা বাংলা বিহারের গ্রাম দাউ দাউ করে জলছে। তাই আজ আমরা গ্রামে গ্রামে যাব, আর সেই ঘর পোড়া লোকেদের এককরে বলবো, প্রাণ পর্যন্ত পণ কিন্তু নীলের দাদন নেব না। নীল আমরা বুনব না।

[নেপথ্যে একজন চাষী—বড়বাবু বড়বাবু]

চাষী ॥ [পরাণ] বড়বাবু, বড়বাবু—

নবীন ॥ কি হল পরাণ?

পরাণ ॥ সাহেবরা লেঠেল দিয়ে আপনার পুকুর পাড়ে নীল বুনতি নেগেছে। মাঠাকরুণরা সব কানতি নেগেছে।

চাষীরা ॥ বড়বাবু।

নবীন ॥ আমি দেখছি। তোমরা একটু দূরে দূরে এসো। আমি না ডাকলে কেউ এগোবে না। আমার বিনা আদেশে একটা লাঠিও উঠবে না। তোরাপ, তুমি ভিড়ের মাঝে থাকবে। তোমাকে একলা পেলে ওরা ধরে নিয়ে যাবে। সাধু, তোরাপের উপর নজর রেখো।

[নবীনের প্রস্থান, চাষীদের কোলাহল চলিল। বড়বাবু মোদের হুকুম দিল না, এই বলিয়া জটলা করিতে লাগিল, ১জন চাষীর প্রবেশ—।]

রাই ॥ এই কি হল ?

চাষী ॥ সর্ব্বনাশ হয়েছে। বডবাবুকে ঘেরাও করেছে।

[তোরাপ, সাধু ও ১জন চাষীর প্রস্থান]

রাই ॥ এঁ্যা, তোরা কি করছিলি ?

চাষী ॥ বডবাবু এগিয়ে যাতি উড সাহেব বড়বাবুর হাটুতে জুতো টেকিয়ে যেই বল্লে, এই তোর বাপের শ্রাদ্ধের বক্‌শিশ, অমনি বডবাবু আগুন হয়ে সাহেবের বুকে লাথি মারলো ; তাই কুঠির জমাদার কেশেঢালি দলবল নিয়ে বড়বাবুরে ঘেরাও করেছে।

রাই ॥ নেমকহারাম কেশেঢালি। বড়বাবু না তারে একবার ডাকাতির মোকর্দ্দমায় বাঁইচেছিল।

[চাষীরা কোলাহল করছে, এমন সময় ১জন চাষীর প্রবেশ]

চাষী ॥ কেশোঢালি বডবাবুরে মারতে রাজী হয়নিরে—রাজী হয় নি।

[সকলের উল্লাস। সাধুর প্রবেশ]

সাধু ॥ সর্ব্বনাশ হয়েছেরে—সর্ব্বনাশ হয়েছে। সাহেব নিজি তেরোনাল নিয়ে —বড়বাবুরে মারতি এগিয়েছে। আমি পারলাম না, কিন্তু তোরাপ ভিতরে ঢুকে পড়েছে। একা সে কি করবে ? চল সবাই।

সকলে ॥ চল চল গোটা নীল কুঠিরে জলে ভাসিয়ে দেবো।

[তোরাপের প্রবেশ]

তোরাপ ॥ পারলাম নারে পারলাম না।

সাধু ॥ কি হয়েছে তোরাপ—তোর হাতে রক্ত কেন ?

তোরাপ ॥ সুমুন্দিরা বড়বাবুর বুকে তেরোনালের ঘা মারিছে, আমি হাত দে ঠেকাবার চেষ্টা করলাম, মোর হাত কেটে তেরোনাল বুকি বিধে গেল। একটু আগে, আর একটু আগে যাতি পারলি বড়বাবুরে বাঁচাতি পারতাম, আর ঐ সুমুন্দিরে জবাই দিতে পারতাম। সাধুভাই, ওরা বড়বাবুর লাস গুম করার চেষ্টা করতিছে। তোরা সব আয়—বড়বাবুর লাস ছিনিয়ে আনার জন্তি আজ জান দিতি হবে।

[সকলের প্রস্থান। সাবিত্রীর প্রবেশ]

সাবিত্রী ॥ খোকা-খোকা-খোকা—

[ডাকিতে ডাকিতে মাঠের দিকে চলে যায়। একটু পরে নবীনমাধবের মৃতদেহ লইয়া চাষীগণের প্রবেশ। তারপর সাবিত্রী "খোকা-খোকা" ডাকিতে ডাকিতে প্রবেশ করে ও দেহের উপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যায়, তারপর সৈরিন্ধ্রী প্রবেশ করে "ওরে তোরা আমায় ছেড়ে দে" বলিতে বলিতে—এবং দেহের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যায়। সবশেষে সরলতা ও আদুরী ঢোকে]

সৈরিন্ধ্রী ॥ ছোটবেলায় সেঁজুতির ব্রত করেছিলাম, কামনা করেছিলাম যেন রামের মত বর পাই, কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাই, দশরথের মত শ্বশুর, আর লক্ষ্মণের মত দেওর—কিন্তু আমার এ কি হল ? [ক্রন্দন]

আদুর ॥ [সৈরিন্ধ্রীর কাছে সরে গিয়ে—।] পরাণ ফেটে যায়, ওরকম করিসনে বউ, চুপ দে।

সাবিত্রী ॥ বিবি যদি যমকে চিঠি লিখে কর্তাকে না মারত, তবে আমার নবীনমাধব, আমার সোনার খোকা—

সরলতা ॥ দিদি, দিদি, মা বুঝি পাগল হলেন।

সাবিত্রী ॥ দাই বৌ, দে, ছেলে আমার কোলে দে, দে, কোলে দে—

সৈরিন্ধ্রী ॥ মা মা—

সাবিত্রী ॥ কি ? না, না, ভাতের সময় কথা ফুটবে দেখিস, ভাতের সময় কথা ফুটবে।

সরলতা ॥ মা, মাগো—

সাবিত্রী ॥ তুমি বাপু সাহেবের বিবি, নইলে তোমার পায়ে ধরতাম, তোমার পায়ে পড়ি বিবিঠাকরুণ, সাহেবেরে আর একখানা চিঠি দিয়ে কর্তারে আমার ফিরিয়ে দাও।

সরলতা ॥ [পায়ে পড়িয়া] মা—মাগো—

সাবিত্রী ॥ পাজি বেটা, ম্লেছ বেটী, একাদশীর দিন তুই আমাকে ছুঁয়ে দিলি ? তবে মর। মর। [এই কথা বলিয়া সরলতাকে পদাঘাত করেন]

আদুরী ॥ হাঁগা মা, মা তুমি যে বল ছোট বউর মত বউনি গাঁয়ে, ছোট বউরে

না খাইয়ে তুমি খাওনে, সেই ছোট বউর উপর তুমি কালা মুখ করছ মা? করনি, মা, করনি।

সাবিত্রী॥ আসিস্ আসিস্। আটকরার দিন আসিস। আমি তোকে জলপানি দেবো ও বাজনা বেজেছে। দুখিনীর ধন আমার দেওয়ালা করেছে। না বাবা, আমি কাঁদছি না, আমি কাঁদছি না। মার কাছে তোমার ভয় কি বাবা, স্বচ্ছন্দে শুয়ে থাক—আমি থুতকুড়ি দিয়ে যাই। বাছারে আমার চোখ ছাড়া করব না—বাছা আমার ঘুমিয়ে একেবারে কাদা হয়ে গেছে।

[এই কথার মাঝে একসময়ে বিন্দু প্রবেশ করে]

বিন্দু॥ মা মা মাগো—

সাবিত্রী॥ তুই কে—কে তুই—

বিন্দু॥ আমি বিন্দু, আমি তোমার বিন্দু মা—

সাবিত্রী॥ না তুই কুঠির লোক, তুই আমার খোকাকে নিয়ে যাবি। না আমি খোকাকে দেবো না। আমি গণ্ডি দিয়ে যাই—আমি গণ্ডি দিয়ে যাই—

সাধু॥ বড়বাবু—বড়বাবু— [ক্রন্দন]

সাবিত্রী॥ তুই আমার খোকা-খোকা-খোকা—

তোরাপ॥ বড়বাবু মোরে এতবার বাঁচালে, মুই বড়বাবুরে একবারও বাঁচাতি পারলাম না।

সাবিত্রী॥ তুই আমার খোক-খোকা-খোকা—

বিন্দু॥ মা—মাগো—

সাবিত্রী॥ খোকা—খোকা।

[সাবিত্রী "খোকা খোকা" এবং বিন্দু—"মা মাগো মাগো"—ডাকিতে ডাকিতে চলিয়া যায়।]

সমাপ্ত

দুঃখীর ইমান

উদ্বোধন রজনী বৃহস্পতিবার, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭

নাটকের চরিত্র	অভিনেতা ও অভিনেত্রী
ধর্ম্মদাস	শ্রীযুক্ত কালীপদ সরকার
রঘুনাথ	„ দুর্গাদাস সান্ন্যাল
বিপুল রায়	„ নীতীশ মুখোপাধ্যায়
মাষ্টার মহাশয়	„ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
জামাল	„ কানু বন্দ্যোপাধ্যায়
বড় দারোগা	„ আদিত্য ঘোষ
ছোট দারোগা	„ নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
রাম অওতার	„ বলাই মুখোপাধ্যায়
ভুঁইয়া	„ গণেশ চন্দ্র শর্ম্মা
প্রসাদ	„ শৈলেন সাহা
শিব ঠাকুর	„ সহদেব গাঙ্গুলী
হারাণ পাইক	„ জ্যোতি বর্ম্মণ
দীনু চোর	„ বিজয় দত্ত
চৈতন্য সা'	„ সহদেব গাঙ্গুলী
সমিতির যুবকগণ — ১ম	„ দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সমিতির যুবকগণ — ২য়	„ নিমাই রায়
সমিতির যুবকগণ — ৩য়	„ সুনীল ঘোষ
বুদ্ধিমান	„ প্রবোধ চন্দ্র দত্ত
বংশীধর	„ নকুলেশ্বর দত্ত
ট্যাপারু	„ সত্যেন গোস্বামী
বসীর উদ্দীন	„ শ্রীমতী কেতকী (ছোট)
পাতিরাম চৌকিদার	„ শ্রীযুক্ত নিমাই রায়

এরফান দফাদার		„	নিমাই ঘোষ
সিভিক্ গার্ড	১ম	„	শ্যামকমল রায়
	২য়	„	দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
রতন		„	বিমল চন্দ্র দে
দালাল		„	গণেশ চন্দ্র শর্ম্মা
প্রৌঢ় ভদ্রলোক		„	ভোলানাথ শীল
চাষী		„	মণীন্দ্র মোহন ভৌমিক
জনৈক যুবক		„	জয়ন্ত গাঙ্গুলী
জনৈক ব্যক্তি		„	রমেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
দুখিয়া		„	সুনীল ঘোষ
মনিরাম		„	হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়
ভৃত্য		„	নলিনী ভট্টাচার্য্য
বিলাতী		„	শ্রীমতী লীলাবতী (করালী)
ন্যানো		„	লাবণ্য
ক্ষীরোদা বৈষ্ণবী		„	প্রভা

॥ প্রথম অঙ্ক ॥

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

১৩৫০ সাল। বাংলার চরম দুঃখের দিন। দুর্ভিক্ষের ছায়া দিকে দিকে ঘনাইয়া আসিল। বিশ্বযুদ্ধের বিরাট ব্যয়ভার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ট্যাক্সের আকারে জনসাধারণের উপর নিদারুণ চাপ দিতে লাগিল, আবার তাহার উপর আসিল লোভী ব্যবসায়ীর দল ও নিরঙ্কুশ ঘুসখোর সরকারী ও আধা-সরকারী কর্ম্মচারী দলের অবাধ শোষণ। যুদ্ধ উপলক্ষে নানা প্রকার উপার্জনের পথ উন্মুক্ত হওয়ায় কতকগুলি লোকের সহজ অর্থাগমের সুবিধা হইলেও সার্ব্বজনীন শোষণ ও নির্দ্দয় শাসনে জনসাধারণ অস্থির হইয়া পড়িল। দেশের শাসন ও সংরক্ষণের ভার যাদের হাতে, তারা চিরাচরিত আনুষ্ঠানিক রীতিতে অভ্যস্ত হওয়ায়, দেশের এই অর্থনৈতিক ও তদানুসঙ্গিক দ্রুত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে অপারক ও অনিচ্ছুক। তাই তাহারা দূরদৃষ্টি অভাবে এক সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া দশটি নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিতে লাগিল। কায়েমী স্বার্থ বিশিষ্ট ব্যবসায়ীগণ, যুদ্ধ প্রচেষ্টার অজুহাতে সরকারের সহায়তায়, অতিরিক্ত মুনাফা ও সুবিধা ব্যহত রাখিতে, কর্ম্মীদিগের জন্য খাদ্য সংস্থানের নামে বহু খাদ্য হাত করিয়া আটক করিয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বঞ্চনা নীতি সফল করিতে সরকার জনসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া গুদামে গুদামে খাদ্য আটকাইয়া নষ্ট করিতে লাগিল। ফলে যারা খাদ্য উৎপাদনের মুখ্য কর্ম্মী তাহারা ধীরে ধীরে দুর্ভিক্ষের কবলে গিয়া পড়িতে লাগিল।

দেশপ্রেমিক কর্ম্মীর দল কারাগারে ও যুব শক্তি সংগঠনের অভাবে বিক্ষিপ্ত—তাহাদের অনেকেই আবার অভাবে পড়িয়া আশু অনটনের যন্ত্রণা

এড়াইতে সরকারের অর্থের নিকট আত্মবিক্রয় করিল, কিছু বা ভ্রান্ত ও বিপথে চালিত হইয়া কল্যাণ করিতে গিয়া অকল্যাণ করিয়া বসিল। আতঙ্কগ্রস্ত দেশের চরম বিপদের দিনে সকলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। মূর্তিমান বিশৃঙ্খলা ও বীভৎসতা মন্বন্তরের পটভূমিকায় সোনার বাংলার বুকে তাণ্ডব সুরু করিল। সৌষ্ঠব শালীনতা সদাচার সহৃদয়তা দিয়ে গড়া বাংলার সৌকুমার্য্যের সাজান আসর চুরমার হইয়া গেল। কত সাজান ঘর ভাঙিল—কত আশার দীপ নিভিল—কত লক্ষ লক্ষ লোক অকালে প্রাণ হারাইল। সহরের পথে পথে মলিন বদন, ছিন্ন বসন অনাহারক্লিষ্ট নরনারী, একমুষ্টি অন্নের জন্য কাতর ক্রন্দনে, হৃদয়হীন ধনবানগণের পাষাণ বুকে করুণা জাগানর ব্যর্থ চেষ্টায় ফিরিতে লাগিল। আসিল মেকী দয়ার ফাঁকি—ক্যান বিলাইয়া নাম কেনা—লঙর-খানার অখাদ্য খাদ্য বিতরণ ও কণ্ট্রোলের ব্যবসা, যাহাতে সাধারণের আত্মসম্মান বোধের শেষ রেশটুকুও মিলাইয়া যায়। বিপ্লবের পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও সেদিন বিপ্লব আসে নাই। তাহারই আগমনের প্রতীক্ষায় অন্তর্জগতে নিপীড়িতের মনে যে পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছে তাহারই আভাস দিবার চেষ্টা এই নাটকে।

—দেশের এমনই দুর্দ্দিনে, সুদূর পল্লীগ্রামের এক জীর্ণ কুটিরে, একদিন রাত্রিশেষে ধর্ম্মদাস বর্ম্মণের পত্নী বিলাতী, উড়ুনগাই অর্থাৎ উদুখলে চিড়া কুটিতে কুটিতে গান গাহিতেছিল। বিলাতী পূর্ণ যুবতী, কায়িক পরিশ্রমে দেহ সুগঠিত। পরিধানে 'ছ্যাওটা' অর্থাৎ ৫।৬ হাত রঙীন কাপড বুকের উপর বাঁধা। ঘরের একপাশে মাচার উপর ধর্ম্মদাস একখানি ছেঁড়া চট্ গায়ে দিয়া শুইয়াছিল। মুষলের উত্থান ও পতনের শব্দের তালে তালে বিলাতী গাহিতেছিল—

সুন্দরী লো মাই
নাইদারী লো মাই
আনিয়া দেমো শাড়ী চুড়ী হাটে যদি পাই।

ছিঁড়িয়া যায় চিকন শাড়ী
(ওরে) ভাঙ্গিয়া যায় কাঁচের চুড়ী
মনের জনের সদায় মনে ঠাঁই
দূরে কি, কাছে কি, মন যদি পাই।

ধর্ম্মদাস॥ (বিরক্ত ভাবে উঠিয়া বসিয়া হাই তুলিয়া বলিল) "হেই! তুই পাগলী হলু নাকিন্? তুই পহর্ রাইতে উঠিয়া পিড্ডিম পিড্ডিম করি চিড়া ভুখাবার ধচ্ছিস?"

বিলাতী॥ (কাজ বন্ধ করিয়া, ঈষৎ হাসিমুখে ঘাড় ঘুরাইয়া বলিল) মুই ভাবিনো—রাইত্ পোহাইল্ বুঝি। তা ফির দ্যাখোঁ এলায়ো না রাইতে আছে!

ধর্ম্ম॥ শুতি থাক বিহান হইলে কাম করিস্। (বলিয়া শুইল)

বিলাতী॥ জোছনাতে ভুল হইয়া গেইছে। ভালয় হইল এগুলা ভুখান হয়া গেইলে বিয়ানে ফির্ আরোগুটিক ধান ধরি আইসমো।

ধর্ম্ম॥ (বিরক্তভাবে) আর সারাদিন তাকে ভুখাবু, না?

বিলাতী॥ (হাসিয়া) চুড়া না ভুখাইলে খাবু কি? তোর তো কাম কইরবারে মোনায় না।

ধর্ম্ম॥ এই গেরামে হামার কাম কইরবারে ইচ্ছা হয় না।

বিলাতী॥ চুপ করি শুতি থাক্ ক্যানে। কাম হামার করায় নাগিবে। রাগ করলু'? এক ঘড়িতে হয়া যাইবে দ্যাখেক ক্যানে।

ধর্ম্ম॥ হুঁঃ! (বলিয়া মুখ ঘুরাইয়া শুইল)

[বিলাতী আবার মুষল তুলিয়া গান ধরিল]

সুন্দরী লো মাই
নাইদারী লো মোই
চোখের পাণি মুছিয়া হাসেক
খানিক দেখি যাই।

বন্ধুরে মোর ধরি বা গলায়
ওরে দিনে রাইতে মইনো সেই জ্বালায়
পাঞ্জর কাটি লুকেয়া থুবার চাই
ভয়োতে ভয়োতে সদায়
হাতাশ খাই ॥

[নেপথ্যে পল্লীরক্ষী সমিতির চীৎকার শুনা গেল। গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা দল বাঁধিয়া পালা করিয়া পাহারা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। বিলাতীর গান থামিল]

ধর্ম্মদাস ॥ (অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পাশ ফিরিয়া বসিল) শালার ঘর ফির্ আইসছে কানের কাছে কাবড়াবার। জ্বালেয়া না খাইলে হামাক।

বিলাতী ॥ আইল তো কি হইল। চুপ করি শুতি থাক্ ক্যানে।

নেপথ্যে বিভিন্ন কণ্ঠে—

“ওরে ধর্ম্ম ঘরে আছিস্ ত'রে”
“ওহে ধর্ম্মদাস বলি একটু সাড়া দাও না হে”
“বেটা বোধ হয় ফাঁক পেয়ে বেরিয়ে পড়েছে”

[বিলাতী ধর্ম্মদাসের কাছে আসিয়া নিম্নস্বরে কহিল]

বিলাতী ॥ এক জল্লা আও করেক্ ক্যানে। উমরা চলি যাইবে।

[ধর্ম্মদাস কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল]

নেপথ্যে—

“কিরে ব্যাটা ঘরে আছিস নাকি ?”
“নিশ্চয় ঘরে নেই—এই ধর্ম্মদাস !! “উত্তর না পেলে থানায় রিপোর্ট কর্ব্বো কিন্তু।”

বিলাতী ॥ (উচ্চকণ্ঠে কহিল) শুতি আছে বাবু।

নেপথ্যে—

“শুতি আছে ত একটু আওয়াজ দিতে কি হয় ?”

"আমি বলছি নিশ্চয় ঘরে নেই ঐ মাগী ফাঁকি দিচ্ছে, মাগী মিছে কথা বলছে।"

[ধর্ম্মদাস লাফাইয়া উঠিল এবং একলম্ফে দরজার নিকট গিয়া দরজার হুড়কা খুলিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল]

ধর্ম্ম ॥ কি মাগী কন্? তোমরা না ভদ্রনোক? মাগী! ফির অমন করি কইলে মজা গ্যাখে দেমো।

[বিলাতী ধর্ম্মদাসের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিল। কয়েকজন যুবক রুখিয়া দরজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল]

১ম যুবক ॥ ব্যাটা দাগী চোর। ঘরে শুয়ে থেকে জবাব দিতে পারো না? আবার চোটপাট?

২য় যুবক ॥ লাগাও ব্যাটাকে ঘা কতক।

ধর্ম্ম ॥ দিয়া গ্যাখেন কেনে। হাত ছাভি দে আমার! (বিলাতীর প্রতি)

৩য় যুবক ॥ মুখের ওপর চোপা! ব্যাটা জবাব দিতে কি হয় তোমার?

ধর্ম্ম ॥ হামরা তোমার চাকর নই হেঁঃ! সারারাত জাগিয়া বসিয়া থাকা নাগিবে, আর তোমরা ডাকালেই রাও করা নাগিবে হেঁঃ!

২য় যুবক ॥ ফের ওরকম বেয়াদবের মত কথা কইলে সায়েস্তা ক'রে দেব!

১ম যুবক ॥ থোঁতা মুখ ভোঁতাকরে দেব।

ধর্ম্ম ॥ খবরদার! (বলিয়া গর্জন করিয়া উঠিল) ঘরে ঢুকিয়া গ্যাখো কেনে।

[বিলাতীর হাত ছাড়াইয়া লইয়া দরজা বন্ধ করার আগড়টা হাতে লইয়া দাঁড়াইল। যুবকগণ লাঠি, বর্শা ইত্যাদি লইয়া পাহারা দিতে বাহির হইয়াছিল, তাহারাও "মার ব্যাটাকে—কাটাও ব্যাটাকে" ইত্যাদি শব্দ করিতে করিতে ঘরে ঢুকিতে লাগিল। বিলাতী বহুকষ্টে ধর্ম্মদাসকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিল। যুবকগণের ভীড় ঠেলিয়া মাষ্টার মহাশয় "কর কি! কর কি!" বলিতে বলিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন।]

১যুবক ॥ ব্যাটার আস্পর্দ্ধা দেখেছেন।

২য় যুবক ॥ লাগাও ঘা কতক।

৩য় যুবক ॥ খোতা মুখ ভোতা করে দিতে হয় জুতিয়ে।

ধর্ম্ম ॥ (শ্লেষভরে বলিল) বাবুদের মুখেই জুতা—হেঃ!

মাষ্টার মহাশয় ॥ আঃ চুপ কর ধর্ম্মদাস। (যুবকদের প্রতি) আচ্ছা রাগত, তোমাদের। ছিঃ ছিঃ।

১ম যুবক ॥ সারারাত জেগে অত মেজাজ ঠিক থাকে না।

ধর্ম্ম ॥ আর হামরা তো মানুষ নই। দুইমাস থাকিয়া ডাকেয়া ডাকেয়া রোজদিনে যে হামাক নিদ্ আইস্পার না ত্যান।

মাষ্টার মহাশয় ॥ চুপ্ চুপ্ ধর্ম্মদাস। যেয়ে ওকে ছেড়ে দাও। যাও একটু তামাক সাজ দেখি। (ধর্ম্মদাসকে বিলাতী ছাড়িয়া দিল)

১ম যুবক ॥ এইরে আবার তামাক! আমরা ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পার্ব্বো না কিন্তু!

মাষ্টার মহাশয় ॥ তা তোমরা বাড়ী যাও না! পূবে ফর্সা হয়ে এসেছে। আমি একটু তামাক খেয়ে বাড়ী যাব। বাড়ীতে না আছে আগুন—না আছে দেশলাই।

২য় যুবক ॥ আমায় বলেন নি কেন মাষ্টার মশাই। আগে থেকেই আমরা দেশলাই জমিয়ে রেখেছি।

মাষ্টার মশাই ॥ তোমরা বড়লোক তোমাদের অভাব কি? আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছ। এখনও ৭ টাকা দরের চালই খাচ্ছ আর ৫ টাকা জোড়ার ধুতিই পরছ। মরণ হ'য়েছে যারা রোজ আনে রোজ খায় তাদের।

২য় যুবক ॥ বাজারের রকম বুঝতে পেরেই আমরা আগে থাকতেই সব কিনে রেখেছিলাম।

মাষ্টার মহাশয় ॥ যথেষ্ট টাকা আছে তাই পেরেছ, দেশের শতকরা ৯৯ জন বুঝতে পেরেও পারেনি। আচ্ছা যাও তোমরা বাড়ী যাও।

ধর্ম্মদাস॥ হয় বাড়ী যায়া চা পানি খায়া নিদ্ আইসেন? আর গরীব মাইনষের রাইতে কি দিনে কি?

[যুবকগণ যাইতে যাইতে শ্লেষ শুনিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল]

মাষ্টার মহাশয়॥ আঃ থাম্। যাওনা আবার দাঁড়ালে ক্যান্?

১ম যুবক॥ ব্যাটার ভাগ্যি নেহাৎ ভাল, তাই আজ আপনি আমাদের batch-এ বেরিয়েছেন। চল হে চল।

[যুবকগণ ক্রুদ্ধভাবে চলিয়া গেল।]

মাষ্টার মহাশয়॥ কিরে তামাক্ টামাক্ আছে ত?

[ধর্ম্মদাস বিলাতীর মুখের দিকে চাহিতেই বিলাতী বলিল।]

বিলাতী॥ টাটিতে গুঁজিয়া রাখাছিনো এক গুল্লা।

[বলিয়া তামাক আনিতে গেল]

মাষ্টার মহাশয়॥ আগুনের ব্যবস্থা আছে ত?

বিলাতী॥ (তামাক লইয়া আসিয়া) হেনো হাইলা কোনায় আগুন; হামরা কি শালাই কিনি? গরীব মানুষ কোটে পইসা পাই? বইস বাবু হামি তামাকু গুল্কাই।

[উদুখল হইতে চিড়াগুলি ঢালিয়া রাখিয়া উহা উলটাইয়া মাষ্টার মহাশয়কে বসিতে দিয়া তামাক সাজিতে গেল]

মাষ্টার মহাশয়॥ (বসিয়া আড়মোড় ভাঙ্গিয়া) আঃ বাঁচলাম। রাত ১২টা থেকে ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে হয়রান।

ধর্ম্মদাস॥ তোমরা কেনে ঘুরি মরেন মাষ্টারবাবু! যার টাকা পাইসা আছে তারায় পাহারা দেউক।

মাষ্টার মহাশয়॥ (হাসিয়া বলিল) ওরা আমাকে টাকা পয়সা ছায় যে কাজেই ওদের দলে থাকতেও হয়—ওদের হ'য়ে পাহারা দিতেও হয়।

ধর্ম্মদাস॥ পাহারা দেউক ক্যানে? কিন্তুক্ হামাক যে রাইতে দিন নিদ যাবার না ছায়। ঘড়িৎ ঘড়িৎ খালি ডাকায়।

মাষ্টার মহাশয় ॥ ওরা তোকে বড ভয় করে। তুই নাকি জেল থেকে কি সব মন্তর শিখে এসেছিস্?

ধর্ম্মদাস ॥ কিসের মন্তর মাষ্টারবাবু?

মাষ্টার মহাশয় ॥ এমন নিদানী মন্তর নাকি জানিস যে সে মন্তর ঝাড়মাত্র গেরস্ত ঘুমিয়ে পড়ে। মন্তর দিয়ে নিজের গা নাকি এমন বাঁধতে পারিস যে, সামনে দিয়ে চলে গেলেও তোকে দেখা যাবে না।

ধর্ম্মদাস ॥ সব মিথ্যাকথা মাষ্টারবাবু। একে হামরা দুঃখী মানুষ, কত দুঃখ করি খাই। তার উপর ফির ওই রকম বদনাম দিয়া এইঠে হামার কাম কাজ করাই বন্ধ করি দিছে। দুঃখী মানুষের দুঃখ কাঁয়ো বুঝে না বাবু—

মাষ্টার মহাশয় ॥ (হাসিয়া) তোরা খুব দুঃখী না রে?

ধর্ম্মদাস ॥ দুঃখী ত! হামার সুখ কোঠে? হামরা—মূর্খ চাষী লোক—কৃষি করি খাই। হামার সব কামেই দুঃখ। রোইদে জলে সারা দিন রাইত খাটিয়া ভাত জোটে না।

মাষ্টার মহাশয় ॥ সুখ কি তা বুঝিস্—কি হ'লে সুখ হয় জানিস?

ধর্ম্মদাস ॥ টাকা পয়সা থাকিলে সুখ হইবে,।

মাষ্টার মহাশয় ॥ তাহ'লে ত যার যত টাকা তার তত সুখ হ'ত। কিন্তু তাই কি হয় সব সময়। এই ত্যাখ্ যাদের টাকা আছে তারা আজ শান্তিতে ঘুমুতে পাচ্ছে না। সারা রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে। সদাই হারাই হারাই ভয়ে অস্থির। সুখের আশায় মানুষ টাকা টাকা করে, অথচ সেই টাকা আনতে দুঃখ, রাখতে দুঃখ, হারাতে দুঃখ, খোয়ালে দুঃখ।

ধর্ম্মদাস ॥ কিন্তু না থাকার দুঃখ সব দুঃখের চায়া বেশী। প্যাটের ভুখের দুঃখের কাছে কি আর কিছু মাষ্টারবাবু—সে দুঃখ তোমরা বুঝবারে পারবার নন।

মাষ্টার মহাশয়॥ আমাদের বুঝি কোন দিন উপবাস কর্ত্তে হয় না—এই তোর ধারণা!

ধর্ম্মদাস॥ সে তো তোমার সখের উপাস। ব্রত নিয়ম করিয়া উপাস করেন।

মাষ্টার মহাশয়॥ আমার মত খেটে খাওয়া অনেক ভদ্রলোক আজ তোদের মত উপবাস কচ্ছে। সারা দেশের খেটে খাওয়া লোক খিদের কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু কেন তা বল্‌তে পারিস?

[বিলাতী তামাক সাজিয়া আনিয়া সম্মুখে ধরিল]

মাষ্টার মহাশয়॥ (কল্কি লইয়া) একটু কলাপাতা দাও না মেয়ে—আচ্ছা থাক্ ধর্ম্মদাসের হুঁকোটা জল বদলে দাও।

ধর্ম্মদাস॥ হামার হুঁকা খাইবেন?

মাষ্টার মহাশয়॥ খাব বই কি! মিথ্যা সংস্কারের জন্য এ আরামটুকু নষ্ট করতে পারি না।

ধর্ম্মদাস॥ জাইত যাবার নয়?

মাষ্টার মহাশয়॥ জাত্ ফাত্ সব ফাঁকি: খেটে খাওয়া সকল লোকেদের দাবিয়ে রাখার জন্য লুটে খাওয়া প্রবলদের অনেক রকম ধাপ্পার মধ্যে জাতও একটা ধাপ্পা। যাও মেয়ে হুঁকোটা নিয়ে এস।…হাঁ কি কথা হচ্ছিল—(বিলাতী চলিয়া গেল) খেটেও লোকে খেতে পাচ্ছে না কেন?

ধর্ম্মদাস॥ (বিস্মিত হইয়া) টাকা পয়সা পায় না বলিয়া—

মাষ্টার মহাশয়॥ টাকা জিনিসটা কি? বিষয়টা কি?

ধর্ম্মদাস॥ রাজার ছাপ দেওয়া সরকারী রূপার চাক্তী।

বিলাতী॥ (হুকায় জল ভরিতে ভরিতে) সরকারী কাগজে নোট।

মাষ্টার মহাশয়॥ মেয়েটার বেশ বুদ্ধি আছে। নোট হোক্ আর রূপার চাকতী হোক্ টাকা হচ্ছে মেহনতের দামের একটা নিদর্শন।

ধর্ম্মদাস॥ মেহনতের দাম কি মাষ্টারবাবু?

মাষ্টার মহাশয় ॥ এই ত বলছিলি যে খেটেও টাকা পয়সা পাস্ না—। এই যে কাজ কর্ম্ম করিস—খাটিস্, তার একটা দাম নেই ?

ধর্ম্মদাস ॥ কোটে দাম ! কৃষাণ খাটিলে খানিক দাম আছে। ঘরে কাম করিলে আবার দাম কি ?

[বিলাতী হুকাকাল্কে লইয়া আসিলে তার দিকে চাহিয়া মাষ্টার মহাশয় কহিল]

মাষ্টার মহাশয় ॥ কি মেয়ে মেহনতের দাম বোঝ ত ? (বলিয়া হুকা লইল)

বিলাতী ॥ (হাসিয়া) বুঝি বাবু। কিন্তু মেহন্নতের দাম ত হামরা পাই না এই যে চিড়া কুটতেছি, খালি বেগার। সাত সেরের বেশী হইবে, তা কমো এলায় যে ছয় স্যের হইছে। একসের চু র করি রাখি দেমো !—তার মানে মাষ্টার মহাশয় চুরী ক'রে মিথ্যা বলে, মেহনতের দাম আদায় করতে হচ্ছে।

বিলাতী ॥ কি করি বাবু। তারা যে মিষ্টি কথা কয়া, ভয় দ্যাখেয়া ফাঁকী দিয়া কাম নেয়, আর দাম দিবার চায় না।

মাষ্টার মহাশয় ॥ এইটেই হচ্ছে এদেশের আসল ব্যাধি। তোরা সরল চাষী মজুর মেহনতের দাম বুঝিস্ না। যারা বোঝে তারা দাম দিতে আর সম্মান দিতে অনিচ্ছুক। তারা নানা কায়দায় ফাঁকী দিতে কাজ করিয়ে নিতে চায়।—

ধর্ম্মদাস ॥ এঃ—হামরাও ফাঁকী দেই। কৃষাণ খাইট্বার গেইলে হামরা দাও উল্টা করি কোপাই।

মাষ্টার মহাশয় ॥ দাও উল্টা করি কোপাস্! বলিস্ কিরে ?

ধর্ম্মদাস ॥ উল্টা করি কোপাই ত'। হামাক দিয়া পুরা কাম কাঁয়ো করাবারে পারবার নন। সামনে বসি থাইকমেন, ত' ধীরে ধীরে কাম হইবে। আর যদি মজা করি শুতি থাইকমেন ত' হামরাও দাও উল্টা করি কোপামো। শব্দ হইবে, কাম হবার নয়।

মাষ্টার মহাশয়॥ (উৎসাহের সঙ্গে) ঠিক বলেছিস্! ওরা দামে যেমন ফাঁকি দেবে তেমনি ফাঁকী পাবে। আমি মাষ্টার, আমার ৪॥৫ ঘণ্টা পড়াবার কথা স্কুলে—ক্লাসে গিয়ে এক দেড় ঘণ্টা ঘুমোই। পৃথিবীর সর্ব্বত্র দাও উল্টা ক'রে কোপান হচ্ছে। মজুর ফাঁকী দিচ্ছে ঠিকাদারকে—ঠিকাদার ফাঁকি দিচ্ছে তার উপরওয়ালাকে,—আসল টাকাওয়ালারা যেমন ফাঁকী দিতে চাইছে, তেমনি ফাঁকি পাচ্ছে।

ধর্ম্মদাস। কিন্তু টাকাওয়ালার সাথে পারবার নন বাবু। যতয় টাকা ততয় ক্ষ্যামতা—সব পাওয়া যায়—সব করা যায়, তাতেই ত সকলে টাকা টাকা করি মরে।

মাষ্টার মহাশয়॥ ভুল করে ধর্ম্মদাস,—সবাই ভুল করে।

ধর্ম্মদাস॥ ভুল হইবে ক্যানে? টাকা হইলে ক্ষমতা হইবে,—আর ক্ষমতা হইলে সুখ হইবে ত?

মাষ্টার মহাশয়॥ কিন্তু ক্ষমতা হ'লেই কি সুখ হয় সব সময়—এই ধর্, তোর হাতে যদি একটা গুলিভরা বন্দুক থাকে—আর আসে পাশে আর কারও না থাকে—তা'হলে তাদের চেয়ে ক্ষমতা তো তোর হ'ল। কিন্তু তাতে সুখ কি? যদি তোর সেই শক্তি ব্যবহার করিয়া তাতে তুইও সুখ পাবি না, যাদের উপর ব্যবহার করবি তারা ত সুখ পাবেই না।

ধর্ম্মদাস॥ হোঃ! তোমার কথা হামরা মানি না বাবু। একটা বন্দুক যদি হামার থাকিল হয় তা হইলে সকলে হামাক্ ভয় কইল্য হয়।

মাষ্টার মহাশয়॥ সকলে তোকে ভয় কল্লেই কি তোর সুখ হবে?

ধর্ম্মদাস॥ হইবে ত! কায়দা করিয়া হামি সুবিধা করি নেম। তা হইলে আমার সুখ হইবে। বড়লোক, রাজা, জমিদার, প্রধান ঐগুলাক হামরা ভয় করি বলিয়ায় ত তারা সুবিধা পায়।

মাষ্টার মহাশয়॥ ক্ষমতা যদি কল্যাণকারী না হয়, তা হ'লে সে সুখের কারণ হতেই পারে না। সে ক্ষমতায় শুধু শত্রু বৃদ্ধি ক'রে অশান্তি আনে।

এই ধর্—তোমার দাদা রঘুনাথ ত' মেলা টাকা করেছে, প্রধান হ'য়েছে। ক্ষমতাও তার খানিকটা হ'য়েছে বৈকি, কিন্তু সুখ তোর হয়েছে কি ?

ধর্ম্মদাস ॥ সে ঠক্! ফাঁকি দিয়ে ধনী হইছে। তার সুখ হইবে কেমন করিয়া!

মাষ্টার মহাশয় ॥ সে যেমন তোকে ফাঁকি দিয়েছে, দশজনকে ফাঁকি দিয়েছে—আজ আর দশজন তাকে তেমনি ফাঁকি দিচ্ছে! উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, কোবরেজ, মজুর, কৃষাণ, আমলা-কর্ম্মচারী আজ তাকে লুটছে। দেহে স্বাস্থ্য নেই, মনে সুখ নেই। টাকা দিয়ে যতই সুখ কিনতে যাচ্ছে—ততই তার দুঃখ বাড়্ছে। [হুঁকায় ভাল করিয়া দম দিয়া ধর্ম্মদাসকে দিয়ে বলিল]

সুখ শান্তি, যা মানুষে চায়, তা যে শুধু টাকায় হয় না এ সত্য ক্রমশঃ প্রকাশ পাচ্ছে রে! কিন্তু টাকার নেশা দুনিয়া শুদ্ধ লোককে এমন পেয়ে বসেছে যে মানুষ কিছুতেই তা কাটিয়ে উঠতে পাচ্ছে না। মানুষ যেমন ফাঁকি দিয়ে টাকা লুটছে টাকাও তাদের তেমনি ফাঁকি দিচ্ছে। কেউ খুশী হ'তে পাচ্ছে না, কেন বল দেখি ধর্ম্মদাস ?

ধর্ম্মদাস ॥ বাপরে! হামরা কমো কেমন করিয়া—[হাসিল]

মাষ্টার মহাশয় ॥ এই বিরাট মনুষ্য সমাজে এক দলকে বঞ্চিত ক'রে আর এক দলের সুখ কিছুতেই হতে পারে না। কিছু বুঝতে পাচ্ছিস না,—না রে ?

ধর্ম্মদাস ॥ ও গুলো বুঝবার পাল্লে ত' হামরাও বড় হইনো হয়।

মাষ্টার মহাশয় ॥ ধান আবাদ করিস তোরা—ধনীর গোলা ভর্ত্তি হয়, আর তোরা উপাস্ করিস্। পাট আবাদ করে তোরা ক্রমে দেউলিয়া হ'য়ে গেলি, আর ব্যবসাদার মাড়োয়ারী আর পাটকলের সাহেবরা লাভের টাকায় ফেঁপে উঠল। তোরা হলি বঞ্চিত আর তাদের হ'ল লাভ। এই রকম বঞ্চনা সারা দুনিয়া ভর চলছে।

ধর্ম্মদাস ॥ তারা ত কাড়িয়ে নেয় নাই, হামরা পাট আবাদ না কইল্যে হইল। হামার হিসাব মত লাভ রাখিয়া বেচাম, আর না হইলে 'বেচাবার নই' কইলেই হইল।

মাষ্টার মহাশয় ॥ তা তোরা কোনদিনই পার্ব্বি না। তবে তোদের বঞ্চিত ক'রে তারাও সুখ পাবে না। তোর কোমর যদি কন্ কন্ করে কিম্বা পা যদি টন টন করে তবে যতই ভাল সাজপোষাক বা যতই ভাল খাবার তোর থাকুক না কেন, সুখ তোর হবে না। মানুষের সমাজদেহের এক অংশ ব্যাধিগ্রস্ত হ'লে আর এক অংশ সুস্থ বোধ কর্ত্তেই পারে না।

ধর্ম্মদাস ॥ অতো ভাল কথা হামরা বুঝবার পারি না। তোমরা কইলে কি হইবে মাষ্টারবাবু, টাকার কত্তর ক্ষমতা। যেঠে ইচ্ছে সেইঠে খাও, যেমন ইচ্ছে তেমন থাক,—সাজ পোষাক, বাড়ীঘর, গাড়ীজুড়ী কত কি হয়।

মাষ্টার মহাশয় ॥ সুখ কি তাতেই হয় রে?

ধর্ম্মদাস ॥ হয় ত? বিলাতীকে একখান্ ভাল কাপড়া কিনি দিলে উয়ারো সুখ হইবে হামারো সুখ হইবে। টাকায় তো হামাক সে সুখ দিবে।

[হাসি মুখে বিলাতীর দিকে চাইল]

মাষ্টার মহাশয় ॥ (হাসিয়া) আচ্ছা তুই যদি বিলাতীকে না চাইতে হাটে থেকে একটা ফুকদানার মালা ওকে এনে দিস তাতে ওর যা সুখ হয় ফয়জাবাদের নবাব তার ৮৬নং বেগমকে "কোহিনুর" মণি দিলেও বেগমের সে সুখ হয় কি?

বিলাতী ॥ কেমন করি সুখ হইবে বাবু। যার অত বেগম তার বেগমের আবার সুখ কি? তা কোহিনুর মণি দিলেই কি আর তামাম দুনিয়া দিলেই বা কি। হামার জাও যে সদায় কান্দিয়া থাকে—সোনার মালা পরিয়ে তার বুকের জ্বালা কি যায়? তার সুখ নাই।

মাষ্টার মহাশয় ॥ কেন?

ধর্ম্মদাস ॥ ক্ষীরদা! ভবানীগঞ্জের জমীদারবাবুর ক্ষীরদা!—সেই রাক্ষসীক্ রঘুনাথ রাইখছে।

মাষ্টার মহাশয় ॥ ঠিক! ঠিক! রঘুনাথ প্রধানের সঙ্গে ক্ষীর বষ্টুমীর ওসব কথা আমি শুনেছি। এই আখ ধর্ম্মদাস, তার টাকা হ'য়েছে, ক্ষমতা হয়েছে—তাই দিয়ে সুখ কিনতে গেছে ত? ফলে, ঘরের সুখও নষ্ট হয়েছে, বাইরের সুখ ত' পায়ই নি। সুখ পয়সায় টাকায় হয় না।

ধর্ম্মদাস ॥ কিন্তুক্ টাকা পয়সা নাই বলিয়া হামি যে একটা ফুকদানায় মালাও বিলাতীকে দিবার পারি না। হামার কি সাধ নাই? মামলায় মোকদ্দমায় জমি জিরাৎ সব নষ্ট হয়া গেল। কিন্তু মনের সাধ ত হামার থাকিলয়। উয়ারে জন্যে আটটা চাঁদীর বোর গড়াবার দিছিনো,—টাকায় পাইনো না আইনবারে পাইস্তো না। রোজ দিন হাটে যাই আর বোরগুলা দেখিয়া যাই। সে দিন বানিয়া বেচাইবে বলিয়া বোরগুলা হাটে নিয়া গেল—বাবু হামার কি যেন মনে হইল—বুদ্ধির ভুলে ঐ বোর চুরি করিয়াই তো চোর হইছি। আর রঘুনাথ নিজের ঘরে নিজে সিঁধ দিয়ে হামার মাও যে গয়নাগুলো রাখিয়া গেইছিল সেইগুলা চুরি কইল্যো। তাতে হামারও ত অর্দ্ধেক ভাগ আছিল? তাকে ত কাঁয়ো চোর কয় না।

মাষ্টার মহাশয় ॥ এমন ধারা? বলিস কি রে? আমি তো শুনিনি?

ধর্ম্মদাস ॥ নিজে যে আঁয় সিধ দিছে তাক্ কি হামি শুন্‌ছিনো? জেলে দীনু চোরের কাছে ঐ কথা শুনিয়া জেল থাকি আসিয়া হামি হামার মাওর গয়নার ভাগ চাইনো। তা হামাক অপমান করিয়া খেদেয়া দিলে। রাগে একদিন রাইতে সিধ কাটিয়া আমি অর্দ্ধেক ভাগ—নিয়া আসিনো বাহির করিয়া। বানিয়াকে দিয়া মিথ্যা সাক্ষী দিল। উয়ার উকীল ভাল; হামার টাকা পয়সা নাই, কাঁয়ো হামার হইয়া সাক্ষী দিলে না। দুই বছর জ্যাল হইল। আইজো না দাগী হয়া আছি।

মাষ্টার মহাশয় ॥ (কাহিনী শুনিয়া বিষন্ন গম্ভীর মুখে আপন মনে) সত্যি

এ যেন কেমন, তোর ন্যায্য অংশ মামলা ক'রে আদায় করাও হয়ত সম্ভব হ'ত না। প্রবলের যেন কোনও অপরাধই নাই। যত অপরাধ দুর্ব্বলের। আজ জগৎ শুদ্ধ সবাই যেন এক অদ্ভুত ব্যাধিতে ভুগছে। যারা বড়, ক্ষমতা যাদের হাতে, তারা ব্যভিচারী, দুর্বার লোভে লালসায় উন্মত্ত। তারা অন্ধ, না আছে অন্তঃকরণ না আছে অন্তর্দৃষ্টি। কিন্তু সুখ তাদের নেই, সুখ তারা পাবেও না। সয়তান তাদের অর্থের প্রলোভনে ভুলিয়েছে—তাদের সর্ব্বনাশের পথে টেনে নিয়ে চলেছে। মোহাচ্ছন্ন মানুষ-জাতি আজ মহোৎসাহে নিজেদের ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে—

[বিলাতী ও ধর্ম্মদাস মাষ্টার মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মাষ্টার মহাশয় হঠাৎ চোখ নামাইয়া তাদের চক্ষুর উপর রাখিয়া গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল]

মানুষ কি তা জানিস্ ?

ধর্ম্মদাস ॥ মানুষ ? ত্মোখো মাষ্টারবাবু কেমন কথা কয়। মানুষ-মানুষ আরও কি ?

মাষ্টার মহাশয় ॥ হাঁ মানুষ—মানুষ। মানুষ—পশু নয়। ভগবানের দান এই জীবনের মর্য্যাদা রাখতে মানুষই জানে, এই সুন্দর বিচিত্র জগৎ আরও সুন্দর করতে, দুঃখ দৈন্য গ্লানি সব দূর করে চির আনন্দময় ক'রে তুলতে—

ধর্ম্মদাস ॥ হামরা কি অত ভাল কথা বুঝবার পারি বাবু

মাষ্টার মহাশয় ॥ পারবি। নিত্য মনে করবি তুই পশু নয় তুই মানুষ—অমৃতের পুত্র !

[ধর্ম্মদাস মাষ্টার মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল]

বিলাতী ॥ মাষ্টারবাবু ভালয় কথা কয় বুঝছিস্। পশুরা কাড়াকাড়ি করি খায়—তুই পশুর মতন পরের জিনিস কাড়িয়া খাইস্ না—আর চুরি করিস্ না বুঝছিস ?

ধর্ম্দাস ॥ বাপরে ! তোরে জন্যে ত আমি চুরি করাইবারও পারি না। যদি ধরা পড়ি, তোক্ ত ফির ছাড়ি থাকা লাগিবে। এঠে তোর চোখে পানি ওঠে হামার চোখে পানি।

মাষ্টার মহাশয় ॥ বেঁচে থাক ধর্মদাস—চোখের জল কারো যেন না পড়ে তোর জন্যে। দুঃখ দূর করবি বৈ দুঃখ কাউকে দিবি না। তবে ত মানুষ হবি। যারা আজ বড় তারা ভোগ বিলাসে প্রাচুর্য্যে অক্ষম হ'য়ে গেছে। ত্যাগ আর দুঃখ সাধনে তোরা এখনও সবল—তোরা এখনও সক্ষম। আজ এই ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ সমাজের মঙ্গল যদি কেউ কর্ত্তে পারে সে তোরা।

ধর্ম্দাস। শুন বিলাতী মাষ্টার বাবুর কথা। হামরা নিজেরায় দুঃখী, কার কি মঙ্গল কইরমো।

মাষ্টার মহাশয় ॥ তোর উঠানের কৃষ্ণচূড়া গাছে আজ ফুল ফুটেছে। কি সুন্দর শোভা। বাতাসে দুলে দুলে নেচে সে যেন সবাইকে মাতিয়ে তুলছে। তুই দেখেছিস্ ধর্ম্ম ?

ধর্ম্দাস ॥ সারাদিন ঐঠে বসে থাকি, দেখি আরো নাই ?

মাষ্টার মহাশয়। কিন্তু ঐ গাছের সমস্ত প্রাণশক্তি—সমস্ত শোভার মূল উৎস তার মূল সে ত দেখিস্নি। সে ত মাটির নীচে লুকিয়ে লুকিয়ে রস সঞ্চার ক'রে বাহিরের সব কিছুকে পুষ্ট কচ্ছে। আজ ওর একটা ডাল ভাঙলে—কি হেমন্তে পাতা ঝরে গেলে আবার সব হবে কিন্তু ওর শিকড় শুকিয়ে গেলে ওর কিছুই থাকবে না। তোরা এই কৃষক, কৃষাণ, মজুররা, এই কৃষ্ণচূড়ার শিকড়ের মত নিজেরা মাটির নীচে থেকে রস সঞ্চয় ক'রে আজ মানুষের সভ্যতার শোভা বাড়াচ্ছিস্, তার সর্বাঙ্গে রস সঞ্চার কচ্ছিস। তোরাই চিরদিন সবাইকে বাঁচিয়ে রেখেছিস্। আজ এই দুর্দ্দিনেও তোরাই বাঁচাতে পারিস্।

[কিছু না বুঝিলেও ধর্ম্মদাস ও বিলাতীর মনে কি একটা আলোড়ন

হইতেছিল। স্থির অপলক দৃষ্টিতে মাষ্টার মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া আবিষ্টের মত ধর্ম্মদাস বলিল]

ধর্ম্মদাস॥ হামরা অন্ধ—হামরা মূর্খ। হামরা ভালমন্দ কিছুই যে বুঝিবার পারি না বাবু!

মাষ্টার মহাশয়॥ মনের ভেতর ঠাকুর আছে ভালমন্দ সেই বলে দেবে। এই বিশ্বাস রাখিস্।

ধর্ম্মদাস॥ দিবে কি বাবু?

মাষ্টার মহাশয়॥ (জানালা দিয়া ভোরের আলো দেখা যাচ্ছিল) দেখছিস্ ফর্সা হচ্ছে। রাতের আঁধার দূর ক'রে ঐ আবার আলো আস্‌ছে। এ ব্যবস্থা কার? ভগবানের। সময় হ'লে সব হবে,—এই বিশ্বাস নিয়ে চির দুঃখীর দল, সবহারার দল পথ চেয়ে আছে। ওরে ভয় নাই, দুঃখের শেষ হবেই হবে। [উত্তেজিত ভাবে হঠাৎ উঠিয়া পড়িল] কি ভাষায় বলে তোদের বোঝাতে পার্ব্বো জানি না, সে ভাষা আজও কেউ পায় নি। আজ ভোরের আলোর মত সত্য তোদের মনে আপনি ফুটে উঠুক,—অজ্ঞান, অন্ধকার, জড়ত্ব, পশুত্ব দূর হ'য়ে যাক্। মানুষ তোদের হতেই হ'বে। [দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল]

বিলাতী॥ (দরজা বন্ধ করিল) বাবুটা অল্প একটুক পাগলা আছে।

ধর্ম্মদাস॥ হামারি মত ঠকিয়া ঠকিয়া জলিয়া গেইছে। শুনি নাকি ইস্কুলে ৪০ টাকা করি লেখে নিয়া ২৫ টাকা করিয়া ছায়। রাগ হইবে ত'। আজ ২৫ টাকা চাউলের মণ না থাকে ক্যানে বউ বেটী, একটা মাইনষের যে চলিবার নয়। [হুঁকা বিলাতীর হাতে দিল]

বিলাতী॥ আর হামার কেমন করি চলে সে কথা ভাবিস্ নি কেনে?

[বলিয়া হুঁকা রাখিতে গেল।]

ধর্ম্মদাস॥ না ভাবি কি পারি বিলাতী। একেত' মানুষগুলার ফুটানি দেখিয়া এইঠে হামার কাম কইরবার মনে মানে না। চাউলের দাম বাড়িয়া

খোরাকী দেওয়া নাগে বলিয়া হাউলি কৃষাণ কাঁয়ো ডাকাবা'রে চায় না। আর চাইলে কি, দিবে ত' তিন আনা পাইসা -আর এক বেলার খোরাক। সারাদিন খাটিয়া দুইবেলা প্যাটের ভাতে জোটাবার পারি না, তোকে খাওয়াম কি? খাটায় বলিয়া গরুটাক্ মহিষটাক্ লোকে খাবার ছায়। হামার ছাশে জানোয়ারের দাম আছে তবু মাইনষের দাম নাই। আজ বাচ্চাকোণা যদি বাঁচি থাকিল হয়, তাকে কি খাওয়ামু হয়?

[মৃত সন্তানের কথা উঠায় বিলাতী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু মুছিয়া হুঁকাটি বেড়াতে ঝুলাইতে ঝুলাইতে কোমলকণ্ঠে কহিল]

বিলাতী॥ ঠাকুর যা করে তা ভালরে জন্ত করে। আজ হামার পচা বাঁচি থাকিলে কত কষ্ট পাইল হয়। নিজের কষ্ট সওয়া যায় কিন্তু ছোটগুলার কষ্ট সহ্য করা যায় না।

[ধর্ম্মদাস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া মাচার উপর গিয়া বসিল, বিলাতীর বিমর্ষ মুখ দেখিয়া বলিল,—]

ধর্ম্মদাস॥ ঠাকুর ঠাকুর করিস্. কিন্তু ঠাকুর ত আমার সউগ নিল। জমি গেল, হাল গেল—ছাওয়াল একনা দিয়া তাকো ফির নিয়া গেল। অসুখে ডাক্তার দেখাবার পারি নাই—দাওয়াই খোয়াবার পারি নাই। হামি কি কুঁড়িয়া আছিনো তুঁই কি কুঁড়িয়া আছিলু? দিনে রাইতে খাটছি, কাউকে কোনদিন ঠকাই নাই—কেনে হামার সব চলি গেল? সবে যদি গেল, তোক রাইখলে ক্যান্? সেই কারণে ত' তোক ছাড়িয়া কোন ঠে যাবার মন না চায় হামার। খালি ভয়োতে থাকি।

বিলাতী॥ (সস্নেহ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাহিয়া কোমলকণ্ঠে কহিল] ওগুলা কথা ভাবার না লাগে। চুপ করি ফির শুতেক ক্যানে?

ধর্ম্মদাস॥ না, শুতিবার মন নাই।

বিলাতী॥ তামাকু খাবু?

ধর্ম্মদাস ॥ না। (বলিয়া গালে হাত দিয়া বসিল।)

বিলাতী ॥ (হাসিয়া) তামাকু খাওয়া গানকোনা শুনেক ক্যানে—

নৌতন ধানের চিড়া দেমো দেমো নৌতন গুড়,
খাওয়া হইলে সাজিয়া দেমো মিঠা তামাকুর।

[বিলাতী যে তার মনের ভার লাঘব করার জন্য গান ধরিয়াছে তা বুঝিতে পারিয়া ধর্ম্মদাস কহিল]

ধর্ম্মদাস ॥ ত্যাখো ফির গান ধরি দিলে। তুই কতয় ভুলাবো বিলাতী। মানুষ যে ভুলিবারে পারে না।

বিলাতী ॥ (উঠিয়া তাহার কাছে আসিয়া বলিল) একনা ভাল কিচ্ছা মনে আইল, শুনবু ?

ধর্ম্মদাস ॥ কিচ্ছা ত' কতয় শুনছি।

বিলাতী ॥ নৌতন কিচ্ছা—এমন কিচ্ছা শুনিস্ নাইও। শুনেক—

[হাসিমুখে বলিতে লাগিল]

ছোট্ট একখানা গাঁও। তাতে না থাকে এক নাইদারী কন্যা।
তুই হুঁ না কইলে হামি কিচ্ছা কবারে নই।

ধর্ম্মদাস ॥ হুঁঃ। থাকে ত কি হইল ?

বিলাতী ॥ সেই না গাঁওতে থাকে, এক সুন্দর করি চ্যাংড়া। খুবে সুন্দর তোর চায়াও সুন্দর।

ধর্ম্মদাস ॥ সুন্দর চ্যাংড়া। কোঠে দেখলু তাকে ?

বিলাতী ॥ কিচ্ছা আবার ত্যাখা নাগে ?

ধর্ম্মদাস ॥ ও কিচ্ছা ? হামি ভাবি তোরে কথা তুই কবার ধচ্ছিস্।

বিলাতী ॥ চ্যাংড়া দোতরা বাজায়—চ্যাংড়ী শুনে। চ্যাংড়ী গান করে চ্যাংড়া শুনে। দিনে দিন চলি যায়। একদিন না হইল কি। চ্যাংড়ীর মাও কইল "সবায় হাটে গেইছে, হামি ধান শুকবার দিছি

তাক তুলিমো। যাত' যাই, মইষটা আছে নদীর পাড়ে তাক্‌ ধরিয়া আইসেক।"

ধর্ম্মদাস॥ (স্মিতমুখে বলিল) তার পাছে হামি কই?

বিলাতী॥ (হাসিয়া) ক' ক্যানে?

ধর্ম্মদাস॥ নদীর পাড় আসিয়া কন্যা গ্যাখে কি যে মইষ গেইছে ওপারে। বাঁশের পুলের ওপর দিয়া পার হয়া মইষ নিয়ে আইস্‌তে জলে নাম্বি দ্যাখে কি যে কাপড়া ভিজিয়া যায়। যতয় উঠায় ততয় জল—

বিলাতী॥ (বাধা দিয়া) হয় যতয় উঠায় ততয় জল। তুই কাপড়া উঠাবার দেখ্‌ছিলু?

ধর্ম্মদাস॥ (হাসিয়া) ফিরি না আসিয়া কন্যা নদীর পাড়ে থাকিয়া মইষের পিঠে উঠি বসিল। মইষ কোনা যাইলো দৌড়। পুলের নীচ দিয়া যাইতে কন্যা ডরোতে পুল ধরি ঝুলিবার লাগিল! নামিবারে না পায়ে—

বিলাতী॥ (লজ্জিত ভাবে) এঃ—মুইতো মজাকরি ঝুলিবার ধছিনো। তোকে না দেখিয়া জলে ঝাপি না পড়িয়া, সরমে ডুব দিনো।

ধর্ম্মদাস॥ মুই ভাবিনো ডুবিলে ক্যান! ঝাঁপেয়া জলে পড়িয়া তোক তুলিনো।

বিলাতী॥ (স্মিতমুখে বক্রদৃষ্টিতে ধর্ম্মদাসের মুখের দিকে চাহিয়া) তুই হামাক্‌ অমন পাঁজাকোলা করি তুলছিলু ক্যানে?

ধর্ম্মদাস॥ আচ্ছা! তুই দুই হাতে হামার গলা জড়েয়া ধছিলু ক্যানে? হামার বুকে মুখ লুকাছিলু ক্যানে?

বিলাতী॥ (অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া রাগের ভান করিয়া কহিল) এঃ তুই মিথ্যা করি কইস্‌। হামি গলা ধরি নাই—

ধর্ম্মদাস॥ (হাসিয়া) এ ঝগড়া আমার কোনদিন মিটপার নয়।

[বিলাতী ঝাঁপাইয়া আড় হইয়া ধর্ম্মদাসের কোলে বসিয়া তাহার বুকে কিল মারিতে মারিতে বলিল।]

বিলাতী। মিটপ্যার নয় ত'! তুই ক্যানে মিথ্যা করি কবু?

ধর্ম্মদাস॥ (হাসিতে হাসিতে) থাম্! থাম্! মারি ক্যালাবু নাকি?

বিলাতী। হামি তোর গলা ধরি নাই, তোর বুকে মুখ রাখি নাই। তুই হামাক্ দেখিয়া পাগ্‌লা হইয়া গেছিলু। ইয়াক উয়াক তাক দিয়া হামার বাওক্ কয়া, দুই কুড়ি টাকা কন্না পণ দিয়া, সাধিয়া হামাক্ বিয়া কচ্ছিলু। কিয় মিছা করি কবু ত' ভালয় হবার নয়।

[বলিয়া কপট ক্রোধে তাহার কোল হইতে নামিল। ধর্ম্মদাস তার হাত ধরিয়া কোমল কণ্ঠে বলিতে লাগিল]

ধর্ম্মদাস। হামি সত্যি তোকে দেখিয়া পাগল হচ্ছিনো। হামার জমীজমা বন্ধক দিয়া বিয়া করিয়া তোকে ঘরে আনছিনো। তোর জন্তে জমীজমা হালগরু সব গেইছে তাতেও হামার সুখ। তোর জন্তে চুরি করিয়া জ্যাল খাট্‌ছি তাতেও হামার সুখ। না থাকে ক্যানে টাকাকড়ি হামার মত কন্না আছে কার।—

[বলিয়া টানিয়া তাহাকে কাছে আনিল। বিলাতী হাসিমুখে তাহার বুকে মাথা রাখিয়া মৃদু গুঞ্জনে বলিতে লাগিল।]

বিলাতী॥ হামার মত মানুষ আছে কারো। তখন ত ছোটায় আছিনো কিন্তুক সেই দিন থাকিয়া ঐ বুকে মাথা রাখিবার সাধ হামার। গোঁসাই হামার মনের কথা শুনছিলো।

ধর্ম্মদাস॥ একেটা হামার দুঃখ। টাকা পয়সা নাইও।

বিলাতী॥ না থাকিল ত কি হইল। মাষ্টার বাবু কইল শুনলু? টাকা পাইসাতে মনে সুখ হয় না।

ধর্ম্মদাস। পাইসা না পাইলে খাওয়ার জুটে না। ভগবান যদি মানুষগুলাক প্যাট না দিল হয়!

বিলাতী॥ মানুষ কাম করিল না হয়। খালি শুতি থাকিল হায়। প্যাট থাকিয়াও তুই কাম করিস না। না থাকিলে ঘণ্টা কাম কল্লু হয়।

ধর্ম্মদাস ॥ এই গাঁয়ের মানুষগুলা হামাক্ দেইখবার পারে না। হামিও তাক দেইখবার পারি না। চল ক্যানে গাঁও ছাড়ি কাম করি কি না করি দেখিস্।

বিলাতী ॥ বাপ্ রে! এই গাঁও তুই ছাড়ি যাইবার চাইস্! চাইরো পাকে তাকাইলে থাকি থাকি কতয় কথা মনে হয়। দিকে দিকে হামার সুখ মাখা আছে। ঐ নদীর পাড়ে, ঐ বাঁশের ঝাড়ে, ঐ ছাতিম তলায়, ঐ ধানের, গাদায়—এই গাঁও কি হামি ছাড়ি যাবার পারি?

ধর্ম্মদাস ॥ দোনো জনে চল, দূরে কোনো ঠাশে যায়া একবার কোমর বাঁধি দেখিনো হয়।

বিলাতী ॥ না না ও কথা কইস্ না। বিশ্বাস যায়া হামার দিদি হারেয়া গেল। গঙ্গাস্নানে যায়া আর ফিরি আইল না! যদি হারেয়া যাই, তোক দেইখপ্যার না পাই—বাপ্ রে! হামি বাঁইচপারে নই, মরি যামো।

[বলিয়া প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।]

ধর্ম্মদাস ॥ বোকা কোণ্টেকার। কাঁদিস ক্যানে? চুপ—করি থাক।

বিলাতী ॥ হামার মাথাৎ হাত দিয়া তুই কিরা কর যে হামাক ছাড়ি যাবার নইস্।

ধর্ম্মদাস ॥ তুই পাগলি হলু নাকি? না-না, তোক্ ছাড়িবার নই—তোক্ ছাড়িবার নই।

বিলাতী ॥ তুই যখন জ্যালে আছিলু হামি কি দুঃখে আছিনো তুই বুইঝবারে পাইরবার নইস্।

ধর্ম্মদাস ॥ হামিও বড়য় দুঃখ পাছি বিলাতী। আর তোক ছাড়ি যাবার নই।

[ধর্ম্মুর কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল; বিলাতী তার কোলে মুখ লুকাইয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।]

(নেপথ্যে) বংশী ॥ ধর্ম্মদাস আছেন নাকিন?

ধর্ম্মদাস ॥ [নিম্নস্বরে বলিল] খ্যাখ ত' বিলাতী কাঁয় ?

[বিলাতী বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিয়া আসিয়া বলিল]

বিলাতী ॥ টাঁরীর মানুষগুলা খুলাৎ আইস্‌ছে।

[দরজা খুলিয়া ধর্ম্মদাস মুখ বাড়াইয়া বলিল]

ধর্ম্মদাস ॥ বাপ্‌রে! এত বিয়ানে সকলে মিলি আইস্‌ছেন। মাছ ধরিবার যাইবেন নাকি ?

[বংশীধর, ট্যাপাক, বুদ্ধিমান, হরেরাম প্রভৃতি প্রবেশ করিল—সকলেরই ছিন্নবসন—মলিনবদন]

বুদ্ধিমান ॥ নোয়ায় মাছধরা নোয়ায়। এক জন্না পরামাইস্ করিবার নাগে। চল ক্যানে হামার বাড়ী—

বিলাতী ॥ তোমরা এইঠে বইস ক্যানে। হামি ত' থাকিবার নই—চিড়াগুলা প্রধান বাড়ী দিয়া আসি।

[চিড়াগুলি গুছাইয়া গামছায় বাঁধিতে লাগিল]

ধর্ম্মদাস ॥ তায় ভাল হইবে বইস।

বংশী ॥ ক্যানে উঁয়ায় তোক্ কোনওঠে যাবার দিবার চায় না নাকিন্ ?

[ধর্ম্ম ও বিলাতী হাসিমুখে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিল,—বিলাতী চিড়া লইয়া চলিয়া গেল]

কন্তা কোনা ভালয় পাছিলেন। কিন্তুক—

বুদ্ধিমান ॥ ঐ কিন্তুকে হামাক্ খাইলে। সব কামের মধ্যে হামার কিন্তুক নাগিয়া আছে। হাম্‌রা ভাবি এক কিন্তুক হয় আর এক।

হরেরাম ॥ সোজা করিয়া কও ক্যানে ?

বুদ্ধিমান ॥ তুই ক' ক্যানে ?

হরেরাম ॥ তুই হলু হামার গেরামের মহান্, তুই থাকিতে হামারা কি কবার পারি ? কয়া ফেলাও।

বুদ্ধিমান ॥ হামরা যে ছাওয়া-ছোট নিয়া না খাইয়া মইনো, ধর্ম্মদাস।

টেপারু ॥ (উত্তেজিতভাবে) মইনো তো ! শাক আলু আর শাকপাতা খায়া আছি । ৪ ৫ দিনে একবেলা ভাত খাওয়া জোটাবার পারি না ।

বংশী ॥ একটা বুড়া লাউ বিজ কইরমো আর বশ্ বানামো বলিয়া রাখছিনো । প্যাটের ভুখে তাও খায়া ফেলাইছে না ।

বুদ্ধিমান ॥ কি করা যায় ধর্মদাস ? হাত পাও থাকিতেই এমন করি মরা যায় না । একটা বুদ্ধি করা নাগে ।

ধর্মদাস ॥ হামার বুদ্ধি কি তোমার চায়া আরও বেশী ।

হরেরাম ॥ একটা পরামাইস্ করা নাগে । তুমি কি কইস্ ?

ধর্মদাস ॥ হামরা কি কমো । হামারো যে তোমারে দশা হইছে । তোমার ত হাল গরু আছে । আধি করেন । হামার ত' তাও নাই ।

বুদ্ধিমান ॥ গরু বেচেয়া না খাইছি । বিশ চাইরেক ধান পাছিনো । আবাদ ত' ভালয় হয় নাই । করজ শোধ দিতে সোদর হাউলিয়া খাওয়াইতে ফুরাইছে ।

হরেরাম ॥ তোমাক ত' আর কওয়া নাগিবার নয় । ধান হইল ত' সব চাইরবেলা করিয়া খাওয়া নাগে দিলে । আইল কুটুম, আইল সোদর, আইল ফকির, আইল সাধু—চাষার হাতে ধান থাকে না ।

বংশী ॥ লক্ষীক্ বাঁধি না রাখিলে কি তায় থাকে ? দেখ যায়া ধনীর বাড়ী গোলাৎ বাঁধি রাইখ্ছে ।

বুদ্ধিমান ॥ চাষী নোক । হিসাব বুঝে না । বুঝিবারে পারি নাই ভাই । ধান দেখি ভাবিনো খামো ছয় সাত মাস । হেঃ এ । চাইর মাসেতে না ওড়েয়া গেল ।

টেপারু ॥ যখন ধান করজ নিছি—সুদ্ দিয়া ফিরিয়া দিছি । তবু ক্যানে ধনীর ঘর ধান করজ দিবার চায়না এ সাল ।

বুদ্ধিমান ॥ ধানের দাম দেখ্ছিস ? সব বসি আছে আরও বাড়িবে বলিয়া ।

হরেরাম ॥ কোঠে ধনীর ঘরে ধান ? হামার সিমগাড়ী, পামলী, চেলামারী

এই তিন চার গ্রামে কম হইবে ত' চাইর পাঁচ হাজার লোক। ধনী ত' ঐ বিসারু আর হামার রঘুনাথ, আর বানিয়ার ঘর। তারা দিলে কি সকলকে খাওয়াবার পারিবে ?

টেপারু ॥ সকলের কথা ছাড়িয়া আগে নিজে বাঁচার বুদ্ধি করেন।

বংশী ॥ ধনীর ত কইছে ধান করজ দিবার নয়। হাটে ত ১৫ টাকা দাম গেইছে! পাইসা কোটে পাই। খোরাকী দেওয়া নাগে বলিয়া কাঁয়ো কৃষাণ ডাকাবার চায় না। বাড়ীতে বেটী ছাওয়া আর ছেটগুলা না খায়া খায়া খালি সুট্‌কী নাগি গেইছে।

ধর্ম্মদাস ॥ এই যুদ্ধে হামাক খাইবে।

বুদ্ধিমান ॥ খাইবে ত'। যারা বড় তারা খালি যুদ্ধের কথায় কয়, হামার কথা কায়ো কবারে যোনায় না।

ধর্ম্মদাস ॥ মাষ্টারবাবু ঠিক কয়া গেল। যার ধন আছে, তার মন নাই। হামার দুঃখ তারা বুঝিবারে পারে না।

টেপারু ॥ তাক বুঝি খাওয়া নাগিবে (গর্জন করিয়া উঠিল)।

বুদ্ধিমান ॥ এই চুপ্ চুপ্—আস্তে কথা কন্' কাঁয়ো শুনিলে পঞ্চায়েতের কানে যাইবে। তাঁয় আবার থানায় রিপোর্ট করি দিবে।

টেপারু ॥ (উত্তেজিত ভাবে) করুক রিপোর্ট ; কি হইবে ? পুলিশে ধরি নিয়ে যাইবে ? ক্যায় নিবে, খাবার ত' দিবে।

হরেরাম ॥ খালি তুই খাইলে হইল নাকি ? তোর বৌ বেটি ছাওয়া-ছোট তাক্ কাঁয় খোয়াইবে ?

টেপারু ॥ (প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল) থাকিয়া খোয়াবার পারি না। ঘরে যাইতে ছাওয়াগুলা চাইরো পাকে আসি খাড়া হয়। ছোটগুলা পুছে কি আইনছেন, আর বড়গুলা খালি মুখির ভিতে চায়া থাকে—বুক ফাটি যায়, বংশী বুক ফাটি যায়। (বলিয়া বক্ষে করাঘাত করিল)

সকলে ॥ চুপ! চুপ! জোরে আও করিস্ না।

বংশী ॥ নিজের কষ্ট সওয়া যায়— কিন্তুক— চক্ষু মছিল)

বুদ্ধিমান ॥ ঐ কিন্তুকে হামাক্ খাইলে।

ধর্ম্মদাস ॥ হামার কাছে ক্যানে আইস্‌ছেন ?

হরেরাম ॥ কয়া ফেলাও—

বংশী ॥ কইলে কি হইবে কও—

বুদ্ধিমান ॥ তুই নিদানী মন্তর আর গাও বাঁধার মন্তরটা হামাক কায় দে—

ধর্ম্মদাস ॥ ক্যানে ? চুরি করবু ?

বংশী ॥ কইরমর ত' ! না খায়া থাকিমো না কি ?

বুদ্ধিমান ॥ কার বাড়ী চুরি করলু, কারো কি কিছু আছে ? মাষ্টারবাবু পড়া লিখা শিক্ষা করা মানষি। তাঁয় কয়া গেল সারা দুনিয়ায় নাকি এই ভান আকাল।

টেপারু ॥ হেই ! ধনীর ঘরে আকাল কোটে ! রঘুনাথ প্রধান কাইল হাটে •টাকা দিয়া বড় বড় পানি মাছ কিনি নিয়া গেল। হাউলী কৃষাণ খোয়াইবে যে !

বুদ্ধিমান ॥ ঐ পানিমাছ আর ভাত ইয়ারে লোভে আজ ৪০।৫০ জন কৃষাণ তার পাট নিরাবার ধইচ্ছে। আর কৃষাণগুলার বাড়ীতে বৌ বেটী ছাওয়া ছোট কচু আর শাক সিদ্ধ করি খাইতেছে। কৃষাণগুলার গলায় ভাত নামিবে কি ?

বংশী ॥ হামাক গাও বাঁধাটা শিখেয়া দাও ভাই। ধনীর ঘরের ভালটীয়ার সব ঘুরি বেড়ায়, তারে ডারোং মাইনো। ঘর থাকি বাইর হবারে পারি না।

ধর্ম্মদাস ॥ গাও বাঁধিলে হবার নয় ভাই ; দল বাঁধিবার পারবু ?

বুদ্ধিমান ॥ দল হয়া আছে। না খায়া সব দল হয়া আছে। খালি হুকুম দেওয়ার লোকে নাই।

হরেরাম ॥ হুকুম দিলে কি হইবে ? ধনীগুলা যে বন্দুক কইচ্ছে।

বংশী ॥ ধর্ম্মদাস? তুই থাকিলে হামার ভয় নাই। তুই গাও না বাঁধিয়া যারা বন্দুক কাড়ি নিবু। হামরা সকলে ঝাপেয়া পড়িমো।

ধর্ম্মদাস ॥ তারপর যখন পুলিশ আসিবে, ধরি নিয়া জ্যালে রাখি দিবে, তখন?

সকলে ॥ ধরে ধইরবে। আইজ ত' খায়া বাঁচি?

ধর্ম্মদাস ॥ জ্যাল হইলে ২।৩ বছর করি হইবে। ডাকাত কইল্যে তাই হয়।

সকলে ॥ হউক না ক্যানে? তুই খালি হামাক হুকুম দিবু। শালা ধনীর ঘর জ্বালায়া হামাক স্থাখে স্থাখে খায় আর হামরা—

ধর্ম্মদাস ॥ চুপ—চুপ—

টেপারু ॥ কতয় চুপি করি থাকা যায়? আইজে যে মরি? কাইল কি হইবে সে ভাবনা ছাড়ি দিছি ভাই। আইজ বাঁচাও—

[নেপথ্যে রঘুনাথ "ধর্ম্মদাস আইজ হাউলিয়া দিবু" বলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। উপস্থিত সকলে উত্তেজনার ভাব গোপন করার চেষ্টা সত্ত্বেও রঘুনাথ সব বুঝিয়া ফেলিল। সে অন্তরাল হইতে শুনিয়া খানিকটা ধারণা করিয়া লইয়াছিল।]

রঘুনাথ ॥ কি? রাইতে ভলাণ্টিয়ার পাহারা স্থায় অন্য সব একঠে মিলিয়া যুক্তি করিবার সুবিধা হয় না বুঝি?

বুদ্ধিমান ॥ হামরা আবার কি যুক্তি কইরমো!

রঘুনাথ ॥ চুরির!

হরেরাম ॥ স্থাখো ধর্ম্মদাস! ধনী হইছে, প্রধান হইছে কিনা, ভাল মানুষ-গুলার অপমান কইরে হইল।

ধর্ম্মদাস ॥ হামার বাড়ীতে আসিয়া কাওক্ কিছু কওয়া হবার নয়।

রঘুনাথ ॥ না, আমি ত কিছু কবার চাই না। তোমাকে দেওয়ানী যাইনছে বুঝি?

ধর্ম্মদাস ॥ হামার কি দেওয়ানী হওয়ার বিত্তাবুদ্ধি আছে?

টেপারু ॥ দেওয়ানী সেন্ তোমরা। কার সঙ্গে কার লাগে দিবেন সদায় সেই চেষ্টাতে থাকেন আর টাকা খান্।

রঘুনাথ ॥ কি?

বংশী ॥ হামরা না জানি কি? ধনী হইছে কিনা! ফট্ করি কয়া দিলে হামরা চুরির পরামইশ করিবার আসছি—

রঘুনাথ ॥ আস্‌ছিসে ত?

হরেরাম ॥ চুরির পরামইশ নিবার হইলে তোমারে কাছে যামো। ধর্ম্ম ত' বোকা। উঁয়ায় চুরি করি ফির ধরা পড়ে। তোমরা সেন্ হইলেন চাল্লাক। কোটে থাকি টাকা আইসে কাঁয়ো জানিবারে পারে না।

রঘুনাথ ॥ (গর্জ্জন করিয়া) কি হামি চোর?

বুদ্ধিমান ॥ না চোর ত কয় নাই। চাল্লাক কইছে।

টেপারু ॥ সব বন্দরিয়া চাল্লাকী আমদানি কইছে। সোত্তে সোত্তে চুষি খাইল।

রঘুনাথ ॥ হামরা ধান করজ দিয়া তোকে বাঁচেয়া রাখি আর তুই কলু হামি চুষি খাই।

টেপারু ॥ খাইসে ত'। আর সাল ডুইমন ধান করজ নিছিনো। আড়াই টাকা করি বাজার তখন, আরও বাড়িবে বলি তিন টাকা করি দাম ধরি ছয় টাকা আর সুদ তিন টাকা, নয় টাকা দিবার কথা আছিল। এ সাল ৩॥০ নীচে দাম নামিল না দেখিয়া, টাকা না নিয়া অমনি ধান তিন মণ আদায় করি নিলেন। সেই তিন মণে তিরিশ টাকা পাইছেন না?

রঘুনাথ ॥ পায়া থাকি ত' হামি বুদ্ধির জোরে পাছি।

বুদ্ধিমান ॥ প্রধান বুদ্ধির জোরে যাক মারি মারি খাব করিলেন—তারাও একদিন মারিবার চাইবে।

রঘুনাথ ॥ চায়া জাখে যেন্। বন্দুক কিনি রাখছি।

টেপার ॥ আইজ ত' বন্দুক সাথে নাই। আইজ যদি মারিবার চায় কোন্ বন্দুক বাঁচাইবে আজ।

[রঘুনাথ ভীত হইয়া দুই পা সরিয়া গিয়া ধর্ম্মদাসের মুখের দিকে চাহিল ।]

ধর্ম্মদাস ॥ হামার বাড়ীতে ঝগড়া করা হবার নয়, ভাই। তোমরা বাড়ী চলি যাও, বিলাতী আইলে, এক ঘরি বাদ, হামি যাবো এলায়।

বুদ্ধিমান ॥ ভালয় কথা কইলেন। চলহে হামরা বাড়ী যাই। (রঘুনাথের দিকে চাহিয়া) প্রধান ত' হইছেন, খালি ধনে মানুষ বড় হয় না, মনও থাকা চাই।

বংশী ॥ চল্—চল্। মন ট্যাকে বন্ধ করি না রাখিলে আবার ধন হবার নয়। চলহে—

টেপার ॥ প্রধানের মন নাই ত' কি হইল বন্দুক ত' আছে। তার জোরে তাও করি বেড়ায়।

হরেরাম ॥ ফির কথা কবার ধইল্লেন, চলহে—চল—

[সকলে হিংস্র দৃষ্টিতে রঘুনাথের দিকে চাহিল—চলিয়া গেল।]

রঘুনাথ ॥ (রাগতভাবে) এই মানুষগুলার কোন মুরাদ নাই—বুদ্ধি নাই। আছে খালি হিংসা। হিংসার মজা ট্যার পাইবে। এ সাল না খায়া মরা লাগিবে। হিংসা করি বিয়ান হইতে ছাওয়াগুলাক কচুর পাতা হাতে দিয়া হামার বাড়ীতে পাঠেয়া ভায়।

ধর্ম্মদাস ॥ ক্যানে ?

রঘুনাথ ॥ কৃষাণ মজুরগুলার বিয়ানের ভাত হইলে কয় ভাতের ফ্যানগুলা হামাক দ্যাও। এমন শিক্ষা দিছে যে ফ্যান চায় আর কাঁদন নাগে ভায়। আরে হামি যে শও টাকা দিয়া পশ্চিমা গাই কিনছি তাক্ ফ্যান খোয়াবার নই। কিছুয় বুঝে না, খালি হিংসা।

ধর্ম্মদাস ॥ আকাল হইছে। খাওয়া জুটে না। ছাওয়া ছোট, বৌ, বেটী

নিয়ে সব উপাস্ করিবার ধইছে। তোমার খাওয়া দেখিয়া তোমার গোলা ভরা ধান দেখিয়া হিংসা হইবে ত।

রঘুনাথ ॥ না ক'রে ক্যান্ হিংসা আমার কোন ভয় নাই। বাড়ীতে বন্দুক আছে হামার। ওগুলা কথা থাকুক। আজ হাউলী দিবু নাকি? কাল হাট থাকি পাণি মাছ আনা হইছে, দৈ আনা হইছে। তুই ্সেন্ গোসা করি হামার কাছে যাইস্ না। হামি কি না আসি পারি—মায়ের প্যাটের ভাই তুই।

ধর্ম্মদাস ॥ চুরি মামলা করার সময় হামি ভাই আছিনো না বুঝি?

রঘুনাথ ॥ তুই হামাক কইস্ ক্যান? পুলিশ চালানী মামলা—হামি সাক্ষী না দিয়া পারি?

ধর্ম্মদাস ॥ মিথ্যা সাক্ষী ত পুলিশে দেওয়াইছে। যাও যাও আর মিথ্যা কথা কওয়া নাগিবার নয়।

রঘুনাথ ॥ তুই ভুল বুঝি রাগ কইবার ধচ্ছিস। হামি তো সাক্ষী দিবারে নাই কচ্ছিনো। তা চালানী মামলা প্রমাণ না হইলে দারোগা বাবুর চাকরীত দাগ পড়ে কিনা,—তাঁর আসি ধরি পড়িল।

ধর্ম্মদাস ॥ আর ভাইয়ের যে জ্যাল হইল তা কিছু নয়?

রঘুনাথ ॥ তুই মিছায় হামাক দোষ দিস্। হামার মনটায় যে কি কচ্ছিল, তা হামি জানি আর কাঁয়ো জানিবার নয়। দুই বছর হামি বিলাতীক ধান করজ দিয়া খাওয়াই নাই!

ধর্ম্মদাস ॥ সেই বিশ মণ ধানের অন্তে হামি আইজতক্ দুই কুড়ি মণ ধানের থাকি বেশী ধান দিছি। তবু নাকি শোধে হয় না।

রঘুনাথ ॥ তুই হিসাবটা ঠিক করি ফ্যালেক ক্যানে।

ধর্ম্মদাস ॥ হামি হিসাব বুঝি না। বিলাতী ভুটু প্রধানের বাড়ী চিড়া নিয়া গেইছে, আসুক। তাঁয় ধান নিছে তাঁয় হিসাব বুঝিবে।

রঘুনাথ ॥ তুই হিসাবটা শুনি রাখ। পয়লা সাল দশ মণের সুদ পাঁচ মণ—

ধর্ম্মদাস। ও হিসাব হামার শুনিবারে মোনায় না।

রঘুনাথ। আচ্ছা থাউক্। হামি দেখি আসচি আর এগার মণ কয় ধাড়া বাকী আছে, না থাকে ক্যানে বাকী হামি জানি তুই দিবারো পারিবার নইস্। তুই যদি এক কাম করিবার পারিস্ ত হামি সব শোধ করি দেই।

ধর্ম্মদাস। কি কাম!

রঘুনাথ। হামার টারীর গুণ্ডালোক্গুলাক ১১০ ধারাত বাঁধি দিবার পাইলে হইল হয়।

ধর্ম্মদাস। ক্যামন করি বাঁধিমেন?

রঘুনাথ। সে সব বুদ্ধি হামার আছে। দারোগার আগে তুই খালি কবু যে উয়ারা চুরি ডাকাতির দল করার জন্যে তোর কাছে আস্ছিল।

ধর্ম্মদাস। হামি কইলে হইবে?

রঘুনাথ। হামি নিজেও কম'। আরও সব সাক্ষী দেম। ধান করজ দিবার চাই নাই জন্য উয়ারা হামার গোলা লুটিবার চায়—আগুন লাগে দিবার চায়।

ধর্ম্মদাস। না না, হামি ওসব কথা কবার পারিবার নাই।

রঘুনাথ। ধর্ম্ম হামি তোর ভাই। হামার ঘরে ভাত থাকিলে তোরও চলি যাইবে। কিন্তু উয়ারা যদি লুটি খায়—

ধর্ম্মদাস। উয়ারা কি করিবে হামি জানি না—তোমরা বাড়ী চলি যাও। বিলাতী আইলে হামি হিসাবের কথা কমো এলায়,—হামি সাক্ষী দিবার পারিবার নই।

রঘুনাথ। (গম্ভীর হইয়া) সাক্ষী দিলে তুই বাঁচি গেলু হয়। ১১০ ধারার মামলা আইজে হউক কাইলে হউক হইবে। তখন ঐ মানুষগুলার সাথে সাথে ফির তুইও পড়ি যাবু এই হামার ভয়।

ধর্ম্মদাস। হামার যা হয় হইবে। তুমি ক্যান ভাবিত্ হন্?

রঘুনাথ। আচ্ছা হাউলি দিব আইস।

ধর্মদাস॥ হামি মাছ মারিবার যামো ঐ মানুষগুলার সাথে—

[নেপথ্যে গরুর গাড়ী থামিবার শব্দ ; "এই বাড়া হয়। ধর্মদাস আছেন হে"]

রঘুনাথ॥ গরুর গাড়ীতে কে আইল রে ?

[ধর্মদাস দ্বার প্রান্ত হইতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে পশ্চাতে সরিয়া আসিয়া বিস্মিত ভাবে রঘুর মুখের দিকে চাহিল। একটি সুবেশা ভদ্রমহিলা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল]

স্ত্রীলোক॥ এইটাই কি ধর্মদাস বর্মণের বাড়ী ?

রঘুনাথ॥ হাঁ, এই বাড়ী হয়। আপনার কোথা হইতে আইসা হইল ?

স্ত্রীলোক॥ কল্‌কাতা। তুমিই ধর্ম্ম না ? (ধর্ম্মর দিকে চাহিল)

[ধর্ম্ম মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, কথা কহিল না]

স্ত্রীলোক॥ আমায় চিন্তে পাচ্ছ না ? বিলাতী কোথায় ?

ধর্ম্মদাস॥ (আড়ষ্ঠ ভাবে) প্রধান বাড়ী গেইছে।

স্ত্রীলোক॥ আমি বিলাতীর দিদি।

রঘুনাথ॥ (সবিস্ময়ে) য়্যাঁ—ম্যানো! হাম্‌রা জানি যে—

স্ত্রীলোক॥ (হাসিয়া) আমি মরে গেছি না! এখন দেখ্‌ছ ত আমি মরিনি, বেঁচেই আছি। তুমি রঘুনাথ না ?

[রঘুনাথ ইতিমধ্যে তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া তাহার আর্থিক অবস্থার একটা অনুমান করিয়া লইয়াছিল। এখন তাহাকে আপ্যায়িত করিবার জন্য কহিল—]

রঘুনাথ॥ হয়! তা এঠে কেনে ? হামার বাড়ী চল। কলিকাতায় থাকা হয়—এই সব ভাঙ্গা ঘরে কি থাকা যাইবে ? কতয় কষ্ট হইবে।

স্ত্রীলোক॥ তোমার বাড়ী! ও, তাহ'লে তোমরা পৃথক হ'য়েছ ?

রঘুনাথ॥ না হয়া কি করি! উয়ার বুদ্ধিশুদ্ধি ভাল নয়।

স্থানো॥ তা সে যাই হোক! আমি বিলাতীর বাড়ীতেই থাক্‌বো। ধর্ম্মু গাড়ী থেকে আমার সুট্‌কেসটা নিয়ে এস ত'?

রঘুনাথ॥ চামড়ার বাক্‌সটা ধরি আয়—[ধর্ম্ম চলিয়া গেল] ধর্ম্মু কিন্তু দাগী চোর, উয়ার জ্যাল হছিল।

স্থানো॥ সত্যি! তা হোক। যখন জানা গেল তখন আর চিন্তা কি। চোর অথচ দাগ নেই এমন কত লোকের সঙ্গে কতদিন বাস করে এলাম। তোমার ত দেখ্‌ছি বেশ জামা গায়ে জুতা পায়ে! অবস্থা বোধ হয় বেশ ভালই করেছ?

রঘুনাথ॥ (আড়ম্বর সহকারে) হাঁ—লোকে আজকাল হামাক ধনী কয়, প্রধান কয়।

স্থানো॥ এই গ্রামে থেকে যখন ১৫।১৬ বছরে ধনী হ'য়েছ তখন ব্যাপার কতকটা বোঝা গেল।

রঘুনাথ॥ কি বুঝিলেন?

স্থানো॥ টাকা কি পথে আনাগোনা করে? আমি কতকটা জানি কিনা! আচ্ছা এখন বাড়ী যাও। তুমি ত ধর্ম্মর কথা বল্লে, তার মুখে আবার তোমার কথাটা শুনি।

[ধর্ম্মদাস সুটকেশ লইয়া প্রবেশ করিল]

স্থানো॥ হাঁ বিয়াই সরে পড় ত'!—এখন যাও।

রঘুনাথ॥ হয়। একটু বিশ্রাম ত' তোমার করায় লাগে। কত দূরান্তরের পথ।—রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী গরুরগাড়ী। ধর্ম্মু, বিলাতী আইলে তাক পুছিয়া একবার যাইস্ হিসাবটা ঠিক করা নাগে—

স্থানো॥ ও বিয়াই! রাত ভোর হ'তে না হ'তে হিসাব কর্ত্তে এসেছে?

রঘুনাথ॥ কি করি! স্থানো হামার বেশী মেয়া হয়া হামার বেশী কথা ছাড়ি ক্যামন কথা কয়!

স্থানো॥ এই বিড়াল বনে গেলে বন বিড়াল হয়।

রঘুনাথ ॥ হয়—হয়— [বলিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।]

[বিস্মিত ও আড়ষ্ট ধর্ম্মদাসের দিকে চাহিয়া জ্ঞানো বলিল]

জ্ঞানো ॥ অমন ক'রে মুখের দিকে চেয়ে কি দেখছিস্ ধর্ম্মু ?

ধর্ম্মদাস ॥ তোমরা ক্যামন করি জ্ঞানো হইলেন ?

জ্ঞানো ॥ (হাসিয়া) হবো কেন ? আমিই যে জ্ঞানো। তোর সন্দেহ হচ্ছে ?

ধর্ম্মদাস ॥ তোমরা না গঙ্গাস্নান কইরবার যায়া হারেয়া গেইছিলেন ?

জ্ঞানো ॥ হারিয়েছিলাম। মরি ত' নাই।

ধর্ম্মদাস ॥ দ্যাশে ফিরি আইলেন না ক্যেনে ?

জ্ঞানো ॥ কিজন্য দেশে ফিরি আসব বল ? মা মরে যাবার পর ভিটার ভাঙা ঘর দুখানা ছাড়া বিধবা জ্ঞানোর আর কি ছিল। একা যখন থাকতাম তখন কত কলঙ্ক হ'য়েছিল মনে আছে ?

ধর্ম্মদাস ॥ বিয়া বইসেন নাই ক্যানে ? হামার জাতিয়ার ত বিধবা বিয়া হয় !

জ্ঞানো ॥ বিধবার আবার বিয়ে। দু'টো পেটের ভাত আর দু'খানা কাপড়ের জন্য দেহটা না বেচে সহরে গিয়ে এই দেহটার পুরা দাম আদায় করেছি। আজ পেটের ভাত, পরণের কাপড়, থাকার বাড়ী সবই আমার হ'য়েছে।

ধর্ম্মদাস ॥ ভাত কাপড়া, বাড়ীঘর সউগ যখন সেইঠে হইছে তা ফিরি এইঠে আইলেন ক্যানে ?

জ্ঞানো ॥ সেখানে গান শিখতে লাগলাম আর ঠাকুরকে ডাকতাম। মানৎ করলাম—যদি—যদি মনের বাঞ্ছা সফল হয়, তোমার পূজা দেব।

ধর্ম্মদাস ॥ খেমটাউলী হইছেন। [জ্ঞানো কোন উত্তর দিতে পারিল না]

[বিলাতী ঘরে ঢুকিয়া বিস্মিত হইয়া একবার জ্ঞানোর দিকে একবার ধর্ম্মুর দিকে চাহিতে লাগিল।]

জ্ঞানো ॥ আয়—আমার কাছে আয় ! আমি তোর দিদি।

[চিনিতে পারিয়া ছুটিয়া আসিয়া জড়াইয়া ধরিয়া কান্নার সুরে বিনাইয়া বিনাইয়া বিলাতী বলিতে লাগিল]

বিলাতী ॥ মাও গো মাও! তোমার স্থানো ক্যামন হইছে দেখিয়া যাও। কোঠে য়া আছিলু—হামাক ভুলি—

ধর্ম্মদাস ॥ হ্যাখো ফির্ কাবডাইবার ধইল্লে।

বিলাতী ॥ মুই না কান্দিয়া পাইরবার নই। (পুনর্ব্বার বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিল) ওরে দিদিরে—হামাক্ ছাড়িয়া কোঠে না কোঠে আছিলু রে—হামাক্ আর ছাড়িয়া না যাইস্—

স্থানো ॥ থাম্ বিলাতী তুই অমন কল্লে আমিও কেঁদে ফেলব।

বিলাতী ॥ (চক্ষু মুছিয়া) তুই ভদ্দর লোকের মত অমন করি কথা কইস্ ক্যানে?

স্থানো ॥ আমি যে ভদ্রলোক হ'য়েছি। আমার নাম ত আর স্থানো নয়, নলিনীবালা!

বিলাতী ॥ তুই বুঝি হামার দেশী কথা কওয়া ভুলি গেইছিস?

স্থানো ॥ (আড়ষ্টভাবে) হ্যাশের কথা কি কাঁয়ে ভুলি যায়? ১৬।১৭ বছর না কয়া হামার কইতে সরম লাগে।

বিলাতী ॥ (হাসিয়া) ও মাইরে! ক্যামন করি কথা কয়। নানা, তোর দেশী কথা কওয়া নাগিবার নয়। তুই ভাল করি কথা ক? দিদি, তুই ক্যামন করি বড়লোক হলু!

স্থানো ॥ কাজ কারবার ক'রে।

বিলাতী ॥ কোঠে কারবার করিস্ তুই?

স্থানো ॥ কলকাতায়।

বিলাতী ॥ কলিকাত্তায়! বাপরে সেইঠে নাকি খালি দালান। কতর নাকি রাস্তা—মানুষ নাকি খালি হারেয়া যায়। সেইঠে তুই একলা ক্যামন করি আছিলু?

ন্যানো ॥ একলা থাক্‌ব ক্যান? লোকজন ছিল যে!

বিলাতী ॥ ক্যামন করি কামকাজ কল্লু সেইঠে? কি কাম কল্লু দিদি?

ন্যানো ॥ সে অন্য সময় বলব। যাই দীঘি থেকে হাতমুখ ধুয়ে আসি।

[ন্যানো চলিয়া যাইতেই বিলাতী ধর্ম্মদাসের কছে আসিয়া হাসিমুখে বলিল।]

বিলাতী ॥ সহরে থাকিলে মানুষ ক্যামন হয়া যায়। আইজ বিয়ানে না উয়ার কথা কইনো। নাম করিতেই ক্যামন আসি গ্যাল।

ধর্ম্মদাস ॥ (গম্ভীরভাবে) আসি ত' গেইল কিন্তুক খাওয়াবু কি?

বিলাতী ॥ (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) বড়য় ত মুস্কিল হইল।

ধর্ম্মদাস ॥ মুস্কিলে ত?

বিলাতী ॥ চিড়া ত গুটিক চুরি করি রাখছি। তাকে খাবার দেই কিন্তুক মিঠাই নাই।

ধর্ম্মদাস ॥ বুদ্ধিমান দা ঠিকে কইছে। সব কামের মধ্যে হামার কিন্তুক লাগিয়া আছে। চিড়া ত' খোয়াবু—তার পাছে চাউল কোঠে পাবু?

বিলাতী ॥ তুই ক' ক্যানে কোঠে পাই। চিড়ার ধানগুটিক আন্‌ছি। তাক্ সিজি থুইলে কাইল চাউল হইবে—আইজ কি খোয়াই। গুটিক চাউল পাবার নইস কোনও মতে—

ধর্ম্মদাস ॥ মুই কোঠে কি পাঁও। দ্যাশে হইল আকাল। প্যাটের ভুখে মানুষগুলা কান্দাকাটি করিবার ধইচ্ছে। আর কলিকাতার খেম্‌টাউলী এইঠে আইল গরীবগুলাক ফুটানি দেখাবার।

[বিলাতী কথাটা শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া ধর্ম্মু'র মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটু উত্তেজিত ভাবে বলিল]

বিলাতী ॥ কি কলু?

ধর্ম্মদাস ॥ মুই ক্যানে কমো? তাঁয় নিজে না কইছে!

বিলাতী ॥ কি কইছে?

ধর্ম্মদাস ॥ কইছে যে গঙ্গাছান করিয়ার নাম করিয়া কলিকাতা যায়া অ্যায়.ইচ্ছা করি হারেয়া গেছিল। প্যাটের ভাত আর কাপড়ার জন্তে বিধবা বিয়ার নাম করিয়া দেহ না দিয়া, সহরে ছাহ বেচিয়া টাকা পাইসা কইচ্ছে।

[বিলাতী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। এমন সময় মাষ্টার মহাশয় দ্রুতবেগে প্রবেশ করিয়া নিম্নস্বরে কহিল—]

মাষ্টার মহাশয় ॥ ওরে ধর্ম্ম! তোরা নাকি এইখানে চুপি চুপি চুরি ডাকাতির পরামর্শ কচ্ছিলি।

ধর্ম্মদাস ॥ কাঁয় কইলে।

মাষ্টারমহাশয় ॥ কবার লোকের কি অভাব আছে? যাদের ঘরে খাবার আছে তারা আজ ছায়া দেখে চম্‌কাচ্ছে! তোদের ভেতর বেছে বেছে কিছু লোককে বেকায়দায় ফেলতে পারলে তবে ওরা খানিকটা শান্তি পাবে।

ধর্ম্মদাস ॥ সয়তানের ঘর!

মাষ্টারমহাশয় ॥ রাগারাগি করে খবরদার গোলমালের ভেতর যাবি না, জাতও যাবে—পেটও ভরবে না।

ধর্ম্মদাস ॥ কতয় সহু করম মাষ্টার বাবু! এ দুঃখ যে কি দুঃখ তোমরা বুঝিবার পারবার নন!

মাষ্টারমহাশয় ॥ একদিনের চুরি ডাকাতিতে কি এ দুঃখ চিরদিনের জন্য যাবে? তারপর যখন আসবে প্রবলের জুলুম, আইন আদালত, পুলিশ চৌকিদার, তখন যে দুঃখের উপর দুঃখ আসবে।

ধর্ম্মদাস ॥ মানুষ যে ভুখ লাগিলে খাবার চায়, ছাওয়া-ছোটর কান্দন দেখিলে দুঃখ পায় এই অপরাধে ১১০ ধারায় বৃদ্ধি হইতেছে। শুনেন নাই?

মাষ্টারমহাশয় ॥ তুই এক কাজ কর! আগে থাক্‌তে গিয়ে থানায় এই খবরটা জানিয়ে আয়। আগেই চলে যা!

ধর্ম্মদাস ॥ আইজ যাই ক্যামন করিয়া। ঘরে চাউল নাই আর ফির বিলাতীর দিদি আসি গেইছে। চাউলের চেষ্টা করা লাগিবে।

মাষ্টারমহাশয় ॥ বিলাতীর দিদি। যে হারিয়ে গেছিল!

ধর্ম্মদাস ॥ হয়।

মাষ্টারমহাশয় ॥ দেশের টানে টেনেছে বুঝি?

ধর্ম্মদাস ॥ কাঁয় জানে? সহরে থাকিয়া টাকা পয়সা কইচ্ছে। আর বইনক্ তাই ত্যাখাবার আইচ্ছে বুঝি? কন ত' হামরা কি করি?

[ন্যানো ফিরিয়া মাষ্টারমহাশয়কে দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং ধর্ম্ম ও বিলাতীর মুখের দিকে চাহিল। তাহার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মাষ্টারবাবু বলিলেন—]

মাষ্টারমহাশয় ॥ তুমিই বুঝি আমার এই মেয়ের দিদি?

ন্যানো ॥ হ্যাঁ আপনি কে?

মাষ্টারমহাশয় ॥ এই গাঁয়ে যে স্কুল হ'য়েছে আমি তার মাষ্টার। তা এতদিন দেশে আসনি। হঠাৎ এসময়ে এসে উপস্থিত হ'লে কেন?—না এলেই ভাল হ'ত!

ন্যানো ॥ (একটু অসন্তুষ্ট হইয়া) একথা আপনার বলবার কারণ কি?

মাষ্টারমহাশয় ॥ (অপ্রতীভ হইয়া) হুঁ! আমার বলা হয়ত ঠিক হয় নাই। কথাটা কি জানো? এ দেশের বড় দুঃসময়। এদেরও তাই। তুমি এসে উপস্থিত হওয়াতে এদের আনন্দ হওয়া দূরেথাক তোমায় কি খাওয়াবে সে চিন্তায় বিব্রত হ'য়ে পড়েছে। তুমি হয়ত জান না,—তোমায় খাওয়াবার মত চালও আজ এদের ঘরে নেই।

ন্যানো ॥ দেশের অবস্থার কথা আমিও না জানি তা নয়। (আঁচল হইতে টাকা খুলিয়া) ধর্ম্ম এই দু'টো টাকা নিয়ে যাও চাল নিয়ে এস।

ধর্ম্মদাস ॥ হামার অভাব অনটন যাউক, তোমার টাকা হামরা নিবার নই।

ন্যানো ॥ (বিস্মিত হইয়া) কেন?

ধর্ম্মদাস ॥ তোমার টাকা পাপের টাকা।

ন্যানো ॥ (জ্বলিয়া উঠিয়া) কি! পাপের টাকা? দাগী চোরের মুখে একথা সাজেনা—

ধর্ম্মদাস ॥ (ক্রুদ্ধ হইয়া বিলাতীর দিকে চাহিয়া বলিল) শুনেক তোর টাকাউলী বইনের কথা শুনেক, টাকা ছাখাবার আইচ্ছে। নিজে যা করি টাকা কইচ্ছে তোক দিয়াও তাই করাইবে বলিয়া লোভ ছাখাইবার আইচ্ছে।

বিলাতী ॥ (দৃঢ়কণ্ঠে) তোমার টাকা পইসা হামরা চাই না দিদি। যেইঠে থাকিয়া তোমরা আইচ্ছেন সেইঠে চলি যাও।

[ন্যানো বিস্মিত হইয়া থাকিল—ধীরে ধীরে চোখ জলে ভরিয়া আসিল।]

মাষ্টারমহাশয় ॥ কি গো নূতন মেয়ে, এদের দম্ভ দেখে অবাক হয়েছ, না? ত্যাগের কাছে ভোগের হার ত' হবেই!

[ন্যানো কাঁদিয়া ফেলিল—বিলাতী ও ধর্ম্ম কতক বুঝিয়া কতক না বুঝিয়া বলিল—]

বিলাতী ॥ কাঁদিস্ ক্যানে? তোর ঘর আছে কল্। সেঠে থাকিলে সুখে থাকপু। হামরা বড়য় দুঃখী এইঠে থালি দুঃখয় পাবু।

ধর্ম্মদাস ॥ চোখ মুছি ফেল। হামার চোখের পানি দেখিবার মন চায় না। বিলাতী—উয়াক্ খানিক চিড়াটিয়া খোয়াও।

মাষ্টারমহাশয় ॥ (হাসিতে হাসিতে) ধর্ম্ম তুই ওর টাকা পাপের টাকা বলে ছুঁতে চাচ্ছিলি না, ও তোদের চুরি করা চিড়ে খাবে কি?

ন্যানো ॥ ওরা ত ইচ্ছে করে চুরি করেনি। অভাবে পড়ে বাধ্য হয়ে চুরি করেছে। আমার দোষ যে স্বভাবের—আমার ত সাফাই নেই।

মাষ্টারমহাশয় ॥ অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়, আবার নষ্ট স্বভাবে অভাব সৃষ্টি হয়। ভুল সভ্যতার ফলে মানুষ আজ অভাব সৃষ্টি ক'রে স্বভাব নষ্ট করেছে। লোভ হিংসা প্রভৃতির বশে গিয়ে অভাব তার লেগেই আছে। তাই

বৃত্তির ব্যভিচার, বুদ্ধির ব্যভিচার, দেহের ব্যভিচার সবাই কর্ত্তে বাধ্য হচ্ছে। নিজের মনকে যাচাই করে আজ তুমি ব্যভিচারের জন্য কুণ্ঠিত হয়েছ কিন্তু চারধারে চাইলে দেখতে পাবে ব্যভিচারীর দল কি তাণ্ডব কচ্ছে! লজ্জা নাই কুণ্ঠা নাই, গ্লানি নাই, ভয় নাই।

ধর্ম্মদাস॥ মাষ্টারবাবুক খ্যাপাইলেন এক পহর বকিবে এলায়—

মাষ্টারমহাশয়॥ না—না আমার বকলে চলবে না। অনেক কাজ আছে। দেবীডোবা থেকে চাল আনলে কিছু সস্তা পাবি। সরকারী দোকান খুলেছে।

ধর্ম্মদাস॥ আইজ পাইরবার নই যাবার।

মাষ্টারমহাশয়॥ যে দিন হয় ফুরসৎ ক'রে যা। গিয়ে চালও আনবি আর থানায় দশধারার খবরটা জানিয়ে আসবি আমি চলি—

[মাষ্টারমহাশয় চলিয়া গেল]

ধর্ম্মদাস॥ যাও, উয়াক জলটল খোয়াও। হামি একবার দেখি আসি — চাউল কি করা যায়। [ন্যানোর নিকট হইতে টাকা লইয়া ধর্ম্মদাস প্রস্থান করিল। বিলাতী আসিয়া ন্যানোর হাত ধরিল।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[বৈশাখ মাস। ফুলদোল উপলক্ষে ভবানীগঞ্জের জমিদার বিপুলরায়ের ঠাকুর বাড়ীর সম্মুখে একটি মেলা হয়। এবার অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের সূচনায় সকলের মনে উদ্বেগ ও অশান্তি থাকা সত্ত্বেও মেলায় লোক সমাগম মন্দ হয় নাই। সমবেত জনগণের মধ্যে যাহারা হিন্দু তাহারা বরাবর ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণে আসিয়া ঠাকুর দর্শন করিয়া যথাসাধ্য ভেটি প্রণামী দিয়া মেলা দেখার আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া কৃতার্থ হইত। এবার ঠাকুরবাড়ীর দেউড়ী বন্ধ। ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণ জনশূন্য। মঞ্চের দক্ষিণ পার্শ্বে ঠাকুর মণ্ডপ, বিপরীত দিকে জমিদার বাড়ীর অন্দরমহলের প্রাচীর ও তাহার মধ্যস্থলে একটি দরজা—মঞ্চের বামপার্শ্বে ঠাকুর বাড়ী হইতে মেলার দিকে যাইবার দেউড়ী। বাহিরের একটি আমগাছের ডাল দেউড়ী ও অন্দরের প্রাচীরের কোণে অনধিকার প্রবেশ করিয়া কোনটি অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। সেই অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া একব্যক্তি আপাদমস্তক মলিন বসনে ঢাকিয়া শায়িত ছিল। হারাণ সর্দার দেউড়ীর নিকটে বিষন্নমুখে বসিয়াছিল। অন্দরের দ্বারপথে জমিদার কর্ম্মচারী প্রবেশ করিতেই হারাণ নিকটে আসিয়া বলিল,—]

হারাণ ॥ ভূইয়া মশায়! দেউড়ী খোলা হইবে?

ভূঁইয়া ॥ না, হুজুর এখুনি ঠাকুরবাড়ী দেখতে আসবেন।

হারাণ ॥ মেলায় অনেক লোক আমদানি ছিল। সব ফিরি যাইতেছে।

ভূঁইয়া ॥ যাক্!

হারাণ ॥ ভেটী কিছু হইলে হয়।

ভূঁই॥ অজন্মা—আকাল—লোকে খেতে পাচ্ছে না—ভেটী দেবে কোত্থেকে? উল্টে ভিখিরীতে ঠাকুরবাড়ী ভরে যাবে।

হারাণ॥ ওঃ! ভিখারীর খালি অভাব পড়ি গেইছে। ভোগ বিলির সময় দেউড়ী ভাঙ্গি ফেইলবার চায়।

ভূঁই॥ খবরদার ঢুকতে দিবি না। ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদেই এবার চালাতে হবে। চালের দাম চড়্ চড়্ ক'রে চড়্ছে।

হারাণ॥ হুজুর যদি শোনে যে ভোগ বিলি হয় না—তাত্ ক্যির রাগ হবার নয়?

ভূঁই॥ সে সব হুকুম নিয়ে রেখেছি। ওখানে পড়ে কে?

হারাণ॥ একজন ভিক্ষুক।

ভূঁই॥ ঢুকল কি করে? (রুষ্টভাবে হারাণের মুখের দিকে চাহিল।)

হারাণ॥ কবার পারি নাও' (কুণ্ঠিত ভাবে বলিল)।

[ভূঁইয়া মশায় লোকটির দিকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল—]

ভূঁই॥ এই! কে তুইরে? সাড়া দ্যায় না দ্যাখ—এই ব্যাটা!

লোক॥ এঁ্যা—

ভূঁই॥ এখানে প'ড়ে কেন?

লোক॥ ঠাকুর বাড়ী দেখে আশ্রয় নিয়েছি। রাত্রী হোক্ কাল চ'লে যাব।

ভূঁই॥ এ ব্যাটা যে দক্ষিণ দেশী কথা কয়। বাড়ী কোথায় তোর?

লোক॥ অনেক দূর—ন'দে জেলা!

ভূঁই॥ এখানে এলি কি করে?

লোক॥ আকাল—সারা বাঙলায় আকালের বান ডেকেছে। কে কোথায় বান-ভাসা হ'য়ে ভাস্তে ভাস্তে চ'লে যাচ্ছে। সব দক্ষিণে কলকাতার দিকে গেল। আমি এলাম উত্তরে।

ভূঁই॥ কানা গরুর ভিন্ন গোঠ। এখানে রাত্রে লোক থাকতে দেওয়া হয় না। উঠে যা—

লোক। রাতটুকুর মত আশ্রয় চাই। বিদেশ চেনা নেই ত!

ভূঁই॥ আশ্রয়ের জায়গা এটা নয়।

লোক॥ সে কি কথা বাবা! ঠাকুরের কাছেই ত নিরাশ্রয় আশ্রয় পায়।

ভূঁই॥ দক্ষিণে লোক কি-না বচনে দড়। এখন উঠে পড়—উঠ যাও।

লোক॥ বড় অসুখ—উঠতে পারছি না বাবা—

ভূঁই॥ হারাণ, দেত' ব্যাটাকে বের করে—

[হারাণ অগ্রসর হইল]

লোক॥ দোহাই বাবা, তোমার পায়ে পড়ি বাবা!—আমার সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা, আমি নড়তে পারি না। মায়ের দয়া হ'য়েছে!

[হারাণ সভয়ে সরিয়া আসিল]

ভূঁই॥ ন্যাথ্ দেখি কি বিপদ! এখুনি হুজুর আসবেন। কিরে হারাণ, দেখছিস্ কি—দে ব্যাটাকে দূর ক'রে!

হারাণ॥ বাপরে—! উয়াক্ কি ছুঁয়া যায়—বাপ্‌রে!

[সাষ্টাঙ্গে দূর হইতে প্রণাম করিয়া হাত জোড় করিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে লাগিল।]

ভূঁই॥ এই ব্যাটা শোন—ঐ কোণের দিকে দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে থাক, কাল সকালে যেন দেখতে না পাই। তা'হলে অন্য লোক দিয়ে তোকে বের ক'রে দেব।

লোক॥ আচ্ছা বাবা—

[পূজারী শিবুঠাকুর ও তাহার পশ্চাতে ধর্ম্মদাস অন্দর মহলের দ্বার পথে প্রবেশ করিল। ধর্ম্মদাস ঠাকুর প্রণাম করিয়া জোড় হস্তে দাঁড়াইয়া রহিল। শিবু ইঙ্গিত করিয়া ভূঁইয়া মহাশয়ের কানে কানে কিছু কহিল। ভূঁইয়া মশায় অসম্মতিসূচক ভাবে মাথা নাড়িয়া ধর্ম্মদাসকে বলিল—]

ভূঁই। আজ আর ওসব হবে না। জমিদার বাবু কলকাতা থেকে কাল এসেছেন। আজ ঠাকুরবাড়ী দেখতে আস্‌বেন বলেছেন। দেখছিস না লোকের ভিড যাতে না হয় তাই দেউড়ী বন্ধ ক'রে রাখা হয়েছে।

ধর্ম্মদাস॥ (জোড়হস্তে) একজন বেটী ছাওয়ার মানত হুজুর। দূরান্তরের পথ। আইজে আশা করি আস্‌ছি। পূজার ভেটীর দুধটুধ সব খরিদ করা হয়া গেইছে।

ভূঁই। তা হোক্ কাল আসিস্।

ধর্ম্মদাস॥ হামার দেশী বেটী ছাওয়া হইল হয় ত কাইল ফির্ আইল হয়। কলিকাতায় থাকা হয় অনেকদিন থাকিয়া। তাতে হাইটবারে পারে না। পূজা দিতে ত ঘর থাকি গাড়ী চড়ি আইসবার নয়। দয়া যদি কইল্লেন হয় হুজুর। ঠাকুর কইছে পূজা এক ঘড়িৎ হয়া যাইবে। যতক্ষণে পূজা হইবে ততক্ষণে তার গানও হয়া যাইবে!

ভূঁই॥ গান!

ধর্ম্মদাস॥ ঠাকুরের কাছে মানৎ করিয়া গান শিক্ষা করিয়া টাকা পাইসা কইচ্ছে কি না?

ভূঁই॥ গান শিখে পয়সা করেছে? তোর কে হয় সে?

ধর্ম্মদাস॥ হামার শালী হয়।

ভূঁই॥ হুঁ! কিন্তু আজ আর স্থবিধা হবে না।

[পূজারী ধর্ম্মদাসকে আড়ালে লইয়া গিয়া কানে কানে কিছু বলিল। ধর্ম্মদাস মাথা নাড়িয়া সম্মতি দিল এবং ভূঁইয়া মশাইর নিকটে আসিয়া একখানি নোট পায়ের কাছে রাখিয়া প্রণাম করিল।]

॥ইভূ (অত্যন্ত তৃপ্তি মিশ্রিত ব্যস্ততার সহিত) এই ভ্যাখ, করে কি ভ্যাখ! অমন ক'রে কাকুতি কল্লে আমি করি কি? অ শিবু—

শিবু॥ মু জলদি পুজা সারি নিব।

ভূঁই॥ আবার গান কর্ব্বে যে!

শিবু॥ গান শিখি টাকা করিচে। সেত ভাল গান করিবে। হুজুর আসি গেলে কহিবেন কি, হুজুর আসিবেন বলি ভজন গান করিবাকু তাকে ডাকিচি।

ভূঁই॥ উ ব্যবস্থাটা মন্দ নয়।

শিবু॥ ভাল হইবে! মু আরতি শেষ করিচি। ধর্ম্মু, তুমি যাই কি সকলকে নিয়ে আস!

[ধর্ম্মু চলিয়া গেলে, হারাণ পাইক তাহার পশ্চাতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।]

ভূঁই॥ দেখি হুজুর যাতে না আসেন তার চেষ্টা করিতো। যদি নিতান্তই আসেন তাহ'লেত সঙ্গে আসতেই হবে। নইলে আর আসব না। দোর টোর সব বন্ধ করে তালা দিয়ে তবে যেও। দিনকাল বড় খারাপ!

শিবু॥ ঠাকুরের জিনিস কেউ ছুঁইতে পারিবে না।

ভূঁই॥ ঠাকুরের দয়ায় যারা সুখে আছে তারা হয়ত এখনও ঠাকুর মানে কিন্তু যারা দুঃখকষ্ট সইছে আর চোখের জল ফেলছে তারা সব অবিশ্বাসী হয়ে পড়ছে শিবু! সাবধানে থাকৃতেই হবে। তালা দিতে ভুল না। [প্রস্থান]

[শিবুঠাকুর ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া দ্রুতবেগে ঘণ্টা নাড়িয়া আরতি শেষ করিতে লাগিল। ধর্ম্মদাস, গ্যানো ও বিলাতী প্রবেশ করিয়া ঠাকুর প্রণাম করিল]

[আরতি বন্ধ হইতেই শিবুঠাকুরের ইঙ্গিতে গ্যানো গান আরম্ভ করিল—]

"ভজ সুন্দর শ্যাম ব্রজবিহারী···।

[কণ্ঠে ভক্তি ও ঐকান্তিকতা দুইই ছিল। মাৰ্জ্জিত কণ্ঠ ক্রমশঃ সতেজ হইয়া উঠিল। যে লোকটি প্রাঙ্গণের এক পাশে শুইয়াছিল সে অতিসন্তর্পণে একটু করিয়া সরিয়া আসিয়া ধর্ম্মদাসের বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া টানিল। বিস্মিত ধর্ম্মদাস চিনিতে পারিয়া কথা বলিবার পূর্ব্বেই লোকটি ইঙ্গিত করিয়া নিরস্ত করিল। পরে অতি সতর্কভাবে তাহার কাছে আসিয়া অতি মৃদুস্বরে কথা বলিতে লাগিল।

গানের শেষাশেষি জমিদার বিপুল রায়, ভূঁইয়া মহাশয়, ও লণ্ঠন লইয়া হারাধন প্রবেশ করিল। ন্যানো একমনে তন্ময়ভাবে গান করিতেছিল। বিলাতী তাহাদিগকে দেখিয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়িল। ধর্ম্মদাস লোকটির নিকট হইতে সরিয়া আসিল। বিপুল রায় বিলাতীর আড়ষ্টভাব লক্ষ্য করিয়া একটু অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইবার জন্য গাছের ছায়ায় অন্ধকার কোণে অগ্রসর হইতেই ভূঁইয়া মহাশয় তাহাকে নিরস্ত করিল। গান শেষ করিয়া ন্যানো ভূলুণ্ঠিত হইয়া ঠাকুর প্রণাম করিল। প্রণাম শেষ হইতেই ধর্ম্ম ব্যস্তভাবে তাহাকে লইয়া দেউড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেই ভূঁইয়া মহাশয় বলিল,—]

ভূঁইয়া॥ দেউড়ী আর খোলা হবে না। অন্দর দিয়ে যাও—

[ঘুরিয়া যাইবার সময় ন্যানো দেখিল বিপুলরায় মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। চোখের ভাষার অর্থ বোঝে বলিয়া সে একটু কুণ্ঠিতভাবে মাথার কাপড় টানিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।]

বিপুল॥ চমৎকার! বড মধুর গান শোনালে হে। কুড়িবচ্ছরে ভবানী-গঞ্জের অনেক উন্নতি হ'য়েছে দেখ্‌ছি।

ভূঁই। আজ্ঞে হাঁ, তা হ'য়েছে বৈকি! দেবীডোবার ঘরে ঘরে এখন নাচগানের চর্চ্চা চল্‌ছে। নিতাই কাননগুর মেয়ে কি সুন্দর নাচ শিখে এসেছে

কলকাতা থেকে। গানও গায় চমৎকার। বিধুমুখী বলছিল একদিন মেয়েকে নিয়ে ঠাকুরবাড়ী আসবে।

বিপুল ॥ বিধুমুখী আবার কে?

ভূঁই ॥ নিতাই কাননগুর পরিবার। মেয়েটি ওর সত্যই দেখতে শুনতে ভাল, কলকাতা থেকে লেখাপড়াও শিখেছে। নাচ গানের ত কথাই নেই।

বিপুল ॥ তা ঠাকুরকে গান শোনাতে, নাচ দেখাতে আসতে চায় কেন? ঠাকুর ত' সার্টিফিকেটও দেবে না—মেডেলও দেবে না।

ভূঁই ॥ আপনি আসবেন শুনেছে কি না। তাই আগে থাকতে ঐ উপলক্ষে আসবার কথা গেয়ে রাখল। আমায় বলছিল এইবার এলে কর্তাকে বল বিয়ে থা করে যেন গ্রামেই বাস করেন।

বিপুল ॥ গ্রামে বাস করতে হলে বুঝি এই বয়সে আবার বিয়ে থা কর্ত্তে হবে।

ভূঁই ॥ একটা উপলক্ষ না থাকলে পল্লীগ্রামের একঘেয়ে জীবনে কেমন একটা অবসাদ এসে পড়ে কি না!

বিপুল ॥ তাই সাধ মেটাতে সহরে থাকতে হয়। কি বল?

ভূঁই ॥ আজ্ঞে, তাত' বটেই, তবে যখন—

বিপুল ॥ অভাবে পড়ে গাঁয়ে এসে থাকতেই হচ্ছে তখন একটা না একটা উপলক্ষ ছাড়া—

ভূঁই ॥ আজ্ঞে হাঁ! একটা উপলক্ষ নইলে পেরে উঠবেন কেন? আর ভালই বা লাগবে কেন?

বিপুল ॥ হুঁ—তোমাদের বিধুমুখীর মেয়ের মত একটা উপলক্ষ জুটে গেলে তোমাদেরই সুবিধে। সে দু'দিনেই খুঁচিয়ে সহরে নিয়ে যাবে, তোমরা যেমন নির্ঝঞ্ঝাটে রাজ্য চালাচ্ছিলে তেমনি চালিয়ে যাবে।

ভূঁই ॥ আজ্ঞে সে কি কথা!

বিপুল ॥ এইটেই ঠিক কথা। আমার অতীত জীবন, বর্ত্তমান বয়েস এবং বৈষয়িক অবস্থার খবর জেনে যে মা আমার হাতে মেয়ে দেবে সে মেয়ের কোন সুখটুকুর আশা করবে বলত ?

ভূঁই ॥ ভবানীগঞ্জের জমিদার বাড়ীর কর্ত্রী হওয়া কি সহজ ভাগ্যের কথা !

বিপুল ॥ ভাগ্য নয় দুর্ভাগ্য। ঠাট্ বাট, দালান কোঠা আজও খাড়া আছে, কিন্তু নোনায় এ বাড়ীর প্রত্যেক ইটের জোড়া আল্‌গা। একটা ভালরকম ঝাঁকির ওয়াস্তা! তাহ'লেই চুরমার হ'য়ে ধ্বসে যাবে। যাকৃগে যাক্ তবে একটা কথা বলেছ ভাল। উপলক্ষ ছাড়া এখানে থাকা কঠিন।

ভূঁই। আজ্ঞে হাঁ। বড্ড একঘেয়ে কি না!

বিপুল ॥ তোমরা কি উপলক্ষ নিয়ে আছ হে বলত ?

ভূঁই ॥ আমরা সামান্য চাকরী করে খাই। আমাদের আবার উপলক্ষ কি ?

বিপুল ॥ আছে তোমাদেরও, তবে তোমরা স্বীকার করবে না।

ভূঁই ॥ কি যে বলেন আজ্ঞে—

বিপুল ॥ তোমাদের আর আমার উপলক্ষের একটু প্রভেদ আছে। তোমাদের উপলক্ষ লুটে নেওয়া—আর আমার উপলক্ষ লুটিয়ে দেওয়া।

ভূঁই ॥ আজ্ঞে সে কি কথা ?

বিপুল ॥ ঠিকই কথা! আজ থেকে ত্রিশবছর আগের কথা বলছি। নবীন যৌবন। নামজারী হ'য়ে বিষয়ে কর্ত্তা হবার পরই তোমার মত শুভানুধ্যায়ীরা উপলক্ষ জোটাতে লাগলেন। গেঁয়ো উপলক্ষ ফুরুলে সহরে উপলক্ষের টানে গ্রাম ছেড়ে সহরে অবধি ধাওয়া করালে। কিন্তু ঘরে কিংবা বাইরে কোনখানেই লক্ষ্য স্থির রাখতে পার্লাম না। তবে উপলক্ষ ছাড়া থাকা কঠিন। যে মেয়েটি গান গাইছিল তাকে চেন ?

ভূঁই ॥ এই এখান থেকে ক্রোশ দুই দূরে সীমগাড়ীতে ওদের বাড়ী। অনেক দিন কলিকাতায় ছিল। এই নাচগান করত আর কি।

বিপুল ॥ আমাদের প্রজা ?

ভূঁই ॥ না। জমিজমা ওদের কিছু নেই। বাস বাড়ী কার জোতের অধীন সে খবর নিতে পারি যদি বলেন।

বিপুল ॥ না থাক, তোমার আর খবর নিতে হবে না।

ভূঁই ॥ মাঝে মাঝে এখানে আসতে বল্লে মন্দ হয় না। ঠাকুর বাড়ীতে বেশ গানটান হ'ত, আর— আপনারও—

বিপুল ॥ একটা উপলক্ষ হত, না ?

ভূঁই ॥ (মাথা নাড়িয়া সমর্থন জানাইল)

বিপুল ॥ আমার উপলক্ষের দিকে লক্ষ্যটা একটু কমাও। বহুদিন ধরে সবাই মিলে বড্ড বেশী রকম লক্ষ্য রেখেছ কি না। এইবার রেহাই দাও—। কথায় কথায় রাত ত অনেক হ'ল দেখছি। ভক্তদের যখন আস্তেই দেবে না তখন আর ঠাকুরকে জাগিয়ে রাখা কেন ? ও,—এই যে, ঠাকুর শয়ন দিয়ে দরজা বন্ধ করা হয়ে গেছে দেখছি।

ভূঁই ॥ মেলায় যাবার জন্য সবাই ব্যস্ত কি না !

বিপুল ॥ রাতে হাটবাজার মেলা হওয়াটা কিছুতেই এদেশ থেকে যাবে না দেখ্ছি।

ভূঁই ॥ চাষীর দেশ। সারাদিনের কাজ মিটিয়ে সবাই ঘর থেকে বেরোয়।

বিপুল ॥ চল হারাণ, এইবার আমায় পৌছে দিয়ে তোমরাও এগিয়ে দ্যাখ যদি মেলা এখনও থাকে। [হারাণ লণ্ঠন লইয়া অগ্রসর হইল। বিপুল ও ভূঁইয়া মহাশয় অনুসরণ করিল। শিবুঠাকুর উঠানের আলো কমাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। মায়ের দয়ার নাম করিয়া যে লোকটি এতক্ষণ অন্তরালে শুইয়াছিল, সে উঠিয়া আসিয়া দেউড়ী ও মহালের দরজা ভাল করিয়া ঠেলিয়া দেখিয়া ঠাকুর দালানের দিকে অগ্রসর হইতেই কি যেন একটা শব্দ শুনিয়া ত্রস্তভাবে আগের জায়গায় ফিরিয়া গেল। আম গাছের ডাল ধরিয়া ঝুলিয়া নামিল ধর্ম্মদাস। সে লোকটির নিকটে আসিয়া পদধূলি লইয়া বলিল,—]

ধর্ম্মদাস ॥ গুরু !

লোক ॥ চুপ—আস্তে !

ধর্ম্মদাস ॥ সব মেলায় গেইছে,—চাইয়ো পাকে কেউ নাই।

লোক ॥ রাত এখনও বেশী হয়নি। আর একটু পরে এলেই ভাল হ'ত।

ধর্ম্মদাস ॥ হামি কি দেরী কইরবার পারি! রাত নিশুতি হলেই গ্রামের পল্লীরক্ষীরা বাহির হয়, আর হামাক ডাকাডাকি করে। তার আগে হামার বাড়ী যাওয়ার লাগিবে। কি কইবেন কন্।

লোক ॥ কব আর কি! সবাই যখন মেলায় তখন আর দেরী করা কেন। কাজ সুরু কর্। (দুই তিনটা যন্ত্র বস্ত্রাঞ্চল হইতে বাহির করিল।)

ধর্ম্মদাস ॥ না—না—, ওসব আর কইরবার নই।

লোক ॥ ক্যান?—ভয় পেলি নাকি? ভয় কিরে? কাল সকালে ওরা আমাকেই সন্দেহ কর্ব্বে। তোর ওপর কোন সন্দেহ হবে না। শেষ রাত্তিরে ডোমারের গাড়ী ধরে ততক্ষণ আমি বহুদূরে চলে যাব। নে হাতিয়ার ধর।

ধর্ম্মদাস ॥ এ কাজ ত' তুমি একায় পাইল্লেন হয় গুরু !

লোক ॥ পারলে তোকে ডাক্‌ব কেন? হাতটা যে ভেঙ্গে গেছে। বাহির থেকে তালা বন্ধ। এদিকে কাজ সারলেও প্রাচীর পার হব কেমন করে? ভাঙ্গা হাতে আর জোর নেই। তাই কারখানার কাজ ছাড়িয়ে দিলে। মনে মনে ভাবলুম যদি ধর্ম্মর দ্যাখা পাই তাহ'লে আর একবার কোমর বেঁধে লাগি।

ধর্ম্মদাস ॥ না গুরু! ওসব বুদ্ধি ছাড়ি দ্যাও। যতয় বুদ্ধি কর জেল ফির হইবেই।

লোক ॥ জেলে ভয় কিরে। সেখানে সব এক সাজ পোষাক—এক খাওয়া। যত জ্বালা ত বাইরে। আর দশজন ভাল খাবে পরবে, আর আমি পারব না—এতেই ত' গায়ের জ্বালা হয়। আজ কাজ কর্ব্বার ক্ষমতা নেই বলে

আমাকে ওদের দরকার নেই ; কিন্তু আমার ত' সব কিছুরই দরকার আছে।

ধর্ম্মদাস ॥ একজন ছাডি দিছে আর একজন কাজ দিবে। তুমি ফির যায়া কাজের চেষ্টা করি ছাখ।

লোক ॥ কাজ দেবে—খেটে মর, ছাড়িয়ে দেবে—উপোস্ করে মর। শরীর পড়ে আস্‌ছে—বুড়াকালে কি হবে ?

ধর্ম্মদাস ॥ কিছু কিছু করি রাখলে বুড়াকালে কষ্ট পাবার নন্।

লোক ॥ খেটে পেটের ভাত পরণের কাপড় জোটে না, তা থেকে জমাবে কি ? জমাবে টাকাওয়ালারা—খেয়ে পরে স্ফূর্ত্তি করতে তাদের এত থাকে যে কি করবে তা ভেবে পায় না। ধর্ম্ম—তুই বুঝিস্ না কেন ? বড় লোকদের লুটলে কোনও দোষ নেই, তারা খেটে খাওয়া লোকদের লুটেপুটে সব টাকা করেছে।

ধর্ম্মদাস ॥ দোষ যদি নাই ত আইন হইছে ক্যান্ ? জ্যাল হয় কেন ?

লোক ॥ আইন ঐ লুটে খাওয়ার দলই ক'রেছে। যতদিন সকলের সুখশান্তির জন্য আইন না হবে ততদিন ভুগতেই হবে। আজ টাকা তাদের হাতে, বন্দুক কামান তাদের হাতে ; ভাডাটে গুণ্ডা তাদের হাতে। তারাই আজ ন্যায়ের মালিক, আইনের মালিক।—চুরি তারাও করে, কই তাদের ত কোনো দোষ হয় না।

ধর্ম্মদাস ॥ ওসব কথা হামরা বুঝি না। মাষ্টার বাবুও ঐ সব কিবা কিবা বলিয়া বেড়ায়।

লোক ॥ বলছে ত' অনেকেই—কিন্তু কাজ হচ্ছে কি ? কাড়াকাড়ির যুগ এটা, যে কেড়ে খেতে পার্কে না সে না খেয়ে মর্ব্বে। সহরের খবর রাখিস্ না, সেখানে দলে দলে কাঙ্গাল গিয়ে জুটেছে। ভাবছে ভিক্ষা করে খাবে। ধর্ম্ম, তারা না খেয়ে মর্ব্বে। এরই মধ্যে দু'একজন মর্ত্তে সুরু করেছে। কেন না খেয়ে মর্ব্বি ?—নে যন্ত্র ধর।

ধর্ম্মদাস ॥ না না ঠাকুরের জিনিষ কি নেওয়া যায় ?

লোক ॥ খবরদার ধর্ম্ম—ঠাকুর ঠাকুর করিস না। ও সব মিথ্যা কথা রে।

ধর্ম্মদাস ॥ বাপ্ রে—ঠাকুর কি মিথ্যা হতে পারে ?

লোক ॥ সত্য হলে নিরীহ মানুষগুলোর ওপর যে জুলুম, যে অত্যাচার হচ্ছে, আর তারই নাম নিয়ে নিরীহের দল চোখের জল ফেলছে এ দেখেও কি ঠাকুর পাথর হ'য়ে থাকতে পারে ? ওরা ধনীর ঠাকুর, সত্যি পাথর—ওসব মানি না। দেখছিস্ না, দিকে দিকে ঠগেরা লুটের টাকায় সুখে ফুর্ত্তি করে বেড়াচ্ছে। ঠাকুর যদি সত্যি ঠাকুর হ'ত, তাহলে বড়লোকদের মনের ময়লাও সব দেখ্‌তে পেত। হাত গুটিয়ে পাথর হ'য়ে তাদের পূজায় ঘুষ খেয়ে চুপ করে থাক্‌ত না।

ধর্ম্মদাস ॥ না—না, অমন করি কন না ! যারা ফাকি দিয়া অসৎ হয়া বড় হয়, মাষ্টারবাবু কয়, তারা শান্তি পায় না—শান্তি পায়।

লোক ॥ সে শান্তি দেওনেওয়ালাটা কেরে ? টাকাওয়ালা লোকের অন্যায় অপরাধের বিচার হতে দেখছিস্ কখনও। তারা বিচারের দোকান খুলে বসে আছে—বিচার তাদের ব্যবসা। যে বেশী দাম দেবে বিচারে তার সুবিধা হবে। তুই জেল খেটেছিলি কেন ? তোর হকের জিনিষ ঠকিয়ে নিচ্ছিল তুই কেড়ে নিয়ে এলি। বিচার থাক্‌লে তাতে তোর জেল হয় ?

ধর্ম্মদাস ॥ (যুক্তি সঙ্গত উত্তর দিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রইল।)

লোক ॥ নে নে যন্তর ধর।

ধর্ম্মদাস ॥ গুরু, হামি পারিবার নই।

লোক ॥ পারবি না ?

ধর্ম্মদাস ॥ না—হামার মন কইতেছে চুরি কইলেই ধরা পড়া নাগিবে। ফির বিলাতীক্ ছাড়ি থাকা লাগিবে। ধরা নাও যদি ক্যাল পড়ি, ত' জিনিষ হজম করতে, খাইতে শুইতে কিচুতে শান্তি থাকিবার নয়। যা করিবার তুমিই করেন। হামি চলি যাই।

লোক ॥ হুঁ ! মায়ায় জড়িয়ে পড়েছিস্। ঘরে মন বসেছে। তুই আর এসব কর্তে পারবি না। আমার পায়ে ধরে সেধে সিঁদেল বিদ্যে শিখেছিলি। হাত সাফাই দেখে আমিও অনেক আশা করেছিলাম। আজ আমার কথা তুই ঠেল্লি। আচ্ছা, কাজ আমি করছি। তুই দাঁড়িয়ে থাক। আমায় পার করে দিয়ে যাবি।

ধর্ম্মদাস ॥ না আমি থাকবার নই।

লোক ॥ কেনরে ? তোর ঠাকুরত' ও ঘরে বসে দেখ্‌বে যে তুই চুরী করছিস না।

ধর্ম্মদাস ॥ তালা ভাঙ্গার শব্দে কেউ আসি যায় যদি, আর হামাক দেখে—

লোক ॥ তখন তোর ঠাকুর তোকে বাঁচাবে না,—তবে কিসের ঠাকুররে ?

ধর্ম্ম ॥ না—না—হামি গেইনো। [বলিয়া প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হইতেই লোকটি আসিয়া তাহার হাত ধরিল।]

লোক ॥ দাঁড়া,—দেউড়ী দরজার তালাটা ভেঙ্গে খুলে রেখে যা বাইরে থেকে। তা'হলেই আমি কাজ সেরে বেরুতে পারবো।

ধর্ম্ম ॥ দেউড়ীর দরজায় মেলার দিক থাকি তালা দেওয়া। কতলোক আইসা যাওয়া কইরতেছে। যেইঠে যায় যা করুক, নামী চোর ধরা পড়ি যায় ! গুরু হামাক ছাড়ি দ্যাও—হামি পারিবার নই।

লোক ॥ (হাসিয়া) হায়রে মায়া ! মায়ার ফেরে পড়ে ভয় হয়েছে তোর। যাদের মায়ায় সাহস হারালি—তাদেরও যে হারাতে হবে। যা যখন পারবিই না—তখন চলে যা। আমি পড়ে থাকি দেখি কোনও সুবিধা হয় কি না।

ধর্ম্ম ॥ গুরু, তোমাকে গুরু মান্‌ছি। হামার দোষ ন্যান্ না।

লোক ॥ তোর দোষ নেই,—এ আমার দেশের জলের দোষ ! বড় মায়া ! মায়ার টানে ভাল কি মন্দ—কোনও কাজে এগুতে পারে না।

ধর্ম্ম ॥ সেবা ত্থান্ গুরু। যদি কষ্ট হয় সীমাগাড়ীতে হামার বাড়ীতে আইসেন। যা' জুটিবে তাই খোয়ামো।

[প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইল]

লোক ॥ যদি খেতে না পাই তবে গিয়ে হাজির হব।

[ধর্ম্ম প্রাচীর টপকাইয়া প্রস্থান করিল। লোকটি সেইদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[নির্জ্জন পল্লীপথ। সময় প্রায় দ্বিপ্রহর। ধর্ম্মদাসের বাসগ্রাম সীমগাড়ীর অতি নিকটবর্ত্তী জলাশয় তীরে ভবানীগঞ্জের জমিদার বিপুল রায় ঈষৎ পানোন্মত্ত অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিলেন। তাহার পরিধানে অশ্বারোহনের পরিচ্ছদ্। বয়সে প্রবীন হইলেও যুবজনোচিত সাজ-সজ্জার বিলাস তাহার ছিল। ত্থানো ঐ পথে জল লইয়া আসিতেছিল। স্নানান্তে সিক্ত বসন তাহার অঙ্গে লিপ্ত থাকায় তনুশোভা যেন প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। যাওয়ার সময় হইলেও যৌবন ত্থানোর শ্রম পরিপুষ্ট সুগঠিত দেহের মায়া এখনও ত্যাগ করিতে পারে নাই। ত্থানোকে দেখিয়া বিপুল রায়ের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং লালসা মাখানো মুখে কামনার হাসি ফুটিয়া উঠিল। ত্থানো হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাইয়া বিব্রত হইয়া পড়িল এবং অভ্যাসবশে সিক্ত বসন মাথার উপর টানিতে চেষ্টা করিল।]

বিপুল ॥ "আজ মঝু শুভদিন ভেলা
কামিনী পেখনু সিনানক বেলা।"

আজ— ঠিক কায়দামত জায়গায় তোমায় ধরেছি। কদিন বড্ড এড়িয়ে গেছ। আজ তোমার সঙ্গে দু'চারটে কথা বলতে পারব নিশ্চয়।

জ্যানো॥ (কুণ্ঠিত ও অসন্তুষ্ট ভাবে) কি কথা বলতে চান ?

বিপুল॥ যা বল্‌তে চাই তা অবিশ্যি লোক মারফত বলাও চল্‌তো। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে এ সব কথাবার্তা সাম্‌নাসাম্‌নি পরিষ্কার থাকাই ভাল। তুমি কি বল জ্যানো ?

জ্যানো॥ আপনি আমার নামও জানেন ?

বিপুল॥ ইচ্ছা থাকলে এ রকম পাড়াগাঁয়ে নাম জানা ত আর কঠিন কথা নয়। তাছাড়া তুমি কোলকাতা থেকে গাঁয়ে আসায় চারদিকে একটা সাড়া পড়ে গেছে যে।

জ্যানো॥ (অসন্তুষ্টভাবে) বেশ হয়ে'ছে। আমার খোঁজে আপনার কি দরকার বলুন ত' ? কেন দেখা করতে চান ?

বিপুল॥ দেখা করতে কেন মন চায় এটা তোমার বোঝা উচিত।

জ্যানো॥ না! আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

বিপুল॥ ছিঃ, কেন মিছে কথা বলছ। বোঝবার বয়স ত' তোমার হয়েছে। আমার মত অনেক রসিক জনের মনে তুমি আন্দোলন, মানে আলোড়ন, মানে সাড়া জাগিয়েছ। আমার একটা ব্যাধি হ'য়েছে। তার চিকিৎসা তোমায় কর্ত্তেই হবে।

জ্যানো॥ আমি চিকিৎসা করবো! বলেন কি!

বিপুল॥ তোমরাই ব্যাধির সৃষ্টি করো, আবার তোমরাই তার চিকিৎসা কর। এই তো চিরকালের নিয়ম। এখন একবার এই রুগীটির দিকে চেয়ে ত্যাখ দেখি ? কি মনে হয় ?

জ্যানো॥ আমার কিছুই মনে হয় না (বলিয়া মুখ ঘুরাইল)।

বিপুল॥ এঃ! তুমি বোধহয় আমার এই কদাকার চেহারা দেখে মুখ ফেরাচ্ছ ? কিন্তু তুমি একবার দয়া করে' চাও, সত্যি তোমার ভাল

লাগবে। অবিশ্যি আমার এই কদাকার রূপ দেখেই তুমি মুগ্ধ হ'য়ে প্রেমে পড়বে না তা আমি জানি। কিন্তু আমি যে অত্যন্ত নিরুপায়। এই বদখৎ দেহটা আমার টেনে নিয়ে বেড়াতেই হয়। দামী সাজ পোষাকে সাজিয়ে গুছিয়ে যথাসম্ভব মানানসই করবার চেষ্টা করতেই হয়। সত্যি আমার বিকট মুখ আমারই দেখতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু দাড়ী কামাবার সময় কিছুক্ষণ ধরে রোজই একবার দেখতেও হয়। মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ালে কেন একবারটি চাও।

জ্যানো॥ আপনার লজ্জা কচ্ছে না এ সব কথা বলতে ?

বিপুল॥ লজ্জা করবে কেন ? আমার দিকে চেয়ে দেখতে তোমায় এত করে বলছি কেন জান ? দেখলেই তুমি বুঝতে পারবে যে আমার বাইরের রূপটা জীবন্ত মিথ্যা। আমার মনটা খুবই ভাল—ঠিক বাইরের বিপরীত ! এতটুকু সৌন্দর্য্য দেখলে আমার কাঙাল মনটা একেবারে বিমুগ্ধ হ'য়ে যায়। এতটুকু শোভা দেখলে লোভাতুরের মত তার পিছনে ছুটতে থাকে। চাইবে না ? আমার দিকে চাইবে না ? একবারটি চেয়ে দেখই !

জ্যানো॥ (ঘুরিয়া দাঁড়াইল) কি দেখবো ?

বিপুল॥ আমার সত্যিকারের মানুষটাকে দেখবে।

জ্যানো॥ আপনি আমার সত্যিকারের মানুষটিকে দেখেছেন কি ?

বিপুল॥ ক'দিনই দেখছি যে। আজ তিনদিন তো তোমার বাড়ীর আনাচে কানাচেই ঘুরে বেড়াচ্ছি। মন দিনরাত দেখতে চায়। ঐ ত রোগ !

জ্যানো॥ দেখে আপনার খুব ভাল লেগেছে কি ?

বিপুল॥ শুধু ভাল লেগেছে বললে যথেষ্ট হবে না জ্যানো। নয়ন মন দুই ডুবেছে।

জ্যানো॥ আপনার বয়স কত হোলো ?

বিপুল॥ (কুণ্ঠিত ও বিব্রতভাবে) বয়েস ? উনপঞ্চাশ ! তবে আমি কমিয়ে বলি না। পঞ্চাশই বলে থাকি।

জ্যানো ॥ চশ্‌মা নিয়েছেন নিশ্চয়ই।

বিপুল ॥ হাঁ।

জ্যানো ॥ চোখে দ্যান না কেন ?

বিপুল ॥ চশমা চোখে দিলে আমার মুখটা আরও বিশ্রী হয়।

জ্যানো ॥ চশমাটা সঙ্গে থাকে যদি একবারটি চোখে দিন না।

বিপুল ॥ (চশমা বাহির করিতে করিতে হাসিয়া) দেখতে হবে, না দেখাতে হবে ?

জ্যানো ॥ আমার মুখটা দেখ্‌তে হবে।

বিপুল ॥ মুখস্থ হয়ে গেছে। "হিয়ার মাঝারে রচিয়া মূরতি আরতি করি যে নিতি।" [চশমা বন্ধ করিল]

জ্যানো ॥ চোখে দিয়ে ভাল করে মুখটা একবার দেখুন। দুঃখ আর লাঞ্ছনার দাগ সারা মুখে। যতই বয়স হচ্ছে দাগগুলোও ততই ফুটে উঠছে—

বিপুল ॥ (বাধা দিয়া চশমা পকেটে রাখিয়া) না—না! আমি দেখ্‌তে চাই না। ভুল দেখেই যদি আনন্দ তবে সত্য দেখ্‌তে যাব কেন? আমি ভুলেই ভুলে থাকব!

জ্যানো ॥ (শ্লেষের হাসি হাসিয়া) কতোদিন ?

বিপুল ॥ আজীবন। জ্যানো, তুমি দয়া কর। আমি আজীবন তোমার দাস হ'য়ে থাক্‌বো!

জ্যানো ॥ (হাসিয়া) আজীবন! দাস হয়ে থাকবেন!

বিপুল ॥ সত্যি তুমি হাস্‌ছ যে ? দয়া কর!

জ্যানো ॥ আপনি যখন আমার সম্বন্ধে সব খোঁজই নিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই জানেন যে দয়ামায়া আমাদের নেই। আমরা যা কিছু দিই, যা কিছু করি, সবকিছুরই দাম নিয়ে থাকি! আপনি যা দিতে চাইলেন তাতে চলবে না মশাই। আপনার দাম দিন দিন কম্‌বে যে! কারণ দিন দিন আপনার বয়স বাড়বে ত'! আপনি আরও কদাকার হবেন ত'!

বিপুল ॥ দামের কথাই যদি তুল্লে তবে বলেই ফেলি। তুমি ত এই দেশেরই মেয়ে। আমার বিষয় নিশ্চয়ই সব জান। আমি ঠিক বাজে নই—কিছু দাম আমার আছে। আমার অবস্থা মানে বৈষয়িক অবস্থা—

স্থানো ॥ শুনেছি মোটেই ভাল নয়। কলকাতায় গিয়ে কাপ্তানী করে আপনার অনেক দেনা হ'য়েছে।

বিপুল ॥ তবু মরা হাতী লাখটাকা। তোমার দাম আমি দিতে পারবো। কিন্তু কথাটা বল্‌তে মুখে আটকাচ্ছে, মানে—

স্থানো ॥ বল্‌তে আটকাচ্ছে কেন ?

বিপুল ॥ কি জানি—মনে হচ্ছে কথাটা ভালো শোনাবে না। টাকা পয়সার কথাটা খুবই দরকারী কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে কথাটা বেমানান হবে।

স্থানো ॥ টাকা দিয়ে কিন্‌তে চান এইটে প্রকাশ করতে লজ্জা করছে না ?

বিপুল ॥ হাঁ একটা সৌষ্ঠবের আবরণ দিয়ে টাকা পয়সার রূঢ় সত্য কথাটা ঢেকে রাখাই ভাল নয় কি ?

স্থানো ॥ আমাদের কাছে ওসব কিছুই নয়। দামের কথাটাই আসল কথা। আপনাকে দেখেই আমার মন ঘেন্নায় শিউরে উঠবে। অথচ তাকে শাসন ক'রে হাসি মুখে আপনার আনন্দ যোগাতে হবে, এই সব যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনার দাম দেবেন না ?

বিপুল ॥ নিশ্চয় দেবো। সেজন্য তুমি চিন্তা ক'রো না। দাম না দিয়ে কোন আনন্দই পাওয়া যায় না। এটা যাচিয়ে বোঝবার বয়স আমার হ'য়েছে। আমার ভেতরকার মানুষটি সত্যিই ভাল। একটু ভাল করে দেখে নিলে তোমার লাঞ্ছনা যন্ত্রণার কথাটা মনেই হ'ত না। যাক্‌গে যাক্‌। কথাটা যখন উঠছে তখন খোলসা ক'রে ফেলাই উচিত। কি তুমি চাও বল ?

স্থানো ॥ মাফ করবেন। নিজেকে আর বেচতে পারব না। মন যেদিন কাঁচা ছিল, ভোগের লোভে সে বশ মান্‌তো। আজ মন আর লোভের ছলনায় ভোলে না। পথ ছাড়ুন আমি যাই। (যাইতে অগ্রসর হইল)

বিপুল ॥ (গতিরোধ করিয়া) একটু দাঁড়াও। সত্যি কি সুন্দর কথা বল তুমি। কথাগুলো যেন মনের ভেতরে গিয়ে ঘা দেয়। তোমায় নিয়ে দিন কাটবে ভাল। কি যেন বল্লে, মনকে শাসন করে বাধ্য করে লোভ দেখিয়ে চালিয়েছ তবুও এখন সে আর বশ মানে না। আমি যে কোনদিনই মনকে শাসন করিনি। চির দিন তার বশে চলে এসেছি। আজ আমি তাকে শাসন করলে সে কি বশ মানবে? চিরকাল মন মনিবগিরী করে এসেছে, আজও বলছে তোমাকে না পেলে তার চলবে না।

জ্যানো ॥ এ আপনার মনের খেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়।

বিপুল ॥ মনের খেয়ালের পেছনে ছোটাই যে আমার চিরদিনের অভ্যাস। নিজের দিকে খেয়াল করিনি—নিজের বিষয়ের দিকে খেয়াল করিনি। মান অপমানের দিকে খেয়াল করিনি। আজ এ খেয়ালও যে আমায় মেটাতেই হবে। তুমি কথা শোনো—রাজী হও।

জ্যানো ॥ আমার উত্তর ত আমি দিয়েছি। পথ ছাড়ুন—যেতে দিন।

বিপুল ॥ (গতিরোধ করিয়া) আমার জ্বালাটা তুমি একটুও ভেবে দেখলে না।

জ্যানো ॥ ও সব মিথ্যা,—একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন।

বিপুল ॥ (একটু উত্তেজিতভাবে) কি বুঝে দেখবে? বুঝে ভেবে আমি জীবনে কোনও কাজ করিনি। যখন যা সখ হ'য়েছে, আমি মিটিয়েছি। আজ এ সখও আমার মেটাতে হবে। (জ্যানোর দিকে অগ্রসর হইল)

জ্যানো। (দুই পা পিছাইয়া আসিয়া) আমার দিকে অমন করে এগিয়ে এলে আমি চীৎকার ক'রে লোক জ'ড়ো কর্ব্বো।

বিপুল ॥ (হাসিয়া) তাতে আমার মোটেই লজ্জা পেতে হবে না। তোমার ব্যবসার কথা গ্রামের সবাই জেনেছে। ব্যবসাদারীর জন্ম তুমি

আমায় লজ্জা দেবার চেষ্টা কচ্ছ এটা বোঝাতে আমার একটুও বেগ পেতে হবে না!

স্নানো॥ আপনি এমন ইতর! অথচ একটু আগেই বলছিলেন, আপনি খুব ভাল লোক।

বিপুল॥ আমি যে সত্যি খুব ভাল লোক। লোকেও আমায় তাই বলে। ভাল লোক বলেই ত' এই বয়সে বিয়ে করে সাবিত্রীর সত্যবান কিংবা সীতার রাম সেজে একটা সরল মেয়েকে ধাপ্পা দিতে চাই না। স্বভাব খারাপ, তাই তোমায় সাধছি। তুমিও আমায় চিনবে, আমিও তোমায় চিন্‌ব। আমি ভাল লোক নই?

স্নানো॥ আপনি হয়ত নিজকে ভাল মনে করেন এবং অপরকে তাই জানাতে চান। কিন্তু আজ এক অসহায় মেয়ের ওপর কোন অন্যায় ব্যবহার যদি করেন, তারপরও কি কোনও দিন বল্‌তে পারবেন যে আপনি ভাল লোক?

বিপুল॥ নাই বা পাল্লুম, তাতে কি হবে?

স্নানো॥ বার বার যে বলছেন আপনি খুব ভাল লোক। এর পর সে কথা বলতে মুখে আটকাবে যে। আপনার মন ত' জানবে, আপনি কত নীচে।

বিপুল॥ (কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া) উঃ! কথাটা ভাল বুঝলাম না। মনে হচ্ছে কথাটা ভাল! আচ্ছা আজ যেতে চাইছ যাও। শুধু বলে যাও যে তুমি একটু ভেবে দেখবে আমার কথাটা। টাকা পয়সা সুখ সুবিধার কোন কথা যদি নাও ভাব,—বলে যাও, যে আমার বে-কায়দার কথাটা ভেবে দেখবে। দেখ, জ্বালাও তুমি দিলে আবার জ্বালার প্রলেপও তোমারই হাতে। কাজেই চেয়ে

না পেলে, অগত্যা অন্য কায়দা কর্তে হবে। আমার কথাটা একটু ভেবে দেখ।

স্যানো ॥ আচ্ছা তবে দেখব। [বলিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।]

[স্যানো চলিয়া যাইতে বিপুল যখন তাহার গতিপথের দিকে চাহিয়াছিল সেই সময় অতি সন্তর্পণে পথের পাশের বনান্তরাল থেকে এক যুবক এগিয়ে এল। তার বেশভূষা কতকটা ভদ্রলোকের মত হলেও মলিন ও জীর্ণ। মুখে চোখে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার ভাব।]

বিপুল ॥ যাঃ—বাবা, নিজেকে ভাল লোক বলে ভাল ফ্যাসাদ হ'ল যা' হোক্।

যুবক ॥ দাঁড়ান!

বিপুল ॥ (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) তুমি কে বাবা—কি চাও।

যুবক ॥ আমার সঙ্গে আপনার কিছু হিসাব নিকাশ বাকী আছে।

বিপুল ॥ হিসেব নিকেশ! তা বাড়ীতে না গিয়ে এখানে! আমার পাওনাদার যদিও অনেক কিন্তু আমি ত' তাদের দেখে সরে পড়ি না কিংবা বাড়ী থেকেও বাড়ী নেই বলে পাঠাই না। তারা ত সবাই আমায় ভাললোক বলে।

যুবক ॥ (ব্যঙ্গস্বরে) ভাললোক বলে? আমি কলকাতায় গিয়েও আপনাকে ধরতে পারিনি জানেন?

বিপুল ॥ ও সঠিক ঠিকানা পাওনি বুঝি। আমার আবার প্রায়ই বাড়ী বদলাতে হয় কিনা।

যুবক ॥ কীর্ত্তি-কাহিনী প্রকাশ পেলে লজ্জায় সরতে হয় বোধ হয়।

বিপুল ॥ লজ্জার বালাই আমার নেই। ভাড়া বাকি পড়ে,—বাড়ীওয়ালা দিক্ করে—

যুবক ॥ আমি ওসব কথা শুনতে আসিনি।

বিপুল ॥ হিসেব নিকেশের কথা বলছিলে না—তাই আমার অবস্থা মানে, আর্থিক অবস্থার কথাটা—

যুবক ॥ বাজে কথা রাখুন। আমার কথার জবাব দিন।

বিপুল ॥ কথাটা কি আগে বল ? তবে ত জবাব দেব !

যুবক ॥ ক্ষীরদা নামে কাউকে কখনও চিনতেন কি ?

বিপুল ॥ ক্ষীরদা ! ক্ষীরদা !—তুমি ইংরাজী বোঝ ?

যুবক ॥ সামান্য ! সে যাক্—আমার কথার উত্তর কি ?

বিপুল ॥ উত্তরই তো দিচ্ছি—ইংরাজীতে একটা কথা আছে জান ? "What's in a name"—সেই থেকে নাম মনে রাখবার চেষ্টা আর করি না। বিশেষতঃ মেয়েদের নামটা কিছুই নয়। আমি শতদলবাসিনী, জগত্তারিণী, ভুবনেশ্বরীর যুগ থেকে রেবা, রেখা, এনা, হেনার যুগ পর্য্যন্ত দেখলাম ত। সবাই এক আর যেটুকু বিশেষত্ব তার সঙ্গে নামের কোনও সম্বন্ধ নেই !

যুবক ॥ (পকেট হইতে কাগজ জড়ান একখানি জীর্ণ ফটো বাহির করিয়া) বাজে কথা রাখুন ! দেখুন এই ছবি দেখে চেনেন কি না ?

যুবক ॥ (দেখিয়া) ছবি দেখতে ত মন্দ বলে মনে হচ্ছে না। এর সঙ্গে পরিচয় থাকা উচিত ছিল। কি নাম বল্লে, ক্ষীরদা ! সহুরে হলে লীলা, শীলা, বেলা কিংবা—

যুবক ॥ খবরদার ! এ আমার মা'র ছবি। সংযত হয়ে কথা কইবেন।

বিপুল ॥ সত্যি ! তা এ-কথা আগে বলতে হয়। এই নাও—(ছবি দিল) এ সব যত্ন ক'রে রাখতে হয়। Cowper's "On receipt of his mother's picture" পড়ে আমার মা'র ছবি আমি Enlarge ক'রে hall এ টাঙ্গিয়ে রেখেছিলাম। বন্ধুবান্ধবরা ঠাট্টা করত। তাই সরিয়ে শেষটায় ঠাকুর ঘরে রেখেছি।

যুবক ॥ চমৎকার! মা'র ছবি নিয়ে বন্ধুবান্ধব ঠাট্টা করতো? যে যেমন তার তেমন বন্ধু জোটে!

বিপুল ॥ না না! আমার মার সম্বন্ধে কোনও অসম্মানের কথা তারা বল্‌ত না। তারা বল্‌তো এমন দেবীর মত মায়ের পেটে এমন জানোয়ার জন্মেছে। আত্মসম্মানে আঘাত লাগতো তাই ছবি সরিয়ে ফেল্লুম। মাকে সবাই ভালবাসত আর তারই জন্য জীবনে অনেক আঘাত সহ্য করেছি।

যুবক ॥ আমার মাকে কেউ ভালবাসে না—আর তারই জন্য জীবনে অনেক আঘাত সহ্য করেছি।

বিপুল ॥ ছিঃ ওকি কথা! জননী বলে কথা! মনে কর ত' যখন ছোট ছিলে তখন কত অসহায় ছিলে--তোমাকে লালন পালন করতে,—খাইয়ে দাইয়ে বড় করতে তোমার মা'কে কত দুঃখ কষ্ট করতে হ'য়েছে মনে করতো?

যুবক ॥ তা হ'য়েছে। দুঃখ কষ্ট পেতে হ'য়েছে প্রচুর। আর সেই দুঃখ কষ্টের সুবিধে নিয়েই এক জানোয়ার তার মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তার জীবন আর আমার জীবন ব্যর্থ ক'রেছে।

বিপুল ॥ আহা এমন ধারা! ইস্ এ সংসারে কত রকম জানোয়ারই আছে।

যুবক ॥ (জামার পকেট থেকে ছুরি বাহির করিয়া) সেই জানোয়ারের বুকের রক্ত আমার চাই! তার বুক চিরে রক্ত দেখলে তবে আমার এ জ্বালা যাবে।

বিপুল ॥ (ঈষৎ হাসিয়া) হুঁ! তুমি বুঝি খুব নভেল পড় না?

যুবক ॥ পড়ি। যেখানে যত অত্যাচারের কাহিনী পাই পড়ি। কত শত শত প্রকারে সেই সব অত্যাচারের প্রতিশোধ লোকে নিচ্ছে তাও পড়ি। আর আমি প্রতিশোধ নিতে পাচ্ছি না বলে নিজেকে ধিক্কার দিই। সারাদিন

সব কাজের সঙ্গে প্রতিশোধের কথা চিন্তা করি। রাত্রিতে ঘুমিয়ে আমি প্রতিশোধের স্বপ্ন দেখি। ঘুমের ঘোরে আমি চীৎকার করে উঠি।

বিপুল ॥ কি কাণ্ড! কাজের সময় ঐ সব চিন্তা ক'রে কাজে ফাঁকি দাও— আর রাতে স্বপন দেখে চীৎকার ক'রে পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙ্গাও? তুমি কি কাজ কর হে?

যুবক ॥ অতি সামান্য কাজ করি। এক গদিতে খাতা লিখি। সেই খানেই থাকি।

বিপুল ॥ তা, এই যে রাতে চীৎকার কর, তাতে তোমার মনিব অসন্তুষ্ট হয় না?

যুবক ॥ না।

বিপুল ॥ বল কি?

যুবক ॥ রাতে ঘুমের ঘোরে চীৎকার করি বলেই সে আমায় কাজ দিয়েছে। নইলে আমার মত লোককে কেউ কাজ দেয়?

বিপুল ॥ ঘুমের ভেতর চেঁচাও বলে কাজ দিয়েছে? সে কি হে?

যুবক ॥ তাতে তার পাহারার কাজ হয়।

বিপুল ॥ ও, তাহ'লে ত' তোমার শাপে বর হয়েছে। রীতিমত উপকার হ'য়েছে।

যুবক ॥ হাঁ উপকার হয়েছে। দিনরাত চিন্তা করে করে মনের ভয়কে আমি জয় করেছি! খুন করে ফাঁসী যেতেও আজ আমার ভয় নেই। ঠিক সময়ে ভগবান সুযোগ মিলিয়েছেন। আজ দেনাপাওনার হিসাব হবে! অত্যাচারীর বিচার হবে।

বিপুল ॥ ওকি তুমি চেঁচাচ্ছ কেন?

যুবক ॥ আনন্দে! আমার এতদিনের সাধ পূর্ণ হবে। তোমার বুকের রক্ত আমি দেখব।

বিপুল ॥ আমার! (ভীত হইয়া)

যুবক ॥ ওই আসামী, এই ফরিয়াদী। ওপরে বিচারক ভগবান। (বিপুল পিছন ফিরিয়া দাঁড়াতেই) খবরদার পালাতে পার্ব্বে না। আজ তোমার নিষ্কৃতি নেই।—

বিপুল ॥ (পিস্তল বাহির করিয়া) খবরদার। চুপ। এগুলেই গুলি করব।

যুবক ॥ পিস্তল।

বিপুল ॥ হাঁ। সরকার আমার মত জানোয়ারকে License দেয়। তোমার মত মাতৃভক্তকে দেয় না। চলে যাও নইলে—

যুবক ॥ কর গুলি কর। তাতেও আমার আশা পূর্ণ হবে।

বিপুল ॥ Nonsense! কি আশা পূর্ণ হবে?

যুবক ॥ তোমায় মেরে আমায় মরতে হ'ত, না হয় আমায় মেরে তোমায় মরতে হবে। এ অঞ্চলে পিস্তল কারো নেই। খুনী খুঁজে পেতে পুলিশের দেরী হবে না।

বিপুল ॥ এ সব ত বেশ বোঝ। মাথা খারাপ ত নয়। আমায় মারবার জন্য এই উৎসাহ কেন?

যুবক ॥ আমার মায়ের সর্ব্বনাশ ক'রেছ বলে।

বিপুল ॥ কি আশ্চর্য্য! তোমার মা'র আমি অনিষ্ট করেছি! এ ধারণা তোমার কেন বলত?

যুবক ॥ প্রথম কলঙ্কের বোঝা অনাথা বিধবার মাথায় তুমিই তুলে দিয়েছ, তারপর ধাপে ধাপে অধঃপতনের পথে সে নেমে গেছে। আর তার কলঙ্কের কালি আমার সর্ব্বাঙ্গে মাখানো আছে। আমার জীবন ব্যর্থ। আমার মান নেই, মর্য্যাদা নেই, যোগ্যতার কোনোও দাম নেই।

বিপুল ॥ একটু স্থির হও, শোন। দেখ আমি খুব ভাললোক।

যুবক ॥ একটু আগে মেয়েটিকে ঐ কথা বলছিলে।

বিপুল ॥ মেয়েদের কাছে প্রায়ই সত্যকথা কেউ বলে না। আর তারা সত্য

চায়ও না। তা যাক্‌গে যাক্‌! আমি সত্যি ভাল লোক। তোমার দুঃখটা আমি বুঝতে পেরেছি। ঐ সব কলঙ্কের জন্য ভাল কাজ তুমি পাওনি—অভাব অনটন ঘুচছে না—তাই দোষটা আমার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা ক'রছ।

যুবক॥ আর মায়ের লাঞ্ছনা কিছু নয়?

বিপুল॥ একটু স্থির হ'য়ে শোন। আমার মনে পড়ে না; তবু তোমার কথা যদি সত্যি হয়, তাহ'লেও তোমার মাকে লাঞ্ছনা করেছি মনে কচ্ছ কেন? ছবি দেখলুম ত'। ঐ রকম চেহারা যার ছিল বা আছে তাকে লাঞ্ছনা করব এমন বদরসিক ত আমি নই।

যুবক॥ তুমি শয়তান! তাকে প্রলোভনে ভুলিয়ে, চিরজন্মের মত একটা অসম্মানের বোঝা মাথায় দিয়ে পথে বসিয়ে গেছ।

বিপুল॥ আমি তাকে অসম্মান করেছি! পুরুষ যে নারীকে ফুলের মত আদর ক'রে বুকে তুলে নেয়—তুমি তাও জান না?

যুবক॥ আবার পায়ে দলেও যায়।

বিপুল॥ সে anti-climax-এর ভয়ে। ফুল ফোটে আবার ঝরেও যায়। যতদিন তাজা থাকে ততদিন এক আধটুকু কাঁটা সওয়া যায়। ঝরে গেলেও কাঁটা আঁক্‌ড়ে পড়ে থাক্‌লে—কোনও লাভ আছে কি? যাক্‌গে যাক্‌! ছুরীটা আমার নীচে যেমন ছিল তেমনি রাখ। আমিও পিস্তল লুকাই। হঠাৎ কেউ এসে পড়লে দেখে হক্‌চকিয়ে যাবে।

যুবক॥ (প্রায় কাঁদিয়া) আমার জীবনে ঘৃণা হয়েছে। আমি অক্ষম—আমি অপদার্থ—

বিপুল॥ এই ত্যাখ। শোন—শোন, মিছে দোষ দেওয়া তোমার স্বভাব দেখছি। যা' ঘটেছে তার জন্য আমারও দোষ নেই। এই নাও—আজ এই ২০ টাকা নিয়ে যাও দেখি। বড্ড দাম আজকাল, তবুও একজোড়া ধুতি, একটা জামা হবে। (নোট বাহির করিয়া) এই নাও—

যুবক ॥ তোমার টাকা আমি স্পর্শ কর্ব্ব না।

বিপুল ॥ কেন? উপার্জ্জন ভাল হচ্ছে না বলেই তা আমার দোষ দিচ্ছ। যদি সুখে থাকতে ভাল উপার্জ্জন হত, তাহ'লে ত' তুমি আমায় দুষতে না। নভেল পড়ে পড়ে মাথা খারাপ হ'য়েছে। মরবেইবা কেন? মারবেইবা কেন? জীবনে অনেক কিছু দেখবার শোনবার বা করবার পাবে। এই নাও—

[যুবক একটু চিন্তা করিয়া টাকা লইবার ছল করিয়া বিপুলের কাছে গিয়া তাহার পকেটে রাখা পিস্তল ধরিল। কিছুক্ষণ ধবস্তাধ্বস্তির পর পিস্তল ছিনাইয়া লইয়া সরিয়া আসিল।]

যুবক ॥ এইবার আমার সাধনার সিদ্ধি।

বিপুল ॥ উঃ কারো ভাল করতে নেই—

যুবক ॥ ভগবানের নাম কর্ব্বার ইচ্ছে থাকে করে নাও—one, two, three বলেই আমি গুলি কর্ব্ব। তারপর পিস্তল তোমার হাতে দিয়ে চলে যাব।

বিপুল ॥ ও! লোকে মনে করবে যে আমি আত্মহত্যা করেছি, না?

যুবক ॥ হাঁ—one.

বিপুল ॥ পিস্তল কখনও ছুড়েছ?

যুবক ॥ না—two, three—(safe দেওয়া ছিল, আওয়াজ হইল না)

বিপুল ॥ (বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া) সত্যি মাথা খারাপ তোমার—

যুবক ॥ মাথা ঠিক আছে। পিস্তল না চালাতে পারি, ছুরিতেই কাজ হবে—শয়তান—

[পিস্তল পকেটে রাখিয়া ছুরি তুলিয়া অগ্রসর হইতেই মাষ্টার মহাশয় আসিয়া ছাতার বাট দিয়া তাহার গলা টানিয়া ধরিল।]

মাষ্টার মহাশয় ॥ ছুরি ফেল—ফেলে দাও—

বিপুল ॥ লোকটার মাথা খারাপ—হাত মুচড়ে ছুরি কেড়ে নিন—

[মাষ্টার ছুরি কাড়িয়া লইবার সময় বিপুল যুবকের পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া লইল।]

মাষ্টার মহাশয় ॥ ছিঃ একি কচ্ছিলে প্রসাদ ?

বিপুল ॥ আপনি একে চেনেন ?

মাষ্টার মহাশয় ॥ চিনি, আর কি জ্বালায় ও জ্বলছে তাও জানি।

বিপুল ॥ তবে আর কি, আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে আপনিও কিছু lecture উপদেশ দিন।

মাষ্টার মহাশয় ॥ উপদেশে কিছু হয় বলে আমার বিশ্বাস নেই।

বিপুল ॥ আপনার কথাটা ভাল এবং বোধ হয় ঠিকও বটে। জীবনে কুবুদ্ধি দেবার লোকত মেলাই জুটেছে কিন্তু সুবুদ্ধি দেবার লোকও ত ছিল। আমার যা হবার তাই হ'ল। ক্ষেত্র খারাপ—আগাছাগুলো গজ গজ ক'রে গজিয়ে উঠল আর তাদের চাপে ভাল বীজগুলো আঁকুর ছাড়তে পারল না।

মাষ্টার মহাশয় ॥ এখনও সময় আছে কিছু বলা যায় না। দেখুন প্রসাদের উপর আর কোনও অত্যাচার এ নিয়ে করবেন না। কলঙ্কের জ্বালা বড় জ্বালা—এ বেচারী জ্ঞান হ'য়ে থেকে তাতে জ্বলছে। চল প্রসাদ—

বিপুল ॥ আমি কিছু টাকা ওকে দিতে চাইছিলুম।

মাষ্টার মহাশয় ॥ টাকা পেলেই এর ক্ষতিপূরণ হবে কি ? একে মর্য্যাদা দিতে পারবেন—একে সম্মানের আসনে বসাতে পারবেন ?

বিপুল ॥ ও সব ত সমাজের কাজ। আমার নয়। যদি দোষ সত্যিই কারও থাকে ত আমার আছে কিংবা ওর মারও আছে কিন্তু যে নির্দ্দোষ তার ওপর নির্য্যাতন হচ্ছে—

মাষ্টার মহাশয় ॥ তাই এর মনের দাগ মুছতে হবে অন্য উপায়ে—টাকা দিয়ে নয়—

বিপুল ॥ (চিন্তা করিয়া) উঁ। আচ্ছা আমি চলি। আর কিছু করবার হাত

ত' আমার নেই। যদি কিছু টাকা পয়সা হ'লে ওর সুবিধা হয়, আমায় জানাবেন। হাত থাক্‌লে নিশ্চয় দেব— [প্রস্থান]

মাষ্টার মহাশয় ॥ প্রসাদ চল। আঘাত দিয়ে আঘাতের শোধ হয় না, বাড়ে কেবল জ্বালা।

প্রসাদ ॥ মাষ্টারবাবু, আমার আর সহ্য হয় না,—আমি কি কর্ব্ব—

[বংশী, টেপারু ইত্যাদি ৩।৪ জন লাঠি হস্তে প্রবেশ করিল]

বংশী ॥ হেই! বাবুটা না ঘোড়ায় চড়িয়া পালে গেল্‌!

মাষ্টারমহাশয় ॥ তা ত' গেল।

টেপারু ॥ কয়া দিছেন ত'। ফির যদি দীঘির ঘাটে অমন করি আইসে—

মাষ্টার মহাশয় ॥ থাম্‌—থাম্‌। একেবারে লাঠি সোঁটা নিয়ে দল বেঁধে হাজির যে!

টেপারু ॥ লাঠি নেওয়ায় লাগিবে। ধরি আয় গাঁটিয়া লাঠি, না মানি উজান ভাটি, যার কসি ডাং—প্যাটের ভাত পরণের কাপড় ত' নিছে, ফির ইজ্জৎও নিবার চায়। ভারী হামার ভদ্দরনোক—

মাষ্টার মহাশয় ॥ ভদ্রলোকের উপর বড রাগ দেখ্‌ছি—

বংশী ॥ রাগ হবার নয়? উয়ারায় ত হামাক্‌ চুষি চুষি খাইলে। কাঁয়ো মহাজন, কাঁয়ো জমিদার, কাঁয়ো জোতদার—আমলা, হাকিম, উকীল, মোক্তার সাজিয়া হামাক শ্যাষ কইল্লে—

[ধর্ম্মদাস বেগে প্রবেশ করিল]

ধর্ম্মদাস ॥ কেন হে পালে গেইছে? আচ্ছা দেখা যাইবে? সব শুনিছেন মাষ্টার বাবু—বেটী ছাওয়ার নাওয়ার ঘাটে আসিয়া ভালুক ভুলুক ক'রে।

মাষ্টার মহাশয় ॥ কেন রাগারাগি করিস্‌—এখন বাড়ী যা—

ধর্ম্মদাস ॥ বাড়ী নয়। যামো থানায়। একনম্বর এজাহার দিয়া রাখি—

মাষ্টার মহাশয় ॥ যা করবি ভেবে চিন্তে করবি। রাগের মাথায় কিছু ক'রে বসিস না।

ধর্ম্মদাস ॥ গরীবের রাগ খাটে কি বাবু! থানায় যায়া ১১০ ধারার কথাও কয়া আসি। আর ফির হামার ভবানীগঞ্জের জমীদার বাবুর কথাও কয়া আসি।

মাষ্টার মহাশয় ॥ ভেবে চিন্তে যা হয় করবি। শুধু শুধু অশান্তি বাড়াবি না—। চল প্রসাদ—

প্রসাদ ॥ কোথায় যাব ?

মাষ্টার মহাশয় ॥ তোমার সঙ্গে আর বকতে পারি না। স্কুলের বেলা হ'ল—চল। [মাষ্টার মহাশয় ও প্রসাদ চলিয়া গেল]

ধর্ম্মদাস ॥ আমি থানায় যেইনো। বাড়ীতে কয়া দেন। অশান্তি হইবে—অশান্তি হইবে! আচ্ছা দেখা যাইবে।

বংশী ॥ টেপারু দেখায় নাইগ্ বেতে'! [বলিয়া লাঠি উঁচা করিল।]

তৃতীয় দৃশ্য

[দেবীডোবা থানা। সময় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। ছোট দারোগা বাবু টেবিলের নিকটে বসিয়া ফাইল উল্টাইতেছেন। এবং মাঝে মাঝে বাহিরের দিকে একটু ব্যস্তভাবে চাহিতেছেন। থানা ঘরটির বামপাশে লোহার গরাদে দেওয়া হাজত ঘর, দক্ষিণ পার্শ্বে বাহিরে যাইবার দরজা, সেই দরজা দিয়া বাহিরের বারান্দার থাম এবং থানার সামনে খোলা মাঠের কতক অংশ দেখা যায়। সিপাহী রাম অবতার সিং বাহির হইতে আসিয়া, ঘোড়া যেমন বহুদূর দৌড়িয়া আসিয়া শ্রম অপনোদন করিবার জন্য সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ে, সেইরূপ বিচিত্র ভঙ্গী এবং বিচিত্র শব্দ করিয়া ঘর্ম্মাক্ত মস্তক

হইতে বাঁধা পাগড়ীটি তুলিয়া হাতে লইয়া ছোটবাবুর কাছে আসিয়া বলিল।]

রাম ॥ সেলাম ছোটাবাবু, ওঃ বাহারমে বড়া ধুপ !

ছোট ॥ এত দেরী হল ? কি খবর ?

রাম ॥ আর তো হামাদেরভি ই মুলুক সে ভাগতে হোবে। কেনো কি খানা বেগোর তো মরিয়ে যাব।

ছোট ॥ কেন চাল পেলে না ?

রাম ॥ আরে বাপরে, কউন কউন গ্রাম সে হাজারো আদমী আসিয়ে গিয়েসে, আউর কণ্ট্রোলকে এক দোকান।

ছোট ॥ (বিরক্ত হইয়া) কি বক্‌ছ ? চাল যোগাড় হল ?

রাম ॥ সিভিগার্ড সব লাগাইয়ে দিয়েছেন, আপনা হাঁথে রাখিয়ে লিতেন তব সব কুছ মিলিয়ে যেত।

ছোট ॥ ওরা আমায় বিশেষ করে ধরেছে একমন যোগাড় কত্তেই হবে যে। কি বলে, চৈতন দা কি বলে ?

রাম ॥ বলে কি রাতে আসিয়ে লিয়ে যাইও। আজ বড় হাল্লা ছোটবাবু, বহুত আদমী আছে, লুটভি করিয়ে লিতে পারে।

ছোট ॥ হোক্ হোক্। লুঠতরাজ হওয়া দরকার। খালি ধান চুরির এজাহার লিখে লিখে বিরক্ত ধরে গেল।

রাম ॥ জী-হ্যাঁ, ওদিন এরফ্যান দফাদার বলতেছিল কি যে, ই মুল্লুককে সব আদমী চোর হইয়ে গিয়েছে। এ ওকর বাড়ী চুরি করতেসে ত ও একর বাড়ী চুরি করতেসে।

ছোট ॥ সব ম্যাদামারার দল, ছিঁচকে চোর। বড়লোকের বাড়ীর দিকে ভয়ে ঘেঁসে না।

রাম ॥ ও সব আদমী ভুখ্‌কে মারে চোর হইয়েসে কি না ?

ছোট ॥ মরবে বেটারা এবার। বার তের টাকা মন হতেই লোভে পড়ে

যে যার মত সব ধান চাল বেচে দিলে। আর এখন ২৫/ ৩০ টাকা দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে তাও পাচ্ছে না।

রাম ॥ বাকী হামার মুল্লুকমে, কালী কসম্ ছোটবাবু, সব কুছ মিলতেছে। আঁটা, ছাতুয়া, চাউল, ঘিউ—

ছোট ॥ তবে আর কি, এদেশের স্কন্ধ থেকে সরে পড়ে মুল্লুকমে যাও আর ছাতুয়া খাও।

রাম ॥ অব কা করি হুজুর; যওন তনখা মিল্‌ত্‌হোউ, উস্‌মে কি পেট ভরি? আজ কাল ইধার উধার সে—ভি কুছ্ মিলেনা। ই মুল্লুক কে আদমী সব ফকীর হইয়ে গিয়েসে।

ছোট ॥ তবু তো এ মুল্লুকের চাকরীর লোভ ছাড়তে পার না।

রাম ॥ আজকাল ইয়ে নকৃরিমে কোন ভি ফয়দা নেহি ছোটাবাবু, না পায়সা —না ইজ্জৎ।

ছোট ॥ তোমার ইজ্জতের আবার কি হল?

রাম ॥ হপ্তামে চার রোজ তো থানামে ডিউটি আওর তিন রোজ মফস্বল। আউর সেখানে ভি কোই ডরতেছে না। ব'লে কি পুলিশ ধরিয়ে লিবে তো কি হোবে? খানা তো মিলবে। আউর এখানে ভি কণ্ট্রোল দোকানকে কাম সিভিগার্ড্‌কে দিয়েছেন, আদমী লোক সিপাহীকে কোই মান্‌তেসে? পান খিলায়, বিড়ি পিলায়, তো সিভিগার্ডকে।

ছোট ॥ (হাসিয়া) তাইতো। বড় বিপদ হয়েছে তোমাদের দেখছি।

[ফাইল লইয়া পাশের ঘরে প্রবেশ করিল—ধর্ম্মদাসের প্রবেশ]

রাম ॥ কি রে ধর্ম্ম—আমার বাত মানবি নাই। জমিদারবাবু বড় আদমী আছে। খালি গড়বড় হোবে। ফায়দা হোবে না।

ধর্ম্মদাস ॥ কয়া তো দেখি কি হয়।

রাম ॥ কিছু হোবে নাই। বিলকুল ঝুট্ বলিয়ে তুমহার কে উড়াইয়ে দিবে। আউর পিছে জুলুম ভি করবে।

[ছোটবাবুর প্রবেশ। ধর্ম্মদাস ছোটবাবুর পায়ের ধূলা লইল। ধর্ম্মদাস দাগী, তবে হাজিরি দিবার সময় পার হইয়া গিয়াছে।]

ছোট॥ কি ধর্ম্মদাস! তোমার যে দেখাই নেই।

ধর্ম্ম॥ হামার তো হাজিরি দেওয়া খ্যাব্‌ হইছে হুজুর।

ছোট॥ তাতো হয়েছে। তবে তোমরা হচ্ছ করিত কর্ম্মা লোক। চুপ্‌ চাপ্‌ ঘরে বসে থাকলে লোকে আশ্চর্য্য হবেই তো।

ধর্ম্ম॥ ইচ্ছা করি কি আর বসি থাকি ছোটবাবু। হাউলি কৃষাণের কাম তো পাইলে করি। কিন্তুক্‌ খাওয়া দেওয়া নাগে বলিয়া কৃষাণ কেউ ডাকাবারে চায়না, আর পারেও না।

ছোট॥ (হাসিয়া রসিকতার ভাবে বলিলেন) আরে সে কাজের কথা বলছিনা। রাত কৃষি আর কর্চ্ছোনা? বলি রাত কৃষির—

ধর্ম্ম॥ (কুণ্ঠিতভাবে) কেনে লজ্জা দেন ছোটবাবু? বুদ্ধির ভুলে কুকাজ করিয়া আইজো দাগী হইয়া আছি।

ছোট॥ কুকাজ—সে কি কথা! তোমার চুরির তদন্ত তো আমার হাতেই ছিল। তোমার কাজ কর্ম্ম যে রকম পরিষ্কার দেখেছি তাতে মনে হয়েছিল বেশ যত্ন করে ভাল লোকের কাছেই তালিম নিয়ে কাজ শিখেছিলে। কুকাজ! কুকাজ কি কেউ অত যত্ন করে শেখে। কার কাছে শিখেছিলে হে?

ধর্ম্ম॥ (নত মস্তকে) জ্যালেতে হামি সিঁধের কাম শিখছিনু দীনু চোরের কাছে।

ছোট॥ এখন এটাকে কুকাজ বলছ শুনলে তোমার ওস্তাদ দুঃখিত হবে না? কুকাজ! কুকাজ কি কেউ অত যত্ন করে শেখে—কষ্ট করে শেখে?

ধর্ম্ম॥ এটা কুকাজে হয় ছোটবাবু। চুরি করি কারো লাভ হয় না।

ছোট॥ নিজের লাভের জন্য কি আর তোমরা চুরী কর। ধন বণ্টনের সমতা রক্ষা করার জন্য তোমাদের এ চুরী করা, কি বল।

ধর্ম। (সাধুভাষা ঠিক বুঝতে না পারিয়া) কি বা কইলেন, বুঝিবারে পারি না।

ছোট॥ (হাসিয়া) বড় লোকের ঘর থেকে, আটকে থাকা টাকা এনে দশজনের ভেতর তোমরা ভাগ করে দাও বুঝেছ? থলেৎদার কিছু পায়, স্যাকরা কিছু পায়, বাসনওয়ালা কিছু পায়, দোকানদার কিছু পায়।

রাম॥ (রসিকতা উপভোগ করিয়া নিজে রসিকতার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া) সেলামী উলামী হাম্‌লোক্ কে ভি কুছ কুছ মিলিয়ে যায়।

ছোট॥ কতকগুলো ছ্যাঁচড়া লোক ধান চুরী কর্চ্ছে, আর তোমাদের মত কাজের লোকগুলো সব বৈরাগী হয়ে বসে আছে। তোমাদের এ রকম মতিগতি হলে আমাদের চাকরী আর কদিন থাকবে?

ধর্ম॥ (ছোটবাবুর ব্যঙ্গে আহত হইয়া মাথা নীচু করিয়া বসিয়াছিল সে; ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিতে বলিতে ধীরে ধীরে মাথা তুলিতে লাগিল।) ছোটবাবু লোভে হউক, রাগে হউক, বুদ্ধির ভুলে কুকাজ কর্চ্ছি বলিয়ায়াত মজাক্ ঠাট্টা করিয়া কতয় কথা কইলেন। বাবু হামরা মুর্খ চাষী লোক, হামার বুদ্ধি ছোটয় বলিয়া তো ছোটলোক কন্। ভাল মন্দ কিছুই হামরা বুঝিনা, কিন্তুক কেউ কি হামাক্ বুঝেয়া দিছে বাবু। বাবু, জনম ভোর হামরা দেখি যে হামার দেশী বাবুর ঘর, ধনীর ঘর, জোতদার, জমিদার, প্রধান ঘর, সরকারী চাকরীয়ার ঘর—উকিল-মোক্তার ডাক্তার ঘর কতয় বুদ্ধি করিয়া খালি হামাক্ ঠকেয়া, টাকা পইসা চুষিয়া নিয়ে যান, আর ফির সেই টাকা পয়সায় কতয় ভাল ভাল জামা কাপড়, গাড়ী, মটর, গয়না পত্তর করিয়া হামাকে দ্যাখেয়া দ্যাখেয়া ফুটানি করিয়া বেড়ান। বাবু, তোমার বেটী ছাওয়ালগুলার শাল সাড়ী দেখিয়া হামার ঘরের বৌ বেটিক্, কি এক জন্নাও সাজেয়া দেখিবার ইচ্ছা করেনা? ছোটাবাবু, তোমরা যদি ক্যাল সাজ পোষাক রং চং না কইরেন

হয়, তা হইলে ফির হামরাও মন ওগুলা না চাইল হয়। তোমরায় হামাক দ্যাখেয়া ভাইল ভাতে খান, আর হামাক্ উপাস কইর্বার কন্? আবার ফির হামার মনে সাধ হইলে হামার মতিগতিক্ মজাক্ও করেন।

ছোট॥ (বিস্মিত হইয়া) হাঁরে ধর্ম্মদাস তোরা এ সবও বুঝিস্?

ধর্ম্ম॥ প্যাটের ভুখে আইজ বুঝিবার ধচ্চি। সারাদিন রোইদে, বৃষ্টিতে জলে কাদায় কিচড়ে থাকিয়া, খাটিয়া প্যাটের ভাত আর পাঁচ হাত্তি কাপড়া জুটে না। দুই একজনের ধনী হওয়া ত হামরাও দেখছি। খালি ফাঁকি দিয়া, আইন বাচেয়া আর তেমাক খুসী রাখিয়া যে সব কাম তামরা করে আর ফির সেই কাম করিয়া টাকা পাইসা করিয়া, হাউস আর সখ মিটায় তা দেখিয়া আর কারো খাইটবার মন চায়না। খাটিয়াতো দেখছি চাষ করি সোনা আর খাই ছাই। আর না খাটিয়া ফাঁকি দিয়া সরল লোক ঠকাইয়া কেমন করি টাকা হয় তাও দেখছি। (বলিতে বলিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিল।) ক্যানে কাম করিমো— হামরা কেনে কাম কইর্মো।

ছোট॥ আরে থাম, থাম, তুই মনে মনে যে রকম জ্বলে আছিস, চুরি না করেও হয়তো তোর এখানে আসতে হবে শিগ্গিরই।

ধর্ম্ম॥ ফির যদি হাত কড়ি পরিয়া আসায় নাগে ত, বড়লোকে ছোট কাম করি আসিবার নই, ছোট লোকের বড় কাম করি আইস্মো। আজ ফাঁকি দিয়া সউগ নিয়া তোমরা হইলেন বড়লোক আর সউগ দিয়া উপাস করিয়া নেংটী পরি থাকিয়া হামরায় হইনু ছোটলোক। হামারে সব খায়া খায়া তোমরা হাসেন, আর হামার গুলার চোখে সদায় পানি ঝরে। হাম্বার মত দুঃখী লোকের চোখের পানি মুছতেই যদি নাগে তো ফির হাত কড়ি পইরমো। নিজের জন্ত নয় বাবু, নিজের জন্ত নয়।

ছোট ॥ ইস্। আজকাল চোখের পানি টানিও চোখে পড়ছে দেখছি। এ সব কথা কার কাছে শিখলিরে ?

ধর্ম্ম ॥ চোখের পানির কথা ? যাও ক্যানে তোমারে সরকারী চালের দোকানে, চোখের পানি দেখি আইস। রাইত থাকিয়া কত হাজার হাজার লোক আসিয়া রাস্তায় বসিয়া আছে। কল আছে ছাপাইলে টাকা হইল, টাকার লোভে গ্যাখেয়া হামার সব ধান কিনি নিয়া আইজ হামার কাছে দুনা দামে ব্যাচাবার ধইচ্ছেন।

ছোট ॥ কি বোকা তুইরে ? সরকারী দোকান কত উপকার কচ্ছে, বাজারের চেয়ে কত সস্তায় দিচ্ছে।

ধর্ম্ম ॥ ছোটবাবু, ধনীর বাড়ীর কাঙালী বিদায়ের মত। কাঙালীর একদিন প্যাট ভরিল কি না ভরিল, ধনী কিন্তুক পাঁছ বছর ফুটানি করি বলি বেড়াইল হামি যা খাওয়াছিনু তার মত কাঁয়ো পারিবার নয়, হামার মত কালিজা কারো নাই। হামারে ধান নিয়া হামাক বেচান। আইজ সারা দেশের চাষী-মজুর খাটিয়া খাওয়া লোককে ভিক্ষুক করিয়া ফ্যালাইছেন না। ধান কাটা মাড়া হইলে হামরা কত কাঠা কাঠা ধান ভিক্ষা দেই, আর আইজ এক সের চাউলের জন্তে পাইসা ধরি আসিয়াও ভিক্ষুকের মত দাঁড়েয়া থাকা লাগে। হায়রে হামার বুদ্ধি, আর হায়রে হামার প্যাট।

ছোট ॥ তুই চাল কিনতে এসেছিস বুঝি ?

ধর্ম্ম ॥ হয়। তা ফির শুনা গেল চাউল সবাকে দিবারে পাইরবার নয়। কি কইরমো ? দুই সেরের দাম দিয়া অন্ত দোকান থাকিয়া এক প্যার নিয়া যামো, একবেলা চলিবে, পাছে ফির গ্যাখা যাইবে।

রাম ॥ ভগবান মালিক ! কিসি কিসি স্বরৎসে চালা লেগা।

ধর্ম্ম ॥ ভগবানের ভরসা করিয়া তো আইজো বাঁচিয়া আছি, শুনি নাকি সকলের দুঃখ কষ্ট তাঁয় বুঝে—(দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) গ্যাখা যাউক

বুঝে কি না। কিন্তুক সিপাহীজি, তোমার মুখে ভগবানের নাম শুনিয়া মনের বিশ্বাস কমিয়া যায়।

রাম॥ কেনো? হামি লোক ভগবান মানি না?

ধর্ম॥ কাঁয় জানে দুঃখীর ভগবান আর সুখীর ভগবান একেজন হয় কি না হয়।

রাম॥ আরে ছোঃ! "হরিসে বন্ রহো ভাই, বনত বনত বন্ যাই", বিশ্য়োয়াস রাখবি।

ধর্ম॥ বিশ্বাস ত করি। বাপরে! আগুন বিশ্বাস করি, বাতাস বিশ্বাস করি, ভগবান বিশ্বাস করি না? সারা দ্যাশের বিদ্বান বুঝিমান ঘর ভগবান মানে, তার নাম হামাক শুনায়, ধনী বড়লোকের ঘর কত হাজার হাজার লাখ লাখ টাকা খরচ করিয়া মন্দির গড়েয়া ঠাকুর বসায়, তারা ভয় করে ভক্তি করে বিশ্বাস করে, হামরা না মানি পারি? কিন্তুক ফির্, থাকি থাকি এক কথা মনে আইসে—

রাম॥ কি কোথা?

ধর্ম॥ ভদ্দর ঘর হামাক্ যেমন অন্ধকারে রাইখ্ছে, কিছুই বুঝিবার না দিয়া, যত দুঃখের বোঝা হামাক্ গুলার উপর চাপায়া রাইখ্ছে্ তেমনি ফির কোন বা বুদ্ধি করে একনা ভগবান বানায়া হামার মনের উপর চাপেয়া রাইখছে, দুঃখ করি আর তাক্ ডাকি, হামার দুঃখ ঘুচে কৈ? ধনীর ঘর ঠাকুর মানিয়া, তার মন্দির গড়িয়া, ফুটানী করিয়া ধুমধাম করিয়া পূজা করে আর ভাল ভাল পরসাদ খায়, আর হামরা সেই ঠাকুর মানিয়া, সদায় ডাক ডাকিয়া, ঘরে ফেলি চোখের পানি, আর মন্দিরে গেলে ঢুকিবারে পাই না, বেশী কাছে যাবার চাইলে পাই তোমারে মত সিপাহীর দাবড়ী। কি জানি সিপাহীজী—ধনীর ঠাকুর ধনীরে মত হামাক ঘিন্না করে নাকি।

রাম॥ জয় শ্রীরাম! এমন বাত কভি দিলমে আনবি নাই। "রাম নাম

সব কোই কহে ঠক্, ঠাকুর আওর চোর, বিনা প্রেমসে রিঝত নাহি তুলসী নন্দ্ কিশোর।"

ধর্ম॥ হামরা পচ্চিমা কথা বুঝি না।

রাম॥ শুন্ শুন্। তুলসী দাসজী, রামায়ণ আউর ভারি ভারি কিতাব যে লিখিয়েছেন। বোলতেসেন কি, বিনা প্রেমসে ভগবানকে কোই পাইতে পারে না। আওর প্রেম কি? দয়া আওর্ মায়া। সব কোই—জিউকে উপর দয়া করতে হোবে, হাঁ।

ধর্ম॥ হামরা আবার জীব না কি?

রাম॥ আলবৎ জীউ।

ধর্ম॥ হামার উপর কাঁয় জীব বলি দয়া করে? ছাগল, গরু রোইদে থাকিলে হামরা তাক্ ছায়াতে নড়েয়া বাঁধি দেই, পানি দেখাই, আর এই যে হাজার হাজার লোক, না খায়া, না দায়া তোমার সরকারী চাউলের দোকানের সামনে রাইত থাকিয়া খাড়া হয়া আছে, কোন মানুষটা জীব বলি তাক্ দয়া কইর্‌তেছে? সিপাহীজী হামরা মূর্খ চাষী, হামরা কিছু বুঝি না।

ছোট॥ (বাক-বাহুল্যে বিরক্ত হইয়া বলিলেন) থাক্ তোর আর বুঝে দরকার নেই, থানায় কি জন্যে এসেছিস বল।

ধর্ম॥ দাগীর দাগ তোমরা মুছি নিলে কি হইবে, হামার গ্রামের মানুষ গুলাত দাগের কথা ভুলে না, ১১০ ধারার ভয় দ্যাখায়।

ছোট॥ দেখাক্, তুই নিজে ঠিক থাকলে ভয় কি তোর।

ধর্ম॥ ভয় নাই, কিন্তুক বড় জ্বালা হইছে। ভোলন্টিয়ার (volunteer) ঘর ঘড়িৎ ঘড়িৎ ঘরের কাছে আসিয়া ডাকাডাকি করে, তামাম্ রাইত হামাক্ নিদ্ যাবার না দ্যায়। উয়ারাত এক একদিন এক একজনে পাহারা দ্যায় কিন্তুক হামার তো রোজ রাইত জাগা নাগে, কন্ তো কি করি?

ছোট॥ Village defence committee বড় বাবুর হাতে।

ধর্ম ॥ বড় বাবুক্ কইলে ব্যবস্থা হইবে কি ?

ছোট ॥ হ'তে পারে, ভলান্টিয়ার ডাকাডাকি না কল্লে তুইও ফাঁক পাবি তখন সব দিকেই তোর সুবিধে হবে। তুই হচ্ছিস্ পুরোনো মক্কেল, যত শিগ্‌গির পারিস চলে আয়।

ধর্ম ॥ (ছোটবাবুর ব্যঙ্গে আহত হইয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিল) ছোটবাবু, শুনি নাকি ভগবান কাক দিয়া কখন কি করায় কিছু কওয়া যায় না। বড়বাবুর কাছে গেলে তাঁর রাগ হবার নয় ত ?

ছোট ॥ না-না। বড় ভাল লোক, পাশের ঘরেই আছেন। যা।

[ধর্মদাস ছোটবাবুকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।]

রাম ॥ সব লোক বড়া এথি হইয়েছে ছোটবাবু! সরকার লড়াইকে ভাতাভি দিতেছে আওর ফিন সস্তা চাউল উল্‌ভি দিতেছে, দেখিয়ে সব কই জ্বলতেছে।

ছোট ॥ জ্বলনে দেও। যব্‌তক চাপরাস্ হ্যায় কুছ পরোয়া নেহি।

রাম ॥ কওন কওন দেহাতমে ড্যুটি খাতির যাইতে হোয়, তিনঠো লোক লাঠি লিবেত রামজি বাঁচায়, চাপরাস কি হোবে ছোটবাবু।

ছোট ॥ আরে বাবা এই চাপরাসের পিছনে আছে, রাইফেল, বন্দুক, মেশিনগান, বম্ব, এরোপ্লেন, বুঝতা হ্যায় ? (নেপথ্যে গোলমাল শ্রুত হইল।) দেখত গোলমাল কিসের ?

[একটি চাষীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে উত্তেজিত ভাবে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রবেশ করিল। চাষীর হাতে বেতের ধামায় চাউল]

ভদ্রলোক ॥ আয় ব্যাটা তোকে মজা দেখাচ্ছি। এ ব্যাটা নোট নেবে না বলছে ছোটবাবু!

চাষী ॥ হামি তা কই নাই হুজুর, এক সের চাউল ব্যাচাবার আনছি। হামি

আগে কৈছি যে খুচরা পয়সা দিলে দাম তের আনা, টাকা হামি নিবার নই।

ভদ্র ॥ শুনুন মশায়। এ যে অরাজক হয়ে উঠল।

ছোট ॥ (চাষীর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া) তোদের খুসী মত সব হবে, না? টাকা নিয়ে বাবুকে চাল দিয়ে দে, আর তিন আনা পয়সা দে।

চাষী ॥ হুজুর নোট নিয়া হামি কি কইরমো? ভাঙ্গাবার তো পারিবার নই।

ছোট ॥ বাট্টা দিয়ে ভাঙ্গিয়ে নিবি।

চাষী ॥ চাইর আনা বাট্টা হচ্ছিল বলিয়া ঢোল দিয়া তোমরায় না পাইসা বাট্টার দোকান বে-আইনী করি দিছেন, বাট্টা দিয়াও ত পাইসা পাই না।

ছোট ॥ যা-যাঃ। জিনিষ পত্তর যখন কিনবি দোকানে ভাঙ্গিয়ে নিস্। সরকারী টাকা না নিলে চলে?

চাষী ॥ সরকার টাকা কইরছে, নোট কইরছে আর পাইসা করে নাই ক্যানে? কাইল হামার ফুফা হাটে যায়া টাকা ভাঙ্গাবার না পারিয়া সওদাই করিবার পারে নাই, হুজুর ত হুকুম দিয়া দিলেন, মইরতে ত হামরায় মরি। এক এক হুকুম দিয়া দশটা কাউটাল গণ্ডগোল বাঁধান—

[চাষীর কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই পাশের ঘর হইতে বড় দারোগা বাবু ও তাহার পশ্চাতে ধর্ম্মদাস প্রবেশ করিল]

বড়বাবু ॥ কি হয়েছে?

ছোট ॥ নোট Change-এর গোলমাল, নোট নিতেই চায় না।

চাষী ॥ হুজুর, হামরা নোটের পয়সা পাই না।

বড় ॥ পাবি—পাবি।

চাষী ॥ পাইবে না হুজুর। দোকানে নোট নিয়া গেলে জিনিষ দিবার চায় না, কয় খুচরা পাইসা নাই।

ভদ্র ॥ কি বিপদ দেখুন তো বড়বাবু। ব্যাটা আধঘণ্টা থেকে আমায় ঘোরাচ্ছে।

চাষী ॥ হামি ত আগেই কছি যে খুচরা পাইসা না হলে বেচাবার নই।

বড় ॥ বাবুরা কি না খেয়ে থাকবে ?

চাষী ॥ হামরা যে না খায়া আছি, কোন বাবুটা সে খবর করে ? পাইসা না হলে আমার ত্যাল, মুন্ কিছুই হবার নয়। হামার যা যা লাগে দাও ক্যানে ? হামি চাউল দিয়া চলি যাই, তোমরাই ত ঢোল দিয়া বাট্টার দোকান তুলি দিছেন।

বড় ॥ তারা বেশী বাট্টা নিচ্ছে বলে তোদের ভালর জন্যে সে সব তুলে দেওয়া হয়েছে জানিস্। তের আনায় চাল বেচে তিন আনার পয়সা দিয়ে নোট নিতিস্ আর সেই নোট ভাঙ্গাতে যখন চার আনা পয়সা চলে যেত তাতে যে তোদের লোকসান সেটা বুঝিস।

চাষী ॥ হামরা এক টাকা এক আনা করি চাউলের দাম নিনো হয়, আইজ নোট নিয়া কি চাটিয়া খামো ? ভাঙ্গামো কেমন করিয়া।

বড় ॥ (মনিব্যাগ খুলে চেঞ্জ দিয়া) এই নিন মশাই টাকার চেঞ্জ। খুচরো দিয়ে চাল নিয়ে নিন। যা বাবুকে চাল দে, (চাষী ও ভদ্রলোকের প্রস্থান।) ব্যাটাদের আজকাল যা মুখ হয়েছে।

ধর্ম্ম ॥ প্যাটের ভুখে মুখ খুলি গেইছে হুজুর। প্যাটে খাইলে তবে পিঠে সয়।

বড় ॥ (ঈষৎ হাসিয়া) ওরে ব্যাটা ! তুইও ফোড়ন দিচ্ছিস্।

ধর্ম্ম ॥ সইত্য কথা কইছি হুজুর ! কিন্তুক হামার কি হুকুম হইল।

বড় ॥ তুই আর একদিন আসিস্ !

ধর্ম্ম ॥ আরও একটা নালিশ আছে হুজুর !

বড় ॥ এসে শুনবো—তোর তাড়া না থাকে তা হলে একটু বোস !

অনেকগুলো রেজকী আটকে রাখার খবর পেয়েছি। তাই চৈতন সা'র গদিটা একটু দেখে আসি। [প্রস্থান]

ছোট ॥ এ সব লোক কেন যে এ লাইনে কাজ কর্ত্তে আসে।

রাম ॥ বড়া বাবুকা দিল বহুত আচ্ছা।

ছোট ॥ তা হলে ধর্ম্মদাস তোর কাজ হল না দেখছি।

ধর্ম্ম ॥ হয়, বড়বাবু কইলেন যে ভলান্টি ঘরেক্ ত' আমি কয়া দিবার পারি কিন্তুক গ্রামে চুরি হলেই তোর নাম হইবে। তার চায়া উয়ারা যে তোক ডাকি যায় তায় ভাল, তোর ছাপাই সাক্ষী হইবে।

[জনৈক ভদ্রবেশী যুবক ব্যস্তভাবে ঘরে প্রবেশ করিল]

ভদ্র ॥ ছোটবাবু, দয়া করে আমাদের দোকানে শিগ্ গির চলুন।

ছোট ॥ কি হল?

ভদ্র ॥ চাল নেবার জন্য সব লাইন বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। এখন লাইন ভেঙ্গে সব মারামারি আরম্ভ করেছে।

ছোট ॥ মারামারি!

ভদ্র ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, ভয়ানক ভীড়, অনেক লোক, কি জানি যদি ঐ গোলমালের ছুতো করে লুটপাট আরম্ভ করে।

ছোট ॥ যাও তো রাম অওতার, বংশী সিংকে সঙ্গে নাও।

রাম ॥ (ভদ্রলোকের প্রতি) সিভিগার্ড কি করতেছে?

ভদ্র ॥ তারা থামাতে পাচ্ছে না, আমি সাইকেলে চড়ে ছুটে চলে এলুম, আপনি চলুন ছোটবাবু!

ছোট ॥ বড়বাবু না এলে আমার নড়বার যো নেই, থানা সামলাতে একজনকে থাকতেই হবে।

ভদ্র ॥ এ দিকে লুট হয়ে যাবে যে।

ছোট ॥ যাক্ গে! আমাদের যেমন হুকুম তেমনি কাজ কর্ব্ব। যাওনা রাম-অওতার দেখনা কি হোল।

ভদ্র ॥ চল-চল।

রাম ॥ চলিয়ে। বাকী উপরমে রিপোর্ট করিয়ে দিন, ছোটবাবু, ই-সব কাম সিভিগার্ডসে হোবে না। পান উন খাবে, ইধর উধর সে পয়সা মারবে, আওর হাল্লা হবে তখুন পুলিশ যাবে।

ছোট ॥ আবার বক্‌ছে! যাও—যাও।

রাম ॥ হঁা যাইতে ত আসি, এ বন্‌শী-বন্‌শী হো—

[নেপথ্যে কলরব শোনা গেল]

ছোট ॥ আবার কিসের গোল?

[রাম অওতার দরজার নিকট গিয়া দেখিয়া বলিল]

রাম ॥ হুজুর, সিভিগার্ড লোক্ একটা আদমীকে ধরিয়ে আনতেছে। আউর সব লোক ভি পাছে আছে।

[রক্তাক্ত জামালকে ধরিয়া ২টি সিভিকগার্ড প্রবেশ করিল, পশ্চাতে আরও ২।৩ জন আহত লোক ও কৌতূহলী জনতা।]

সি-গার্ড ॥ ছোটবাবু, এই লোকটা লাইন ভেঙ্গে মার পিট করেছে। একটা এজেহার লিখে নিন্।

ছোট ॥ কি? লাইন ভেঙ্গেছে?

জামাল ॥ হুজুর, পাছের লোক চাউল পাবার নয় এই কথা শুনিয়া হামি আগে গেছি।

ছোট ॥ মারামারি করেছ?

জামাল ॥ আমাকে আগে মাইরছে হুজুর।

ছোট ॥ চুপ! কি নাম? (এজেহার বহি লইল)

জামাল ॥ জামালুদ্দীন।

ছোট ॥ বাড়ী কোথায়?

জামাল ॥ পামলী!

ছোট ॥ অতদূর থেকে চাল নিতে এসেছ?

জামাল ॥ কি করি হুজুর! টাকা পাইসা নাই, কাজ কাম নাই, আইজ একমাস থাকিয়া কাচ্চা বাচ্চা নিয়া কোনও দিন খাওয়া জুটে, কোনও দিন জুটে না।

ছোট ॥ তা বলে লাইন ভাঙবে? মারামারি কর্বে? চুপ! কাকে মেরেছ।

সি-গার্ড ॥ এই একজন।

[লোকটিকে সামনে আনিল। লোকটির কপালে একটি বিস্তৃত ক্ষতচিহ্ন।]

ছোট ॥ কি নাম?

১ম লোক ॥ দুঃখীয়া।

ছোট ॥ বাড়ী কোথায়?

১ম লোক ॥ বাড়ী বড় পুলের কাছে হুজুর।

ছোট ॥ মারামারি করেছ?

১ম লোক ॥ না হুজুর। সকাল থাকি লাইনে খাড়া আছি। আর এই লোকটা দৌড়িয়া আসিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া হামার আগে খাড়া হইল। মানা করিনো অমনি হামাক মারিল। এই হ্যাখেন হুজুর আমার—

[ক্ষতচিহ্ন দেখাইল।]

ছোট ॥ ইস্ বড্ড জখম্ হয়েছে। ছুরি টুরি মেরেছে নাকি।

১ম লোক ॥ কি জানি। হয় হয় মাইরছে—মাইরছে।

ছোট ॥ আর কে?

সি গার্ড ॥ এ-ই লোকটি! (অপর আহত ব্যক্তিকে উপস্থিত করিল)

ছোট ॥ কি নাম?

২য় লোক ॥ নাম মণিরাম।

ছোট ॥ বাড়ী কোথায়?

২য় লোক ॥ বাড়ী ডিহিগ্রাম।

ছোট ॥ কি হয়েছে ?

২য় লোক ॥ হুজুর হামাক মাইরছে, গালি দিছে, ফির পিরান ছিঁড়ি দিছে।

[ছিন্ন পিরান দেখাইল]

জামাল ॥ হুজুর! হামার হাত মোচড়েয়া পাইসা কাড়ি নিছে।

ছোট ॥ চুপ—! কি হে পয়সা নিয়েছ এর ?

২য় লোক ॥ মিথ্যা কথা হুজুর! এই ছ্যাখেন দুই সের চাউল কিনার পাইসা বার আনা। আর নাই—

ছোট ॥ হুঁ! ৩২৪ ধারা। এদের সরকারী ডাক্তার খানায় নিয়ে যাও। রিপোর্ট আমাকে দেখিও। এই কি নাম? জামাল—তোমার জামীন চাই। কোনও উকীল কি মোক্তার ব্যবস্থা কর।

জামাল ॥ হা আল্লা। (অসহায়ভাবে চারিদিকে চাইতে লাগিল।)

ছোট ॥ এই হল্লা হাঠাও। (জনতা অপসারিত হইল।)

জামাল ॥ (অত্যন্ত কাতর ভাবে) হুজুর! হামার একটা ছাওয়াল সাথে আছিল। তাক্—

ছোট ॥ দুসের চাল কিনতে আবার ছেলে নিয়ে এসেছিলে কেন ?

জামাল ॥ মানে না হুজুর। ছোটগুলাক ভুলান যায়। ইয়ারা একটু বড় হইছে, ভুলে না। চারদিন ভাত নাই, কিছুতে হামার পাছ ছাড়ি যায় না। হামি লাইনে খাড়া হয়া তাক দুইটা পয়সা দিনো—মুড়ী আইনবার গেছে। আর আসিয়া হামাক না দেখিয়া হাতাশ খায়া কি করিবে—কোঠে যাইবে—(কাঁদিয়া ফেলিল)

ছোট ॥ রাম অওতার দেখতো ছেলেটাকে।

রাম ॥ হুজুর! সিভিগার্ডকে বোলিয়ে দেন না! হামি ডাকিয়া দিতেছি। (দরজারে নিকট গিয়া।) এ গার্ড সাহেব। এ সিভিগার্ড থোড়া শুনিয়ে যান—শুনিয়ে যান।

ছোট ॥ ভাল ওদেরই বলে দাও ছেলে দেখতে। আর তুমি হাজির থেকো। আমি চা খেয়ে আসি। (ছোটবাবুর প্রস্থান, সিভিকগার্ডের প্রবেশ।)

রাম ॥ আরে আসামীর এক ল্যাড়্কা আছে জানতেসেন ?

গার্ড ॥ আমি কি করে জানবো ?

রাম ॥ কাম করলে সব জানতে হয়। ল্যাড়্কা খুঁজিয়ে লিয়ে আসেন।

গার্ড ॥ হাঃ। আমি ছেলে খুঁজতে যাই আর কি—লাইন দেখতে হবে না ?

রাম ॥—হাঁ—হাঁ, লাইনমে মজা আছে। আওর ল্যাড়কা খুঁজলে মজা নেই, সেতো সকুলে জানে। বাকী ল্যাড়কা খুঁজতে হবে।

গার্ড ॥ (বিরক্তভাবে) আমার অত সময় নেই।

রাম ॥ মামলা লিখাইয়েসেন, বাপকে হাজতে দিয়েসেন আর যখুন ল্যাড়কা হারাইয়ে যাবে তখুন ডামিজ (damage) কে মজা দেখিয়ে লিবেন।

গার্ড ॥ ডামিজ !

রাম ॥ হাঁ-হাঁ-ডামিজ। কমসে কম দু শও রুপেয়া ডামিজ করিয়ে মামলা লাগাবে তখুন আওরভি মজা হোবে।

গার্ড ॥ ড্যামেজ। সত্যি ?

রাম ॥ আরে বাবা, খালি পান উন খাইলে কি হয় ? কানুনভি কুছ কুছ জানতে হোয়।

গার্ড ॥ (বিব্রত হইয়া বিরক্তভাবে) আচ্ছা-দেখি। কত বড় ছেলে ?

জামাল ॥ (হাত দিয়া উচ্চতা দেখাইয়া) এই এত কোনো।

গার্ড ॥ বয়স কত তাই বল। গাড়োল কোথাকার।

ধর্ম্ম ॥ হামরা চাষী লোক। বয়সের হিসাব রাখিবার পারি না। নামটা কয়া দাও মিঞা।

জামাল ॥ নাম বচিরুদ্দী।

ধর্ম্ম ॥ বাবু! ঐ নাম ধরি ডাকাইলে ছাওয়াটাক্ ঐখানে পাইবেন।

গার্ড ॥ নাম বছিরুদ্দী? আচ্ছা দেখি। তুমি বল কি সিপাইজী! ড্যামেজ?

রাম ॥ হাঁ-হাঁ; ডামিজ। (সিভিকগার্ড মলিন মুখে প্রস্থান করিল—রাম অওতার বিজয়গর্ব্বে সহাস্য মুখে ধর্ম্মদাসকে বলিল) এ ধরমু, তুমহার লোকের কি একটা বাত আসে রে? বক্‌রী সে যব কাম চলি তো ফির বয়েল কোই কিনি? আরে, এসব কুছ্‌ভি জানে না, খালি পান খায় আওর সিগারেট্‌ পিয়ে। ফস্‌ ফস্‌—

জামাল ॥ হাঃ আল্লা! (কপালে করাঘাত করিয়া মাটিতে বসিল।)

ধর্ম্ম ॥ তোমার তো ফির জামিন লাগিবে মিঞা। ছোটবাবু কইল। তার কি করিবেন?

জামাল ॥ কি কইরমো ভাই! (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।)

ধর্ম্ম ॥ হামার বাড়ী তোমার গাঁও-এর বগলে, সিমগাড়ী। যদি কন্‌তো বাড়ী যাইবার সময় হামি তোমার বাড়ীতে খবর দিয়া যাবার পারি।

জামাল ॥ কাক্‌ খবর দিবেন? আমার কি কেউ আছে! বেটী ছাওয়া কোনার কাপড়ায় নাই তাঁয় বাড়ী থাকিয়া বাইরে হবার পাইরবার নয়। তারে ছ্যাওঠা আমি পরি আছি। আমার যে কাঁয়ো নাই ভাই। ছাওয়াল কোনা আছিল সাথে। কোঠে কোঠে হামাক খুঁজি বেড়েবার লাইগ্‌ছে কাঁয় জানে (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল)।

ধর্ম্ম ॥ তোমার গ্যাওয়ানী কি প্রধান কাঁয়ো থাকে যদি তাকও খবর দিবার পারি।

জামাল ॥ গরীবের কি গ্যাওয়ানী প্রধান থাকে? গরীবের পাছে কাঁয়ো খাড়া হয়না। প্রধানের কথা আর কননা। একটা খাসী আমার ছাওয়ালটা নিয়া বেড়াছিল। আইজ্‌ সেটা বেচাছি হামার গাঁয়ের প্রধানের কাছে। ৪ টাকা দাম হইল, দুই ধারা ধান করজ নিছিনু, তারে দাম ৩।০ আনা কাটি নিয়া বারো আনা পাইসা দিলে। প্রধানের হাতে পায়ে ধরিয়া।০ পাইসা চাইনো তা চাইরটা পাইসা

দিলে; সেই চাইর পাইসা ছাওয়াক্ জলপান খাবার দিছিনো। ক্যানে দিনু হায়-হায় ক্যানে দিনো (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিতে লাগিল।) খাসী বাঁধি রাখি চলি আইসতে যে কাঁদন লাগে দিল যদি দেখিলেন হয়! কি করি ডরে সাথে করি নিয়া আসিনো ছাওয়াটাক, কি জানি ফির যদি প্রধান বাড়ী থাকি খাসী নিয়া আসে। ছাওয়া হামার বড়য় বোকা। কোনও দিন কোনওটে যায় নাই, আইজ একলা একলা কোঠে বেড়াবার ধইচ্চে কাঁয় জানে, হা আল্লা (বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।)

রাম॥ হেই! জুয়ান্ মরদ আসো, মারপিট করলো আওর ল্যাড়কা মতুন কাঁদতেসো। তোমার সরম হোয় নাই?

জামাল॥ (চক্ষু মুছিয়া) হামার দুঃখ তোমরা বুইঝবার নন সিপাহীজী। আইজ এক মাসে পাঁচদিন ভাত খাইছি। শাক, পাতা, কচু এই সব ভর্ত্তা করি খায়া হামার ছোট ছাওয়ালটার রক্ত আমাশার ব্যামার হইছে, তাজা ছাওয়ালটা কাঠির মত হয়া গেইছে, বাঁচে কি মরে। কাজ নাই, কাম নাই, জমি নাই, জিরাত নাই, কোনয় আশা নাই হামার, কোনয় আশা নাই—খালি হাতাশ, মরি গেইলেত হইলে হয়।

রাম॥ এ ধরম্, আরে একটু সমঝাওনা, আরে মিঞা কান্দো না। একটু বুঝাও একটু বুঝাও ধরম্।

ধর্ম॥ কি বোঝাম সিপাহীজী? কয়দিন বা সকলে মিলি না খায়া আছে, আইজ আশা করি পাইসা ধরি চাউল নিবার আইসছে, বাড়ীর বাচ্চা কাচ্চা গুলা রাস্তার দিকে তাকেয়া বসি আছে।

জামাল॥ আর হামাক কৈল তোমরা চাউল পাবার নন্। আগের মানুষ-গুলাক দিতে চাউল শ্যাষ হয়া যাইবে। আমি কি থাইকবার পারি? দৌড়ী আগে যাইতে হামাকে ধাক্কা দিয়া ফেলি দিলে, হাত মুচড়ী পাইসা কাড়ি নিলে, কতয় সহ্য হয়, কওত? কতয় সহ্য হয়—

[বলিতে বলিতে উত্তেজিত হইয়া মাটিতে মাথা ঠুকিতে লাগিল। ছোটবাবু প্রবেশ করিয়া তাহা দেখিয়া বিরক্ত ভাবে বলিল—]

ছোট ॥ এই! এসব কি হচ্ছে।

[হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া ছোট বাবুর মুখের কাছে গিয়া হাত জোড় করিয়া সাশ্রু নয়নে জামাল বলিল—]

জামাল ॥ বাবু, হামাক মারি ফ্যালাও, হুজুর মারি ফ্যালাও, খোদা তোমার রহম্ করিবে।

ছোট ॥ (সভয়ে সরিয়া আসিয়া) মাথা খারাপ নাকি। এই সিপাহী গারদমে বৈঠাও না, বৈঠ বৈঠ্‌কে তামাশা দেখতা?

রাম ॥ এই ওঠ! চলো।

[জামালকে গারদে বন্ধ করিল, ধর্ম্ম কোঁচার খোটে চোখ মুছিল।]

ছোট ॥ (ধর্ম্মর দিকে চাহিয়া) ভাল ফ্যাসাদ যা হোক। তোদের এমন বুদ্ধি কেন বলতে পারিস?

ধর্ম্ম ॥ কিসের বুদ্ধি হুজুর?

ছোট ॥ মাথা ঠাণ্ডা করে আইন কানুন মেনে চলতে পারিস না?

ধর্ম্ম ॥ হামরা মানিয়াই চলি ছোট বাবু। না মানিলে তোমরা দুইজন দারোগা আর ছয়জন সিপাহী একটা থানায় কাম চালাইবার পাইলেন হয় কি? বাবু এলায় ক্যামন জানি হয়া গেইছে। চতুর পাকে খালি হাহাকার লাগি গেইছে। কি করি, কি হয়, বুদ্ধিতে কোনও টা পাই না। বৌ, বেটীর ইজ্জাৎ থাকে না, তায় ভ্যাংটা হয়া গেইছে, ছাওয়া ছোট গুলাক খাওয়াবার পারিনা, চোখের উপর তারা শুকিয়া কোঁকড়া লাগি গ্যাল। (জামালের দিকে দেখাইয়া) হামার যদি উয়ার মত হইল হয় ত হামি পাগল হয়া গেনু হয়।

জামাল ॥ হা আল্লা (বলিয়া গারদের উপর মাথা রাখিল। নেপথ্যে

জামালের ছেলে বছিরুদ্দী কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিতে লাগিল—) "বাপ জান ! বাপ জান কোঠে রৈ— "

জামাল ॥ (মাথা তুলিয়া সেদিকে চাহিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিল—) বাপৈ বাপৈ রৈ !

"বাপজান" (বছিরুদ্দী ঘরে ঢুকিয়া সিপাহী, দারোগা ইত্যাদি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। তার নেংটীর খুট্ হইতে মুড়িগুলি মাটিতে পড়িয়া গেল।)

জামাল ॥ বাপৈ, বাড়ী যায়া কৈস্ তোর বাপজান মরি গেইছে রে—মরি গেইছে। হা আল্লা, হা আল্লা !

[সজোরে গারদে মাথা ঠুকিতে লাগিল, বছিরুদ্দী এদিক ওদিক চাহিয়া হঠাৎ দৌড়িয়া গারদের দিকে অগ্রসর হইতেই ধর্ম্ম তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া ছোটবাবুর দিকে চাহিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল—]

ধর্ম্ম ॥ ছোটবাবু, মানুষটা মরি গেল—অঁয় মরি গেল।

ছোট ॥ দেখ কাণ্ড দেখ, এ রাম অওতার বের কর না।

[রাম অওতার ছুটিয়া গিয়া গারদের দরজা খুলিয়া তাহাকে বাহির করিল। রক্তাক্ত জামাল ধর্ম্মর কোল হইতে বছিরুদ্দীকে লইয়া মাটীতে পড়া মুড়িগুলা কুড়াইতে কুড়াইতে কহিল—]

জামাল ॥ মুড়ী, খাছিস্ বাপৈ ?

[বছিরুদ্দী মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, সে খাইয়াছে।] আরও খাবু নাকি ?

বছি ॥ বাড়ী নিয়া যাই ফুলজান খাইবে।

[নেংটীর আচল পাতিল]

জামাল ॥ আচ্ছা কাপড়াতে বাঁধি দেই।

[বলিয়া মুড়ীগুলি বাঁধিয়া দিতে দিতে ধর্ম্মর দিকে চাহিয়া করুণ কণ্ঠে বলিল—]

তোমরা কি এলায় বাড়ী যাইবেন ভাই ?

ধর্ম্ম ॥ হয় যাঁময় ত।

জামাল ॥ হামার বছিরুদ্দীক্ যদি বাড়ী রাখি গেইলেন হয়।

বসি ॥ তুই যাবু না ?

জামাল ॥ এক জল্লা পরে যামো। ছাওয়াল হামার বড়য় বোকা কোঠে যাইবে কি কইরবে, ইয়াক নিয়া যাও ভাই।

[ইতিমধ্যে রাম অওতার একঘটি জল লইয়া আসিয়া বলিল—]

রাম ॥ এ মিঞা! আরে বাবা মাথাটা ধুইয়ে লাও।

জামাল ॥ অ্যাঁ!

[বলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল]

ধর্ম্ম ॥ রক্ত পরিবার লাগছে, ধুইয়া ফ্যালাও। আইস বাপৈ—

[বলিয়া পিতার কোল হইতে বছিরুদ্দীকে কোলে লইয়া তাহার গায়ে সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—]

হামারে এক ছাওয়া আছিল, বাঁচি থাকিলে তাঁয়ো এতয় বড় হৈল হয়। তোমরা ভাবিত হন্ না মিঞা, হামি ইয়াক তোমার বাড়ীতে রাখিয়া যামো। আইজ বাড়ী গেইনু ছোটবাবু।

[বলিয়া ছোট বাবুকে প্রণাম করিয়া ঘুরিয়া আসিয়া বলিল—]

তোমরা ভাবিত হন্ না মিঞা, হামার যদি খাওয়া জোটে তা হইলে তোমার ছাওয়াল খাইবে।

[বলিয়া অগ্রসর হইল।]

জামাল ॥ আল্লা তোমার ভাল করিবে ভাই।

ধর্ম ॥ (ঘুরিয়া আসিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিল—)

এঃ ভাল কইরবেত ! তোমারে ভাল আগে করুক, তায়ত দেখি আগে।

[উত্তেজিত ভাবে চলিয়া গেল।]

ছোট ॥ এ রাম অওতার ক্যা করতা হ্যায়। বারান্দায় লে যাও। মাথাটা ধোয়াও।

রাম ॥ মিঞা। লেও, লোটা নেও, চলো মাথা ধুইয়ে ফেলো।

[জামাল লোটা হাতে লইয়া উর্দ্ধে চাহিয়া বুক ফাটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাতর কণ্ঠে ডাকিল—'হা আল্লা']

তৃতীয় অঙ্ক

[রঘুনাথ প্রধানের গাড়ী-বারান্দাওয়ালা কাছারী ঘরের সম্মুখ। পাশে ধানের গোলা। আঙ্গিনায় চাষী ও ভদ্র বহুলোকের সমাবেশ হইয়াছে। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। দেবীডোবার বড় দারোগাবাবু ঘোড়ায় চড়ার পোষাকে; সঙ্গে কনেষ্টবল রামঅবতার সাইকেল হাতে; তাহাদের পশ্চাতে মাষ্টার মহাশয় ও গ্রামরক্ষী সমিতির যুবকবৃন্দ প্রবেশ করিল। রঘুনাথ সাদর অভ্যর্থনা জানাইতে বারান্দা হইতে নামিয়া নমস্কার করিল।]

রঘুনাথ ॥ ঘরে চলেন Sir।

বড় দারোগাবাবু ॥ চেয়ার বার কর। বারান্দায় বসি।

রঘুনাথ ॥ (ভৃত্যের প্রতি) যাও—জলদী চেয়ার বাইর কর।

[চেয়ার ও কাঠের বেঞ্চ বারান্দায় আনা হইল। দারোগাবাবু চেয়ারে বসিলেন। বেঞ্চে বসিয়া রঘুনাথ কহিল—]

রঘুনাথ ॥ কি হইল Sir?

বড় দারোগাবাবু ॥ ধর্ম্মু'র বাড়ী Search ক'রে কিছুই হ'ল না।

রঘুনাথ ॥ পাকা চোর।

বড় দারোগাবাবু ॥ চৌকীদার বসিয়ে রেখে এলাম। ধর্ম্মু বাড়ীতে নেই—এলেই তাকে এখানে নিয়ে আসবে। আচ্ছা তোমায় কি সত্যই মনে হয় যে ওই চুরী করেছে?

রঘুনাথ ॥ বন্দুক নিশ্চয় ওই নিছে! সিঁদ ত আপনে দেখলেন Sir, পাকা ভিটায় সিঁদ দেওয়ার মত চোর এ অঞ্চলে কেউ নাই। পায়ের দাগ সামলাইতে কলাগাছের খোল পায়ে বাঁধি নিছে।

বড় দারোগাবাবু ॥ কিন্তু ওই চুরী ক'রেছে তার প্রমাণ পাচ্ছি কই। আর তা ছাড়া বন্দুক নিয়ে ও করবেই বা কি?

রঘুনাথ ॥ উয়ার বাড়ীতে আইজ ছয় দিন আগে হঁা ছয় দিনই হইবে। সেদিন ভবানীগঞ্জের হাট ছিল—

বড় দারোগাবাবু ॥ ছ'দিন আগে কি হয়েছিল?

রঘুনাথ ॥ যাইতে গ্রামরক্ষীদলের সঙ্গে বচসা কইর্‌ছে। তারা যে ডাকে তাতে হয় তার রাগ।

বড় দারোগাবাবু ॥ ধর্ম্ম থানায় গিয়ে নিজেই সে কথা বলেছে।

রঘুনাথ ॥ সেই দিনে বিয়ানে আমি ধর্ম্মর বাড়ী গেছিনো। ভাবছিলাম হাজার হউক মায়ের পেটের ভাইটা, কৃষাণ হাউলিয়া খাওয়ার আয়োজন একটা হইছে, তখন তাকো খবর দেই চাইরটা প্যাট ভরি খাউক!

বড় দারোগাবাবু ॥ (বাকবাহুল্যে বিরক্ত হইয়া) গিয়ে কি দেখেছিলে তাই বল।

রঘুনাথ ॥ যায়া না দেখি কি! পাড়ার লোকজন সব নিয়া যুক্তি কইরতেছে!!

বড় দারোগাবাবু ॥ কিসের যুক্তি?

রঘুনাথ ॥ কে জানে! আমাকে দেখিয়া সব চুপ হয়া গেল। আমার মনে হয় ডাকাতি করিবার মতলব করিয়া বন্দুক আগে হাত কইরছে। টোটার পেটিও নিয়া গেইছে না।

বড় দারোগাবাবু ॥ হুঁ দেবীডোবা চৈতন্যসার গদীতে চাল চুরি হয়েছে কাল রাতে। গেছে অবিশ্যি মোটে একবস্তা চাল। চোর পিছনের বেড়া টপ্‌কে আড়তে ঢুকে গোলার টিনের বেড়া খুলে চুরি করেছে। তোমার এজাহার সকালে যখন পৌছাল তখন চৈতন্য সা এজাহার দিচ্ছিল। এই লোকটা তারই দোকানে কাজ করে। (প্রসাদকে দেখাইল।) এ বলছে কাল রাতে আড়তের পিছনে বাঁশ ঝাড়ের দিকে রাস্তায় বস্তা ঘাড়ে নিয়ে একজন

লোককে যেতে ও দেখেছে। উত্তর না পেয়ে ও নাকি তাড়া করে, আর তখন লোকটা বন্দুকের আওয়াজ করে।

রঘুনাথ ॥ আরে সর্ব্বনাশ! আমার বন্দুক চুরি করিয়া ফির্ দেবীডোবা চুরি করিতে গেছিল!

বড দারোগাবাবু ॥ কি হে কি নাম তোমার যেন?

প্রসাদ ॥ প্রসাদ চন্দ্র দাস।

বড় দারোগাবাবু ॥ লোক দেখলে তুমি চিন্তে পার্ব্বে?

প্রসাদ ॥ বোধ হয়।

বড় দারোগাবাবু ॥ আবার বোধ হয় কেন? তোমার বোধহয়ের ওপর কি আমি কাউকে চালান দিতে পারি। তোমার মনিব যে আবার বল্লে তিন চারদিন হল তোমার মাথার ঠিক নেই, কাজকর্ম্ম করছ না, কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছ।

প্রসাদ ॥ আজ কদিন থেকে আমার মাথা খারাপ হয়েছে।

বড দারোগাবাবু ॥ নিজেই বলছ মাথা খারাপ হয়েছে। তোমার কথার ওপর নির্ভর করি কি ক'রে?

রঘুনাথ ॥ বন্দুক শুদ্ধা একটা লোককে এখানেও একজন দেইখছে।

বড় দারোগাবাবু ॥ কে দেখেছে? এতক্ষণ একথা বলনি কেন?

রঘুনাথ ॥ সে একজন স্ত্রীলোক sir! ক্ষীরোদা বৈষ্টমী।

বড দারোগাবাবু ॥ কখন দেখেছে?

রঘুনাথ ॥ দুপুর রাতের পর।

বড দারোগাবাবু ॥ বল্লেই হ'ল আর কি। মাষ্টার মশাই, আপনিত Village defence partyর সঙ্গে ছিলেন? আপনি দু'বার ধর্ম্মকে ডেকেছেন আর উত্তরও পেয়েছেন বল্লেন না?

মাষ্টার মহাশয় ॥ আমি দুবার ডেকে জবাব পেয়েছি। রতন, বিশু, কালু এরাও সঙ্গে ছিল।

বড় দারোগাবাবু ॥ কখন কখন ডেকেছেন ঠিক বলতে পার্ব্বেন ?

মাষ্টার মহাশয় ॥ সঙ্গে ঘড়ি ছিল। রাত ১২ টায় একবার ডেকেছি আর ২টায় একবার ডেকেছি। তারপর party dismiss করে বাড়ী ফেরবার পথে ধর্ম্মুকে তার বাড়ীর পিছনে দেখেছি।

বড় দারোগাবাবু ॥ হল রঘুনাথ। রাত ১২ টায় সাড়া দিয়ে, তারপর তোমার পাকা ভিতে সিঁদ দিয়ে আবার রাত ২ টায় বাড়ীতে সাড়া দেয় কি ক'রে ?

রঘুনাথ ॥ ঐ ফাঁকে কাজ সারি নিছে sir,

বড় দারোগাবাবু ॥ যাও—যাও পাকা ভিতে সিঁদ।

রঘুনাথ ॥ ও মন্তর জানে sir। হাত দিলে ইঁট খসি আসে।

বড দারোগবাবু ॥ ও কথা চলবে না।

রঘুনাথ ॥ সত্য sir.

বড দারোগাবাবু ॥ তুমি সত্য বল্লেও আদালত বিশ্বাস কর্ব্বে না। আর তাহলেও রাত দু'টোর পর দেবীডোবা গিয়ে, ফর্সা হ'তে হ'তে এমনি হেঁটে ফিরে আসাই অসম্ভব। প্রসাদের কথাই যদি ঠিক হয় তবে এখানে সিঁদ দিলেই বা কখন—ওখানে গিয়ে খাড়া পাহারা দেওয়া আড়তে বেড়া টপকে টিনের বেডা খুলে দু'মণি বস্তা চুরি ক'রে ঘাড়ে ক'রে ফিরলেই বা কখন ? (মাষ্টারের প্রতি) আপনি ওর হাতে কিছু দেখেছিলেন ?

মাষ্টার মহাশয় ॥ না। তখন রতনও সঙ্গে ছিল।

রঘুনাথ ॥ আমি একবার জিজ্ঞাসা ক'ল্লাম এত ভোরে কোথায় গিয়েছিলি—তাতে উত্তর দিল মাঠে গিয়েছিল।

বড় দারোগাবাবু ॥ হুঁ (চিন্তিত ভাবে) রঘু ডাকত একবার তোমার বৈষ্ণবীটিকে।

রঘুনাথ ॥ (সলজ্জভাবে) কি যে বলেন sir। আমার বৈষ্ণবী কেন হইবে।

বড় দারোগাবাবু ॥ আচ্ছা না হয় সর্ব্বসাধারণেরই হ'ল। তাকে ডাক একবার।

রঘুনাথ ॥ (জনৈক ভৃত্যের প্রতি) সদা যাত, ক্ষীরোদাকে ডাকি আনেক।

বড় দারোগাবাবু ॥ ক্ষীরোদা যদি সনাক্ত করেও, তবু দেবীডোবার ঘটনার সঙ্গে ওকে কিছুতেই জড়ান যায় না। আসতে যেতে ছয় ছয় বার মাইল পথ, অন্তত চার ঘণ্টা লাগার কথা।

রঘুনাথ ॥ উয়ার অসাধ্য কাজ নাই sir, নানা রকম মন্তর তন্তর শিক্ষা করা আছে।

বড় দারোগাবাবু ॥ যাও—যাও সম্ভব অসম্ভব বলে একটা কথা ত আছে।

[সমবেত জনতার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। মৃদুগুঞ্জন এবং উঁকি ঝুঁকি দিয়া সকলেরই দেখার চেষ্টা লক্ষ্য করিয়া দারোগাবাবু বলিলেন।]

বড় দারোগাবাবু ॥ ধর্ম্ম আসছে বুঝি ?

রঘুনাথ ॥ (দেখিয়া) হাঁ sir। আর পাছে পাছে অনেকগুলা লোক।

বড় দারোগাবাবু ॥ রগড় দেখতে আসছে সব।

রঘুনাথ ॥ পাড়ার লোকগুলা ষড়যন্ত্র করি আছে কিনা। দুষ্ট লোকের মতি গতি কিছুই বলা যায় না। ১১০ ধারা কথাটা একটু মনে করি রাখেন sir। দুষ্ট লোকগুলাক না আটকাইলে কখন কি হয় বলা যায় না!

[এরফান চৌকিদার, ধর্ম্ম, বিলাতী—আরও অনেক লোক প্রবেশ করিল। বিলাতী কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া ধর্ম্ম কহিল—]

ধর্ম্ম ॥ ভাখো ফির কান্দে। চোখ মুছি ফেলাও। হামি চোখের পানি দেইখবার পারি না।

[অগ্রসর হইয়া আসিয়া বড় দারোগাবাবুকে প্রণাম করিয়া কহিল]

ধর্ম্ম ॥ ভাখেন হুজুর। আগে থাকিয়া মিছামিছি ইয়ারা হামাকে চোর বলি

ধরি নিছে। হামার বেটীছাওয়াল, ইস্ত্রী, খালি ডারোতে কাঁইদবার লাইগছে।

বড় দারোগাবাবু॥ এরা বলছে, চাক্ষুস সাক্ষী আছে।

ধর্ম্ম॥ হেঁঃ চাক্ষুস সাক্ষী! হামারও ছাফাই সাক্ষী আছে। তামাম্ রাইত হামি ঘরে শুইয়া। হামার ঘরে কোন মাল পাইছেন যে হামাক চোর বলি ধইরবেন। (বিলাতীর প্রতি) কাবরাইস না। শুনি নাকি বন্দুক চুরি গেইছে বড়বাবু।

বড় দারোগাবাবু॥ হ্যাঁ। আর রঘুনাথ বলছে যে তুমিই চুরি করেছ!

ধর্ম্ম॥ কইছে নাকি? বাপ মায়ের হামার বড় ভুল হছিল। উয়ার নাম যুধিষ্ঠির রাখিলে ঠিক হইল হয়। যে আন্দাজ সত্য কথা কয়।

[জনতা হাসিয়া উঠিল]

রঘুনাথ॥ তোর নাম ত, ঠিক রাইখছে? তা হইলে হইল। চোর হইল কিনা ধর্ম্মদাস।

ধর্ম্ম॥ উঁহু। হামি ধর্ম্মবিতারের দাস হয়া থাকিমো—সেইজন্য নাম হইল ধর্ম্মদাস।

রঘুনাথ॥ দেখেন কেমন দুষ্টলোক। আপনাকেও ঠাট্টা করে, মজাক করে।

ধর্ম্ম॥ (জোড়হস্তে) মজাক নয় বড়বাবু। কাইলে থানাতে আপনে কইলেন, ধর্ম্ম যেইঠে চুরী হউক তোর নামে দোষ হইবে। রক্ষীরা যে ডাকি ডাকি যায় তাতে তোর সাফাই হইবে। মাষ্টার বাবু, এই বাবুরা না থাকিলে হামাক ত' হাতকড়ি পরাছিলয়।

বড় দারোগাবাবু॥ তোমাকে রাতে বন্দুক হাতে করে যেতে একজন দেখেছে বলছে।

ধর্ম্ম॥ কাঁয়? কইলে হইল।

বড় দারোগাবাবু॥ কই হে রঘুনাথ ডাক না—

রঘুনাথ॥ (জনতার পিছনে ক্ষীরোদাকে দেখাইয়া) ওই ত আইসছে। আইস—আইস।

[সলজ্জভাবে ক্ষীরোদা প্রবেশ করিল। যৌবন যাইবার বয়স হইলেও, প্রসাধনের বন্ধনে যৌবন সে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। পল্লীগ্রামের মাপ কাঠিতে তাহার বেশভূষার আড়ম্বর একটু বাহুল্য বলিয়া মনে হয়। প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল। এমন কি দারোগাবাবুও হাসি সম্বরণ করিতে পারিলেন না।]

ধর্ম্ম॥ ওহো—এই সাক্ষী নাকিন্? ভালয় সাক্ষী—হাঃ হাঃ হাঃ—চাক্ষুষ সাক্ষী ভালয় আইনছে হাঃ হাঃ হাঃ।

বড় দারোগাবাবু॥ আ গেল যা, অত হাসি কেন?

ধর্ম্ম॥ হামার গ্রামের গীদাল উয়ার নামে গান বাঁধিছে—শুনলে তোমরাও হাসিবেন বড়বাবু—শুনাও হে—বড়বাবুক শুনুক।

[জনতার মধ্যে দুই তিন জন বলিয়া উঠিল—"তুমি কও কেনে।"]

বড় দারোগাবাবু॥ ব্যাপারটা কি?

ধর্ম্ম॥ শুনলেসেন্ বুইঝমেন্। (গায়কের প্রতি) গাও হে বড় বাবুক শুনাও?

গায়ক॥ কমো হুজুর।

বড় দারোগাবাবু॥ (হাস্যমুখর জনতার দিকে লক্ষ্য করিয়া রসিকতা শুনিবার আশায়) বল দেখি শুনি।

গায়ক॥ বাঁশ ঝাড়ের বগলে থাকে ক্ষীরোদা বৈষ্টমী
সাজিয়া গুজিয়া করে নষ্টামী দুষ্টামী
না যাইও ওপাকে কেউ ভাল মাইনষের বেটা
রাক্ষসী ধরিয়া খাইলে বাঁচাইবে আর কেটা
তার লাজ মিথ্যা সাজ মিথ্যা মিথ্যা মুখের রং
রাইতেতে দেখিতে পরী দিনে দেখিলে সং—ও ভাই ছাখ ছাখ
(জনতা হাসিয়া উঠিল। ক্ষীরোদা লজ্জায় অধোবদন হইল।)

বড় দারোগাবাবু ॥ হয়েছে থাম এখন।

রঘুনাথ ॥ ভাখেন Sir কি রকম দুষ্টলোক।

ধর্ম্ম ॥ হুজুর কি দেইখবেরে? উয়ার চুল খুলি ছাখ কতখানি আসল কতখানি নকল। সারা মুখের দাগ চুনকাম করি ঢাইকছে।

মাষ্টার মহাশয় ॥ ছিঃ ধর্ম্মদাস।

বড় দারোগাবাবু ॥ (এতক্ষণ রসিকতা উপভোগ করিতেছিল মাষ্টার বাবুর ভৎ সনায় কর্ত্তব্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল) যাক্ গে যাক্ তুমি কি দেখেছ বলত ক্ষীরোদা।

ক্ষীরোদা ॥ বন্দুক হাতে করে আমার ঘরের পাশ দিয়ে দেখীডোবার দিকে যেতে দেখেছি।

ধর্ম্ম ॥ দেখিয়া কাউক কিছু কছিলেন।

বড় দারোগাবাবু ॥ থাম্। হাতে বন্দুক ছিল একথা নিশ্চয় করে বলতে পার?

ক্ষীরোদা ॥ পারি।

ধর্ম্ম ॥ বন্দুক হামি খায়া ফেলছি, না?

দারোগাবাবু ॥ তখন রাত কত?

ক্ষীরদা ॥ দুই পহর গিয়ে তিন পহর হবে।

ধর্ম্ম ॥ বৈষ্টমী অত রাইতে ঘুরি বেডান শুনলে হামার ধনী যে রাগ হইবে। চোরের ভয়ে উয়ার বাড়ী থাকা লাগে, আর তুমি রাইতে এই সব করি বেড়ান। (জনতার মধ্যে মৃদু হাস্যধ্বনি উঠিল) হুজুর কি জানেন যে বৈষ্টমী রঘুনাথের লোক।

রঘুনাথ ॥ মিথ্যা কথা Sir.

ধর্ম্ম ॥ এত লোক খাড়া হয়া আছে যাক ইচ্ছা পুছ করেন হুজুর।

বড় দারোগা ॥ থাম্ না ধর্ম্মদাস। রঘুনাথ! মাল পাওয়া যায়নি। শুধু এই সাক্ষীর উপর নির্ভর করে ত' চালান দেওয়া চলে না।

রঘুনাথ ॥ কেনে Sir, চাক্ষুষ সাক্ষী।

ধর্ম্মদাস ॥ হুজুর চক্ষু দিয়া তোমার চাক্ষুষ সাক্ষীটাক্ দেইখতেছে তো, সং খরি আইনছে তামাসা দেখাবার। খবরদার ভাল হবার নয়।

[প্রসাদ সহসা অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—]

প্রসাদ ॥ আমি ওকে সনাক্ত করছি হুজুর। আমাদের আড়তের পিছনের রাস্তায় বস্তা ঘাড়ে করে যেতে আমি দেখেছি ওকেই—ওকেই।

ধর্ম্ম ॥ হুজুর ও ক্ষীরদার ব্যাটা।

দারোগা ॥ সত্যি ?

প্রসাদ ॥ (মাথা নীচু করিয়া) হাঁ।

দারোগা ॥ হুঁ। তা হঠাৎ ওকে এখন চিন্তে পার্লে কি ক'রে ?

প্রসাদ ॥ কাল সকালে ওকে এখানে দেখেছি। কাল রাত থেকে মনে হ'চ্ছে যেন লোকটা চেনা—এখন হঠাৎ মনে পড়ল।

ধর্ম্ম ॥ হামরা কই সাবাস্ বাপের ব্যাটা আর তেমোকে কওয়া নাগে সাবাস মায়ের ব্যাটা।

দারোগা ॥ আঃ একটু চুপ করে থাকতে পারিস না।

ধর্ম্ম ॥ হুজুর মিথ্যা করি সব কইবে আর হামি কিছুই কবার পার্ব্বার নই।

দারোগা ॥ কেন বক্‌ছিস। আমার নিজেরও কিছু বুদ্ধি শুদ্ধি আছে। যে যাই বলুক আমিত' সেটা বিবেচনা ক'রে দেখব। শোন রঘুনাথ এদের কথা মেনে নিলেও ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে ধর্ম্ম ১২টার পর থেকে ১॥টার ভেতর তোমার বন্দুক চুরী করেছে। বাড়ীতে যখন সাড়া দিয়েছে তখন রাত ২টা। তখন ফের দেবীডোবা রওনা হ'য়ে গিয়ে চুরী ক'রে চাউলের বস্তা ঘাড়ে করে ভোর না হতে ফিরে আসা এ ত কিছুতেই সম্ভব নয়। ১২ মাইল হাঁটতে কতক্ষণ লাগে মাষ্টার মশাই ?

মাষ্টার। অন্ততঃ ৪ ঘণ্টা।

দারোগা ॥ সকাল বেলা আপনার সঙ্গে দেখা হ'য়েছে কটায় ?

মাষ্টার ॥ প্রায় ৫টায় তখনও ৫টা বাজেনি।

দারোগা ॥ তাহ'লে এদু'টো ঘটনাকে জোড়া যায় কি করে। এখানে পাকা ভিতে সিঁদ, ওখানে টিনের বেড়া খোলা—এ ত আর মন্তরে হয়নি। ক্ষীরদা আর প্রসাদের সাক্ষীতে অসম্ভবকে সম্ভব বলি কি করে? এই দুটো ঘটনা জুড়ি কি করে?

[জমিদার বিপুল রায় জনতার পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল। অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—]

বিপুল ॥ একটা ঘোড়া হলে জোড়া যাবে কি?

দারোগা ॥ আপনি কে?

রঘুনাথ ॥ (ব্যস্তভাবে) ওরে জলদী একটা চেয়ার আন! ইনি আমাদের ভবানীগঞ্জের জমিদার বাবু।

দারোগা ॥ (মুখের দিকে চাহিয়া এবং মদ্যগন্ধের আভাষ পাইয়া) ও আপনি বিপুল বাবু—কোলকাতায় থাকতেন তাই পরিচয় হয় নি—ঘোড়ার কথা কি বলছিলেন?

ধর্ম্ম ॥ হুজুর আমি একটা কথা কবার চাই।

দারোগা ॥ আগে ওনার কথা শুনেনি। বলুন আপনি—

বিপুল ॥ কাল রাতে ২টার পর ঘোড়ায় চড়ে আমি বাড়ী ফিরছিলাম।

ধর্ম্ম ॥ কোনখানে থাকিয়া?

বিপুল ॥ এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দরকার আছে কি?

দারোগা ॥ আপনি যা বলতে চান বলুন। তারপর ওসব বোঝা যাবে।

বিপুল ॥ সেই সময় রুদ্রের দিঘীর পাশ দিয়ে যে রাস্তা গেছে সেইখানে ঝোপের ভেতর থেকে একটা লোক হঠাৎ লাফিয়ে বেরিয়ে আমার ঘোড়ার মুখ চেপে ধরে। হঠাৎ ঘোড়া থামায় আমি ঘোড়ার ঘাড়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ি। লোকটা আমার হাত ধরে হেঁচ্‌কা টান দিয়ে নীচে ফেলে দেয়। তার হাতে একটা বন্দুক ছিল। বন্দুক দেখে ভয় পেয়ে নীচে পড়েই

রাস্তার পাশে গড়িয়ে যাই। বেগ সামলাতে না পেরে একেবারে দিঘীর জলের মধ্যে পড়ি। উঠে দাঁড়িয়ে দেখি লোকটা আমায় খুঁজছে। আমার পকেটেও পিস্তল ছিল।

দারোগা ॥ পিস্তল!

বিপুল ॥ হাঁ পিস্তল। (পিস্তল ও ভিজা কার্তুজ বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিতে লাগিল) জলে ভিজে কার্তুজ ফায়ার না হওয়াতে, আর লোকটার হাতে বন্দুক থাকতে, আমি ভয় পেয়ে জলের ভিতরেই দাঁড়িয়ে থাকি। একটু পরেই সে লোকটা ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল। তারপরে আমি উঠে সেই অবস্থায় বাড়ী ফিরি।

দারোগা ॥ লোকটাকে চিনতে পেরেছিলেন?

বিপুল ॥ আমি অনেকদিন দেশছাড়া হঠাৎ দেখে লোক চেনা আমার পক্ষে কঠিন তবে মনে হয় এই লোকটাই বটে।

দারোগা ॥ এ ঘটনার কথা কাউকে বলেছিলেন?

বিপুল ॥ না।

দারোগা ॥ হুঁ। ঘোড়া পেয়েছেন কি?

বিপুল ॥ না।

দারোগা ॥ সে সম্বন্ধেও কারো সঙ্গে আলোচনা করেন নি?

বিপুল ॥ না।

জনৈক ব্যক্তি ॥ হুজুর ঘোড়া পামলী জুম্মাঘরের কাছে, সুপারি গাছে বাঁধা আছে।

দারোগা ॥ তুমি এঁর ঘোড়া চেন?

ব্যক্তি ॥ বাবু সদায় ঘোড়া চড়ি ঘুরি বেড়ায়। চিনি না আরও কেমন? কাইলে না হামার ডিঘির কাছে তুই পহর বেলা বাঁধা আছিল।

দারোগা ॥ রাম অওতার সাইকেল নিয়ে যাও ত'। নাসিরের কাছে খোঁজ নিও। তাকেত' খবরাখবর রাখবার কথা বলা আছে।

[রাম অওতার সেলাম করিয়া সাইকেল লইয়া চলিয়া গেল]

রঘুনাথ ॥ (প্রফুল্লভাবে) তা হইলে ত সন্দেহ মিটি গেল Sir ?

দারোগা ॥ মিটল কোথায়। এখানে ক্ষীরদা দেখেছে, সে ঘোড়ার কথা বলছে না। মাঝখান থেকে ঘোড়াটা কি ক'রে এল, আবার কি ক'রে পামলীতে গেল একটু ভাল ক'রে বুঝে নি।

ধর্ম্মদাস ॥ জমিদার বাবুর মুখের গন্ধে বড় বাবুর সন্দেহ হইছে। তোমরা লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি কইলে কি হইবে ?

দারোগা ॥ হাঁ ভাল কথা। আপনি অত রাত্রিতে কোথা থেকে যাচ্ছিলেন সে কথা ত' বল্লেন না।

[বিপুল নিরুত্তর রহিল। ক্ষীরদা সন্তর্পণে সরিয়া গেল]

ধর্ম্ম ॥ আরও একটা কথা পুছ কয়া লাগে হুজুর।

দারোগা ॥ কি কথা ?

ধর্ম্ম ॥ ভ্যানোর সাথে বাবুর কি কথা হছিল। তাঁয় কেনে চলি গেল।

দারোগা ॥ ভ্যানো কে ?

ধর্ম্ম ॥ হামার শালী। ইস্ত্রির বড় বইন।

দারোগা ॥ তার সাথে কোনও কথা হয়েছিল আপনার ?

বিপুল ॥ (বিব্রত ভাবে) না।

ধর্ম্ম ॥ বিলাতী কও কেনে আসিয়া, ভ্যানো যাওয়ার সময় কি কয়া গেইছে ?

দারোগা ॥ (বিলাতী ভীত হইয়াছে দেখিয়া) বল—যা বলতে চাও বল—ভয় কি ?

বিলাতী ॥ সকালে দীঘি থাকি গাও ধুইয়া আসিয়া দিদি কান্দিয়া কইলে বড় আশা করি দেশে ফিরি আইনো, বাস কইরমো বলিয়া। কিন্তুক হামার প্যালেয়া যাওয়া লাগিবে। মুই পুছনো কেনে ? তা কইলে কয়দিন থাকিয়া জমিদার বাবু তাক কিবা কিবা কয়া ভয় দেখাইছে।

দারোগা ॥ তারপর ?

বিলাতী ॥ শুনিয়া অ্যায় দৌড়ি গেল দীঘির পাড়ে—সেঠে থাকি চলি গেল থানায়। মুই কইযে দিদি মানুষটা ফিরি আসুক। তা সন্ধ্যা তক দেখিয়া ফির্ ভবানীগঞ্জ থাকিয়া মটর গাড়ী পাওয়া যায় কি না যায় ভাবিয়া, বংশীকে সাথে নিয়া দিদি চলি গেল। যাওয়ায় সময় কইল হামার জন্ম তোরও উপর জুলুম হইবে। ধর্ম্মদাস সাঁটা সাঁটি করি গোল বাঁধাইবে হামার চলিয়া যাওয়া ভাল।

বংশী ॥ হামি ভবানীগঞ্জ থাকি বাসে তুলি দিয়া আসছি। কত কান্দিছে—কইছে হামার জন্ম বড় লোকের সাথে ঝগড়া হইবে তাতে হামি চলি যাই।

ধর্ম্ম ॥ এই আখেজে আসিয়া বাবু এই সব কথা কয়! কাল থানায় হামি এজাহার দেমো বলি গেছিনো—তা সিপাহী কইলে বড়লোকের সঙ্গে ঝগড়া করি পাইরবারে নইন। কেনে গোল বাধাবু। সিপাহিকে তোমরা পুছ করি দেখেন বড় বাবু।

দারোগা ॥ আচ্ছা সে দেখা যাবে।

ধর্ম্ম ॥ আরও একটা কথা পুছ করা নাগে। দুই পহর রাইতে ঘোড়ায় চড়ি কোটে থাকি কোটে যায়—কেনে যায়।

দারোগা ॥ আপনাকে ত' একথার একটা জবাব দিতেই হয়।

বিপুল ॥ কি কথা?

দারোগা ॥ অত রাতে ঘোড়ায় চড়ে কোথায় এসেছিলেন, কখন এসেছিলেন, কেন এসেছিলেন এবং অত রাতে কেনই বা যাচ্ছিলেন। এই সব প্রশ্নগুলোর জবাব আপনার দেওয়া দরকার।

বিপুল ॥ কেন?

দারোগা ॥ আপনি আমার সামনে একটা statement দিয়েছেন। সেটা আমার যাচাই ক'রে নিতে হবে ত?

বিপুল ॥ দেখুন আমি খেয়ালী লোক—খেয়ালের মাথায় কখন কোথায় ঘুরে বেড়াই অত খেয়াল আমার সব সময় থাকে না।

দারোগা ॥ এটা কি একটা কথা হ'লো।

বিপুল ॥ সত্যি আমার মনটা ঐ রকম—কতগুলো বিষয় মনে থাকে কতগুলো কেমন যেন ভুলে যাই।

দারোগা ॥ সুবিধে মত ভুললে ত' চলবে না। কেমন ক'রে ঘোড়া থেকে পড়লেন, কেমন ক'রে পিস্তল পকেটে নিয়ে জলে দাঁড়িয়ে থাকলেন সব মনে রইল আর কোথায় কেন এসেছিলেন এইটে মনে পড়ছে না।

বিপুল ॥ সত্যি মনে পড়ছে না।

দারোগা ॥ বিষয়টি খেলা নয়। আপনি ধর্ম্মদাসের নামে যে সব কথা বলেছেন তার গুরুত্বটা বুঝতে পেরেছেন কি?

Arms Act এর case, house breaking, highway robbery আপনাদের কথায় verification হ'লে ধর্ম্মদাসের ৫।৭ বৎসর জেল ত হবেই!

[বিলাতী উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিল]

ধর্ম্ম ॥ হেই কাবড়াইস না। কোর্টে কি তার কন্দিবার থইছে। হুজুর আর একটা কথা পুছ কইর‍্যো হয়।

দারোগা। কি? বল।

ধর্ম্ম ॥ বাবু অত রাইতে হুঁসে আছিল না বেহুঁস্ আছিল সেটাও ত' জানা নাগে।

দারোগা ॥ তুই বড় বাজে বকিস ধর্ম্ম—তোর কথা বলার দরকার কি?

ধর্ম্ম ॥ চালান ত হুজুর আমাকে দিবেন!

দারোগা ॥ চালান দিলেই ত' হল না মামলা ত' আমার প্রমাণ কর্ত্তে হবে। কি! আপনি আমার কথার জবাব দিলেন না?

[প্রকাণ্ড একটি লাঠি হাতে করিয়া হারাণ পাইক প্রবেশ করিল। কেতাদুরস্ত ভাবে বিপুলবাবু ও দারোগাকে সেলাম করিয়া বলিল]

হারাণ ॥ কাল রাইতে হুজুর না ফেরাতে, আমরা সবাই বড় ভাবিত হইলাম।

বিপুল ॥ বেশ হলো। এখন চুপ ক'রে ওদিকে দাঁড়াও দেখি।

দারোগা ॥ তোমাদের হুজুর বুঝি কাল রাত্রে বাড়ীই ফেরেন নি।

হারাণ ॥ আইজ এত বেলা হয়া গেল, আমরা ভাবিত না হয়া পারি? কন্‌ত?

দারোগা ॥ হুঁ। তাহলে কাল রাত্রে বাড়ী ফেরেন নি।

বিপুল ॥ (বিব্রত হইয়া) কাল বড্ড নেশা হয়েছিল; কি করেছি, কোথায় ছিলাম আমার ভাল মনে পড়ছে না।

দারোগা ॥ ঘোড়ার গল্প যেটা বল্লেন সেটা কি স্বপ্নে দেখেছিলেন?

বিপুল ॥ তাও হ'তে পারে।

দারোগা ॥ আপনার ঘোড়াটা যে এই লোকটা পামলাতে দেখেছে বলছে তার উত্তর কি?

বিপুল ॥ ঘোড়া কি ক'রে সেখানে গেল, সেটা আমি কি ক'রে বলি বলুন?

দারোগা ॥ কেউ না নিয়ে গেলে ঘোড়া কি নিজে থেকেই সেখানে গেল?

বিপুল ॥ বলা যায় না। কথা আছে বাপকা বেটা আউর সিপাহীকে ঘোড়া কুছভি না মিলে তবভি থোড়া থোড়া। ঘোড়াটারও আমার স্বভাব খানিকটা আছে। মাঝে মাঝে আস্তাবল থেকে খেয়ালের মাথায় বেড়িয়ে পরে। তাহ'লে এবার আমি বিদায় হই।

দারোগা ॥ Enquiry শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কষ্ট করে আপনাকে থাকতেই হবে। আপনি আমার সামনে একটা Statement ক'রেছেন যে।

বিপুল ॥ ওটা নেশার ঝোঁকে বলে ফেলেছি মনে করুন না।

দারোগা ॥ তা কি হয়। ঘোড়া থেকে পড়ে কি করে গড়িয়ে জলে পড়লেন,

কি ক'রে লোকটির হাতে বন্দুক দেখে পিস্তল হাতে জলে দাঁড়িয়ে থাকলেন, সব বেশ গুছিয়ে বল্লেন। কাজেই সেটা সত্যি কি না বুঝে নিতে হবে। আর যদি মিথ্যা বলে থাকেন তারও কিছু step আমার নেওয়া উচিত।

বিপুল ॥ আমি নেশার ঝোঁকে হয়ত—

দারোগা ॥ দেখুন, আপনি যে কিছু চেপে যাচ্ছেন আর সেইজন্য আবোল তাবোল বকছেন এটা কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে।

বিপুল ॥ নেশার ঝোঁকে সবাই ত' আবোল তাবোল বকে।

দারোগা ॥ অমন নেশা করেন কেন? আপনারা বড় লোক, দেশের মাথা। আপনাদের দেখেই ত' দেশের লোক শিখবে।

বিপুল ॥ তাদের শিক্ষার জন্যই ত' নেশা করে ঘুরে বেড়াই, যাতে স্বচক্ষে আমার অবস্থা দেখে, নেশা করার ওপর তাদের ঘেন্না জন্মে যায়।

দারোগা ॥ (হাসিয়া ফেলিল) বসুন। আমার সিপাহী ফিরুক। তাহ'লে রঘুনাথ, ঘোড়া ত' গেল। চুরিটার আস্কারা ত' হ'ল না।

রঘুনাথ ॥ হুজুর সে কালের দারোগা হইলো হয়, ত' বাঁশ ডলা দিয়া সব আস্কারা করি ফেইল্ল হয়।

দারোগা ॥ দেখ, যতক্ষণ ওর বিরুদ্ধে নিঃসন্দেহ প্রমাণ না পাওয়া যাবে ততক্ষণ ওকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে ধরতে হবে। এই হচ্ছে আইন। দেখত' ক্ষীরদা সরে গেল কেন? তাকে আরও কিছু জিজ্ঞাসা কর্ব্বার আছে যে।

ধর্ম্ম ॥ বৈষ্টমী পালাইছে।

দারোগা ॥ কেন?

ধর্ম্ম ॥ জমিদার বাবুর দশা দেখিয়া। পাপীর মনে সদায় ভয়।

[ক্ষীরদা ক্রুদ্ধ হইয়া জনতার পশ্চাত হইতে সম্মুখে আসিয়া]

ক্ষীরদা ॥ কি পাপ কচ্ছি যে আমার ভয় হবে! পেটের দায়ে দুঃখ করি খাই,

কারো সঙ্গে কখনো বিবাদ করিনা। হুজুর জিজ্ঞাসা কল্লে যা জানি তা কবো।

ধর্ম্ম॥ রাতে ঘর থাকি বাহির হছিলু ক্যান তাক ক।

ক্ষীরদা॥ বাইর হইলে কি দোষ হইল ?

ধর্ম্ম॥ দোষগুণের কথা নয়। বাহির হয়া রাস্তায় না আসিলে হামাক দেখলু কেমন করি। অত রাইতে রাস্তায় কোন ভালুক ভুলুক কইরবার ধচ্ছিলি তাক ক ?

[নিতাই সা প্রবেশ করিয়া দারোগাবাবুকে নমস্কার করিল]

দারোগা॥ কি নিতাই হঠাৎ কি মনে ক'রে এলে ?

নিতাই॥ কাছাকাছি একটা পাইকারের সঙ্গে কিছু লেনদেন ছিল তাই এদিকে এলাম। হুজুর প্রসাদকে নিয়ে এলেন—ওরত মাথার ঠিক নেই। কি বলবে, কি করবে, তাই নিজেই একবার এলাম। ব্যবসাদার মানুষ আমরা দুর্ণাম কলঙ্কে বড় ভয় করি। তাতে আমাদের অনেক সময় লোকসান হয়।

দারোগা॥ প্রসাদ ত' চোর সনাক্ত করেছে।

নিতাই॥ ক'রেছে! তাহ'লে সব আস্কারা হ'ল বড় বাবু ?

[অনেক লোক বন্দুক ও কার্ত্তুজের বেল্ট লইয়া আসিতেই জনতার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। সকলে বলিতে লাগিল "যা যা দারোগাবাবু দেখা—"]

ভৃত্য॥ হুজুর পোয়ালের গাদার নীচে এইগুলা পাইনো (বন্দুক ও বেল্ট দেখাইল)

দারোগা॥ (বিস্মিত হবয়া) কোথায় সে খড়ের গাদা—

ভৃত্য॥ হোনা গোলাটার পিছে—

দারোগা॥ কি ক'রে পেলি ?

ভৃত্য॥ মাচার দুইটা পায়া বসি গেইছে। দেওয়ানী মেরামত করিবার কইছে

তাতে মাচার নীচে যাইতে দেখি কিবা চক্‌চক্ করে—আউগী দেখি এইগুলা।

ধর্ম্ম ॥ হুজুর বাঁশগুলা রঘুনাথ প্রধানকে দেওয়া নাগে। নিজের ঘরে ও নিজে সিঁদ দিয়া পরের গচ্ছিত জিনিষ চুরি করে। নিজে বন্দুক লুকেয়া রাখিয়া হামাক বাঁধে দিবার চায়। সাক্ষী দিবার আইনছে নিজের বৈষ্টমীক আর তার ব্যাটাক।

দারোগা ॥ কি রঘুনাথ কি ব্যাপার দাঁড়াল ?

রঘুনাথ ॥ আমি তাজ্জব হইলাম। কিছুই বইলতে পারি না।

দারোগা ॥ কিছু না বল্লেত চলবে না। অন্ততঃ ধর্ম্ম লুকিয়ে রেখেছে এটা না বল্লে যে তোমার বিপদ হয়।

রঘুনাথ ॥ নিশ্চয় ধর্ম্ম রাইখছে। চুরী করিয়া সামলাইতে না পারিয়া ওইখানে ফেলি দিছে।

দারোগা ॥ তার ত আবার প্রমাণ দরকার। ধর্ম্ম ত বলছে যে তুমি নিজে সিঁধ দিয়ে বন্দুক লুকিয়ে রেখে তার ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টায় আছ।

রঘুনাথ ॥ কইলে হইবে ?

ধর্ম্ম ॥ নিজের ঘরেও নিজে সিঁদ দেয় তা গাঁয়ের সকলে জানে।

রঘুনাথ ॥ মিথ্যাবাদী দাগীলোক—

ধর্ম্ম ॥ সয়তান ঠক কোন্ ঠেকায়।

[সিপাহী রাম অওতার ফিরিয়া আসিয়া সেলাম করিল। তাহার হাতে ছিল একটা ছালা]

দারোগা ॥ সে জামাল কোথায় ?

রাম ॥ পাতিরাম চৌকিদার নিয়ে আসতেছে। এই ছালামে মার্কা আছে। নিতাই সা'র নাম ভি আছে।

দারোগা ॥ দেখত নিতাই।

নিতাই ॥ হাঁ হুজুর ! এটা এই চালানেরই ছালা বটে।

দারোগা ॥ কোন জামাল বলত রাম অওতার। কাল সন্ধ্যার সময় যাকে জামীনে ছেড়ে দিলাম সেই নাকি ?

রাম ॥ হা হুজুর। কাল লাইনমে মারপিট হল্লা করিয়েসে।

দারোগা ॥ লোকটাকে কাল দুটো টাকা অবধি দিলাম। সে ব্যাটার এই কাণ্ড।

রাম ॥ হুজুর, হামি বাহার সে ডাকি, ত' উ ভিতর সে জবাব দেয়। হামি ভিতর গেলাম। উ বলে কি ও কুছ জানতেসে না। ত'ফিন ঘরমে দেখি এক বস্তা চাউল রখ্যা আসে। কাল খায় নাই বোলিয়ে থানামে এত হল্লা করিয়েসে, আজ এত চাউল পায় কেমন করিয়ে ? হামি পুছি ত' বলে খোদা দিয়েসে।

দারোগা ॥ ৩০ টাকা মন চাল। তার দু'মনি বস্তা খোদা দিয়েছে ?

রাম ॥ আপনে টাকা দিয়েছেন হুজুর। ঐ টাকাসে ফিন কাল রাতে ডাংদার ভি বোলাইয়েসিল। দাওয়াই ভি ঘরমে আসে। তা' হামি চাউল রাখিয়ে খালি বস্তা নিয়ে আসলাম। থোরা চাউল ভি আনিয়েসি।

দারোগা ॥ চাল কি হবে ? চাল দিয়ে সনাক্ত হয় ? ছ্যাথ ছ্যাথ ওরা সব কতদূর। বেলা যে পড়ে গেল। আর কি ধর্ম্ম তোমার আর চিন্তা কি ?

ধর্ম্মদাস ॥ হামার কোন চিন্তা নাই হুজুর হামি ধর্ম্মদাস।

বিপুল ॥ আমি তা হ'লে এবার চলি।

দারোগা ॥ বসুন। বসুন। আপনি ত' চেপেই গেলেন। ঘোড়াটা কি ক'রে জামালের বাড়ীর কাছে গেল একটু খোঁজ নেয়াও ত' আমার দরকার।

রাম ॥ হামি বহুত আদমীসে পুছেছি। সবের সে সবকোই ঘোড়া দেখতেসে। তা ফিন কি জানি ভবানীগঞ্জসে ডাংদার ওই ঘোড়াপর আসিয়েছে মনে করিয়ে কোই কুছ বোলে ভি নেই।

[পাতিরাম চৌকিদার জামালকে লইয়া প্রবেশ করিল। জামালের মূর্ত্তি রুক্ষ, দৃষ্টি অদ্ভুত এলোমেলো ভাবের]

জামাল ॥ হুজুর আদাব্।

দারোগা ॥ জমিদার বাবুর ঘোড়া তোমার বাড়ী গেল কি ক'রে ?

জামাল ॥ হামি কিছুই জানিনা হুজুর। আমার ছোট বাচ্চাটার বড়য় ব্যামার, কাইল তামান রাইত তাকে ধরি বসিয়া।

দারোগা ॥ কিছুই জান না, না ? এক বস্তা চাল ঘরে এল কোথা থেকে ?

জামাল ॥ হুজুর (মাথা নীচু করিয়া চুপ করিল)।

দারোগা ॥ (ধমকাইয়া) রাতে ছেলে নিয়ে ছিলে না নিতাই সা'র আড়তে চুরি করেছিলে। তারা তোমার চালের বস্তা সনাক্ত ক'রেছে।

জামাল ॥ হুজুর আমি চুরি করি নাই।· খোদার দোয়ায় পাছি।

দারোগা ॥ ব্যাটা শয়তান! খোদার দোওয়া! কাল কাঁদাকাটির ভাঁওতা দিয়ে আমার কাছে দুটো টাকা অবধি আদায় করেছ। আজ তোমার সয়তানি শায়েস্তা কর্ব্ব।

জামাল ॥ হুজুর গোসা হন না। তোমার পাঁও ধরি হুজুর। মনের হাতাশে আমি খোদা খোদা বলি কতয় কান্দিছি। খোদায় তোমার মনে দয়া আনি দিলে। তোমরায় উকিল ডাকেয়া জামীন করি দিলেন; ফির দুইটা টাকাও দিলেন। বাচ্চা হামার বড়য় কাবু হইছে। ঘরে আসিয়া দেখিয়া কি করি ভাবিবার ধইয়ো। ডাক্তার আনি না চাউল আনি। খোদায় কয়া দিলে ডাক্তার আনেক। ডাক্তার আইল—দেখিল—কিন্তুক্ তাক্ বুঝি আর বাঁচাবার পাইয়ো না। (কাঁদিয়া ফেলিল)।

দারোগা ॥ তোমার মায়া কান্নায় আর বিশ্বাস করি না। পাকা চোর তুই —বল শীগ্গির কোথায় চুরি ক'রেছিস।

জামাল ॥ হুজুর আমি চুরি করি নাই।

দারোগা ॥ চুরি করিস নাই তো কোথা থেকে চাল পেলি বল ?

[জামাল চুপ করিয়া থাকিল]

দারোগা ॥ রাম অওতার, হাতকড়ি লাগাও—থানায় নিয়ে তোমায় শায়েস্তা কর্ব্ব চল।

[রাম অওতার হাতকড়ি লাগাইল—জামাল কাতরস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল।]

জামাল ॥ হা আল্লা—আমাক একজন দিছে হুজুর।

দারোগা ॥ তার নাম বল্—কি মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না যে, নইলে—

জামাল ॥ হুজুর—(বিলাতীর সজল চক্ষু তাহার চোখে পড়িল—মুখ ঘুরাইয়া চুপ করিয়া থাকিল।)

দারোগা ॥ কি! সোজা আঙ্গুলে ঘি বেরুবেনা বুঝি—ভাল হবে না বলছি বল শীগ্‌গির।

জামাল ॥ (দৃঢ়কণ্ঠে) হুজুর হামি মুসলমান ইমান্ ছাড়িবার নই।

[জামালের পুত্র বসির দৌড়াইয়া প্রবেশ করিয়া "বাপজান কৈ বাপজান কৈ" এদিক ওদিক দেখিয়া জামালের কাছে আসিয়া তাহার হাতে হাতকড়ি দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল]

বসির ॥ বাপজান! টেপু আর নড়ে না—মাও ডুকরি কাঁইদতেছে।

জামাল ॥ হা আল্লা!

ধর্ম্ম ॥ (উত্তেজিতভাবে) চুপ করি থাক—কাইল থাকি হা খোদা করিবার লাইগছে।

জামাল ॥ হুজুর হুকুম দিলে হামি বাড়ী যাইয়া একবার দেখিলাম হয়। যদি ছাওয়ালটা নাই থাকে, তার ত' ফির দফন্ করা লাগিবে। হা আল্লা!

দারোগা ॥ কে চাল দিয়েছে তার নামটা বলে চলে যা। চুপ করে রইলি কেন ? কেন ইচ্ছে ক'রে বিপদের উপর বিপদ ঘাড়ে নিস্।

জামাল ॥ মুস্কিল যাঁর দিছে—আসান করিবে তাঁর।

ধর্ম্ম ॥ (শ্লেষভরে) কইরবে ত' !

বসির ॥ বাপজান !

জামাল ॥ হুজুর হুকুম হইল হয় যদি—

দারোগা ॥ সঙ্গে সিপাই দিয়ে তোকে পাঠাতে পারি ! কিন্তু ভেবে ছাখ জামাল এইভাবে হাতকড়ি পরে, সিপাহীর সঙ্গে তুই গিয়ে হাজির হলে তোর মরা ছেলের মায়ের বুকটা কেমন ক'রে উঠবে।

ধর্ম্ম ॥ পাথর হয়া গেইছে। দুঃখ যায় সদায় পায়, দুঃখ তার সয়া যায়। তোমরা বুঝবার নন বাবু—হামরা জানি। কয়া ফ্যাল মিঞা—নামটা কয়া ফ্যাল।

[জামাল বিস্ফারিত চক্ষে ধর্ম্মদাসের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল]

দারোগা ॥ রাম অওতার সঙ্গে যাও—সঙ্গে ক'রে নিয়ে থানায় এস। তাড়াহুড়া কর্ব্বার কোন দরকার নেই।

[রাম অওতার জামালের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। জামাল সেলাম করিয়া অগ্রসর হইতেই দারোগাবাবু নাটকীয়ভাবে কাছে আসিয়া বলিল—]

দারোগা ॥ ছাখ, চোর খুঁজে বের কর্ব্বই আমরা। আজ না হয় কাল। যদি সত্যই তুই চুরি করিস নাই তার নামটা বল না। ভাল হবে না বলছি। আমাকে কড়া হতে তুই বাধ্য কচ্ছিস—বল তার নাম বল—

জামাল ॥ ইমান ছাড়িবার নই হুজুর।

ধর্ম্ম ॥ হেঃ, তোর ইমানের কিছু কছি।

জামাল ॥ (ঘুরিয়া দাঁড়াইল) কি ?

ধর্ম্ম ॥ তোরে ইমান আছে আর কারও নাই নাকি ? হুজুর হামি চুরি কচ্ছি।

দারোগা ॥ (অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চাইয়া) যাঃ—

ধর্ম্ম ॥ হয় হুজুর। থানা থাকি আসিয়া উয়ার ঐ ছাওয়ালটাক্ বাড়ীতে পাঠেয়া দিনো। বাড়ী যাইতে উয়ার কাছে শুনিয়া উয়ার মাও ডুকরি উঠিল। ধম্ করিয়া শব্দ হইল। দৌড়ি ভিতর যায়া দেখি উয়ার মাও আটাশ নাগি গেইছে—বসির কাইন্দবার লাগছে। ছোট ব্যামারী ছাওয়ালকোনা মড়ার মত পড়ি আছে মাটীৎ। ছাওয়াল কোনাক্ তুলিনো। হুজুর হামার একটা ছাওয়াল মরি গিইছে—তারে মত হামার মুখের দিকে চায়া থাকিল। উয়ারা কেমন করি চায়—ছোট ছোট হাত পাও কেমন করি বা নাড়ে। এইখানে কেমন করি উঠে (বুকে এক চড় মারিল)—গলাত কি বা আসি আটকী যায়। (একটু স্তব্ধ হইয়া চক্ষু মুছিল। উপস্থিত সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রইল)। জামাল আইল দুটা টাকা ধরিয়া—হামি কই জামাল ডাক্তার আনেক তোর বৌ ছাওয়াক হামি খাওয়াম যেমন করি পারি। দৌড়ি বাড়ী আইনো—আসি না দেখি যার কাছে টাকা তাঁয় চলি গেইছে—স্যানো চলি গেইছে—(বিপুলকে দেখাইয়া) এই বাবুর কাইপ্ ধাপোতে তাঁয় গাঁও ছাড়ি পলাইছে। দৌড়ি গেনো ভবাণীগঞ্জ—গাড়ি ছাড়ি গেইছে। মনটায় খালি রাগ আসি গেল। কইরমো চুরি, কইরমো লুঠ—পড়শের দল না খায়া থাকে তবু বন্দুকের ভয়ে আউগায় না—কইরনো বন্দুক চুরী। বন্দুক নিয়া মানুষগুলাক ডাকবার যাইতে ঐ বাবুর ঘোড়া দেখিনো ক্ষীরদা বৈষ্টমীর ঘরের বগলে। মাষ্টার বাবু তোমারায় না কছিলেন বন্দুক হাতে হইলে ক্ষমতা হয়, আমার বুকে জোর আসি গেল—মানুষ না নাগে একায় পারিমো। নিনো ঘোড়া গেইনো দেবীডোবা—চাউলের বস্তা জামালের ঘরে দিয়া দেখি পূবে সাফ হইছে—মানুষজন আওযাও করে—জঙ্গল দিয়া হাটি চলি আইনো। এই যে পাগলটার নাকান সারা রাইত দৌড়াদৌড়ি কইল্লো উয়ার কি আসান হইল। ফির্ হামার উপর মুসলমানের ইমান দেখায়!

হামার হরিশ্চন্দ্রের কথা নাই, হামার দাতাকর্ণের কথা নাই, শিবিরাজের কথা নাই—ইমান দেখায় হামাক। বড়বাবু উয়াক্ ছাড়ি দ্যান—অঁয় চোটের পর চোট খাইছে; উয়াক দয়া করেন। হামি চুরী কচ্ছি হামি হামি ত একবার কইছো (হঠাৎ বিলাতীর দিকে দৃষ্টি পড়ায়) খবরদার কান্দিস না—চোখ মুছি ফ্যালাও হামি চোখের পানি দেখিবার পারি না।

[সকলে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিল]

রঘুনাথ ॥ Sir,

দারোগা ॥ তা হয় না রঘুনাথ। আমাদের দুঃখ দেখেও মিছে ক'রে নিজে ঘাড়ে দোষ নিচ্ছে না তাই বা কে জানে।

রঘুনাথ ॥ মিছে কেন হইবে চাক্ষুষ সাক্ষীরা যে কইলে।

দারোগা ॥ সবাই ত' গোলমাল ক'ল্লে—কি মশাই। (বিপুলের দিকে চাহিল)

বিপুল ॥ আমি ত, বল্লুম নেশাখোর মানুষ আমি আমার কথা ধরবেন না। আর তাছাড়া—ক্ষীরদার ঘরে আমি সারারাতই ছিলাম ও দেখলে কি ক'রে তাত' বুঝতে পাচ্ছি না।

দারোগা ॥ আপনি ক্ষীরদার ঘরে ছিলেন ?

[বলিয়া একবার ক্ষীরদার মুখের দিকে ও তাহার বিচিত্র বেশভূষার দিকে লক্ষ্য করিয়া আবার বিপুলের মুখের দিকে চাহিলেন]

বিপুল ॥ হাঁ। হ'য়েছে কি জানেন—প্রাচীন প্রণয়। কাল দুপুরে ওর ছেলে আমায় বকাবকি গালাগালি করে গেল। মাষ্টার মশাই জানেন। তিনি ত' শেষ অবধি ওকে সরিয়ে নিলেন। বলে আমার নাকি দয়া মায়া নেই, আমার জন্যই নাকি সে অধঃপতনের পথে এসেছে। আচ্ছারে বাবা দেখতে হয়। রাতে গেলাম। চোখের জল—পূর্ব্বস্মৃতি এবং সে সব ভোলবার জন্য মদ্যপান এই সব হ'ল।

দারোগা ॥ কিন্তু ক্ষীরদা যে বলছে—

বিপুল॥ বলেছে! তা' সে কি সজ্ঞানে ছিল? কে জানে—

দারোগা॥ ক্ষীরদা এদিকে এসো—

[বিস্মিত ক্ষীরদা এগিয়ে এল]

দারোগা॥ কি! তুমি যে ধর্ম্মুকে বন্দুক হাতে দেখেছ বল্লে—চুপ ক'রে থাকলে চলবে না উত্তর দাও। ইনি বলছেন তুমি সারা রাত ওঁর সঙ্গে ছিলে আর তা ছাড়া সজ্ঞানে ছিলে না—

ক্ষীরদা॥ মিছে কথা হুজুর।

ধর্ম্মু॥ উয়ারা কোনও দিন অজ্ঞান হয় না।

দারোগা
মাষ্টার বাবু } —ছিঃ ধর্ম্মু

ধর্ম্মু॥ (লজ্জিতভাবে) হামার দোষ হইছে হুজুর। আর করার নই। মাষ্টার বাবু কয় উয়ারা মায়ের জাত।

ক্ষীরদা॥ (ক্রুদ্ধভাবে) তখন থাকি হামার সাথে নাগিছে। এখনও মজাক করি কয় মায়ের জাত। পরের ধন চুরি করি খাইস তুই কেমন করি পরের দুঃখ বুঝবু। এই যে হামার দুঃখ কষ্ট একি আমার নিজের জন্যে। এই যে হামার সারা মুখে কালী—এই যে হামার সদায় নীচ মাথা—একি হামার নিজের সুখের জন্যে? একটা ছাওয়াল রাখিয়া মানুষটা মরি গেল। হামি কি কইরমো! ছাওয়াল টাক বাঁচাবার নই—তাকে কাপড় জামা দিবার নই—তাক ইস্কুল পড়াবার নই। হামি যে কষ্ট কচ্ছি তা হামি জানি—তবু হামার দোষ। ছাওয়াল গাইলায়—সব লোকে ঘৃন্না করে। পুরুষ নিমক হারাম, নিজের সুখের জন্য ভুলেয়া ভালেয়া হামার গুলার সর্ব্বনাশ করে—বাচ্চাকাচ্চার—বোঝা বওয়ার—খেজালৎ সওয়ায় ফির হামাকে গাইলায়।

দারোগা॥ চুপ কর ক্ষীরদা।

ক্ষীরদা ॥ কেনে চুপ কইরমো—উয়ার কত ফুটানী হামি দেখি নেমো—উয়াক হামি জেল খাটামো।

দারোগা ॥ আঃ! আমি যা জিজ্ঞাসা করি তার উত্তর দাও।

ক্ষীরোদা ॥ দেমো ত'। যা দেখছি, যা জানি তা' মুখের উপর কমো—হামি উয়ার ভয় করি নাকি?

দারোগা ॥ জমিদার বাবু বলছেন তুমি সারারাত তার সঙ্গে ছিলে। ছিলে?

ক্ষীরদা ॥ ঐ বাবু মিছে কথা কইছে হুজুর। ও বাবুক হামি চিনি না—হামি না উয়াক ছোট থাকিয়া দেখছি। উয়ার মন নরম—এক কথায় কাঁদি ক্যালে।

দারোগা ॥ যা জিজ্ঞাসা করি তার উত্তর দাও। ধর্ম্মকে সত্যি তুমি বন্দুক হাতে দেখেছ?

ক্ষীরদা ॥ হামি (অর্দ্ধস্বগতভাবে কহিতে লাগিল) ও ছাওয়ালটার কথা কেনে কইলে—কেনে কইলে—ক্যামন করি চায়া ছিল—কেনে কইলে ক্যামন করি হাত নাড়ছিল—সকলে কইলে—

দারোগা ॥ কি বিড় বিড় কচ্ছ—পরিষ্কার ক'রে বল।

ক্ষীরদা ॥ বাবু হামি দেখি নাই—হামি কিছুই দেখি নাই (কাঁদিয়া ফেলিল)।

দারোগা ॥ একটু আগে মিছে কথা বল্লে কেন?

ক্ষীরদা ॥ হামরা যে সদায় মিছে কথা কই হুজুর। (মাথা নীচু করিল)

দারোগা ॥ হুঁ কৈ তোমার ছেলে কই? কি হে চৈতন তোমার লোক কই?

[ইতিপূর্ব্বে প্রসাদকে সরাইয়া দিয়াছিল]

চৈতন্ত ॥ মাথা খারাপ লোক—এইত এখানে ছিল কোথায় গেল?

দারোগা ॥ দেখ দেখ কোথায় গেল—ওকে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার।

চৈতন্ত ॥ কেন? ওর মাথা খারাপ—ওর কথার কি কোনও মানে হয়? সেইজন্ত ত' আমি নিজে এলাম—কি বলে কি করে—

দারোগা ॥ হুঃ তাহ'লে এই চালের বস্তা—এটা যে তুমি সনাক্ত ক'চ্ছ—

চৈতন্য ॥ আমি! কৈ না! ওরকম বস্তা কত আসে কত যায়—মার্কা দেখে এটা আমার আড়তের বস্তা বলা যায়। কিন্তু এটা যে চোরাই তা কি বলা যায়?

দারোগা ॥ তাহ'লে রঘুনাথ, তোমার বন্দুক চুরি, চৈতনের চাল চুরি এ ত কিছুই প্রমাণ হ'ল না।

রঘুনাথ ॥ সব মিথ্যাবাদী। কারো কথার ঠিক নাই।

দারোগা ॥ বন্দুক চুরি সন্দেহজনক বলেই আমায় final report দিতে হবে।

রঘুনাথ ॥ sir—

দারোগা ॥ আর বাজে কথা বাড়িয়ে কি হবে। যাও জামাল বাড়ী যাও। হাতকড়ি খোল—বেলা হল চল ফেরা যাক।

[জামাল ও ধর্ম্মুর পিঠ চাপড়াইয়া হাসিমুখে দারোগাবাবু চলিয়া গেলেন। রাম অওতার পশ্চাদনুসরণ করিয়া দুই এক পা অগ্রসর হইয়া, দারোগাবাবু বেশ খানিকদূর অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া, ফিরিয়া আসিয়া ধর্ম্মদাসের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—]

রাম ॥ জিতা রহো ধর্ম্মু—ইয়া সাবাস তু শূর হ্যায়।

ধর্ম্মু ॥ (ভুল বুঝিয়া) কি?

রাম ॥ শূর!

ধর্ম্মু ॥ (রাগত ভাবে) গালি দিলে ভাল হবার নয় সিপাহীজী।

রাম ॥ আরে গালি নাই। শূর বোলতেসি।

ধর্ম্মু ॥ শূয়ার কইলে আমরা গালি বুঝি।

মাষ্টার ॥ (ব্যাপার বুঝিয়া হাসিয়া) গাল নয়রে—ও তোকে শূর বলছে—শূর মানে বীর।

রাম ॥ জী হাঁ। সুখ সুখ কর নয় দুখ্ পাওয়ে।

পর দুখ যো হরে শূর কহাওয়ে॥

বোল বোল রাজা রামচন্দ্র কি জয়।

(রাম অওতার প্রস্থান করিল

জামাল ॥ (অগ্রসর হইয়া ধর্ম্মদাসের হাত ধরিয়া) বাড়ী গেনু ভাই।

ধর্ম্ম ॥ (সস্নেহে তার প্রসারিত কর ধারণ করিয়া) যাও ভাই!

জামাল ॥ আল্লা তোমাক্ রহম ক'রবে।

[ধর্ম্মদাস বিরক্তভাবে মুখ ফিরাইতেই মাষ্টার মশায় বলিয়া উঠিল—]

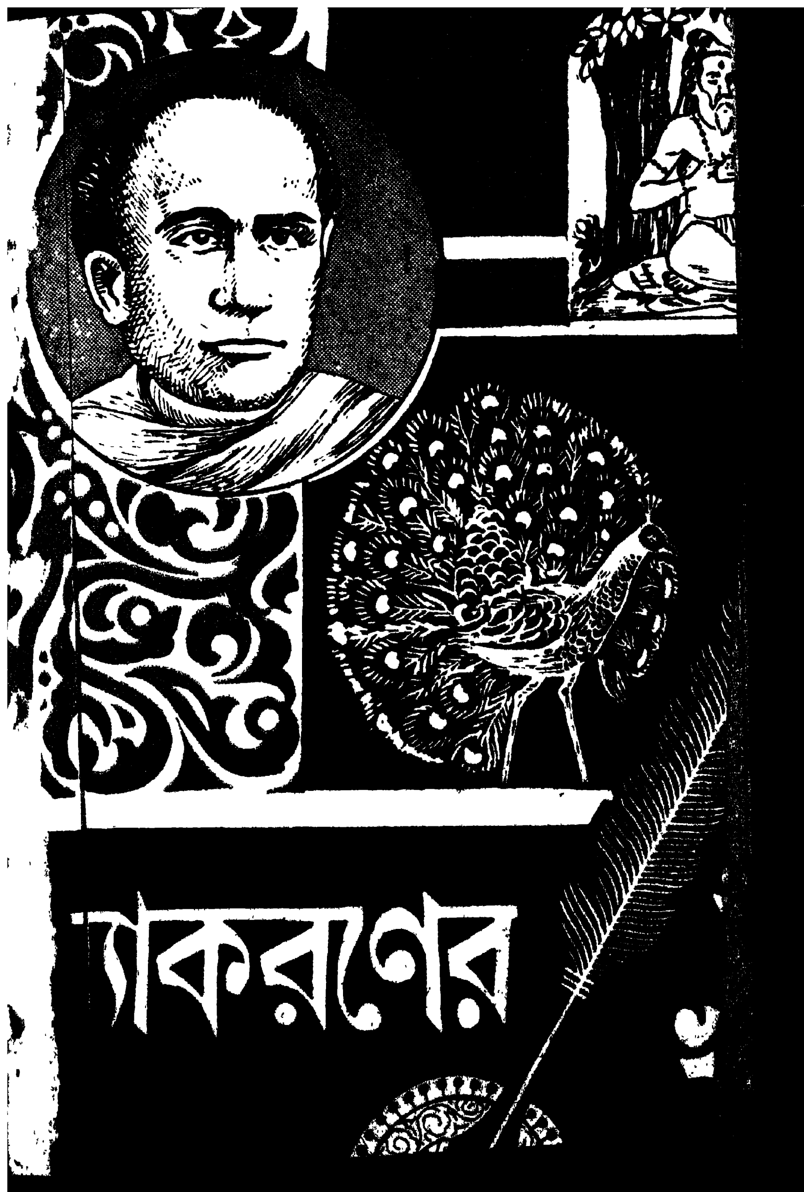
মাষ্টার মশায় ॥ শোন ধর্ম্মদাস, অবিশ্বাস…

ধর্ম্ম ॥ (জামালের দিকে ফিরিয়া) যাও ভাই বাড়ী যাও। মাষ্টারমশাই ব'কবার ধইরলে দুই ঘণ্টা ব'কবে এলায়।

মাষ্টার মশাই ॥ (উচ্চহাস্য করিয়া) আরে না না, আমি আর বকবো না— তোরা আমায় চুপ করিয়ে দিয়েছিস। শুধু আমায় নয়, পুলিশ থেকে আরম্ভ ক'রে বিপুলবাবু, ক্ষীরোদা, প্রসাদ এমন কি চৈতন সা'কেও পাণে দিয়েছিস। তোরাই পারবি… তোরাই দুনিয়াকে পাল্টে দিতে পারবি।

[সস্নেহে ধর্ম্ম ও জামালের কাঁধে হাত দিতেই যবনিকা নামিয়া আসিল।]

সমাপ্ত


াকরণের